চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 216 Thursday, 6 July, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ২১৬ সংখ্যা ✻ ২০ আষাঢ়, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ৬ জুলাই, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

‘বিজেপিকে ভোট দিলে বিধবা করে দেব’। হুগলির তারকেশ্বরে এলাকার বাসিন্দাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এমনই হুমকি দিচ্ছেন তৃণমূলের লোকজন।...বিস্তারিত পাতা ৩

কংগ্রেস কর্মীর উপর গুলি চালানোর অভিযোগে বুধবার সকালে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আহত কংগ্রেস কর্মীর নাম আরিফ শেখ ...বিস্তারিত পাতা ৫

গুজব ও ভিডিও, ফটো এবং ভুয়ো বার্তা ছড়ানো রুখতে মণিপুর সরকার ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের মেয়াদ ১০ জুলাই পর্যন্ত বাড়িয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা বললেন, ‘‘আমি ছেলে হলে হয়তো ক্রিকেট খেলতাম।’’ কেন এ কথা বললেন ভারতের টেনিস কুইন? ...বিস্তারিত পাতা ৮

অধীরের দফা বৃদ্ধির আবেদন খারিজ

এক দফাতে পঞ্চায়েত ভোট জানাল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাইঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের দফা বাড়ানো হচ্ছে না। এক দফাতেই ভোট হবে। বুধবারই তা স্পষ্ট করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। দফা বাড়ানোর দাবিতে মামলা করেছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। এদিন খারিজ হয়ে গেল সেই মামলা। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, যথেষ্ট বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে, তাই আর দফা বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। এর আগে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীও একই দাবিতে মামলা করেছিলেন। তাঁর আর্জিও খারিজ হয়ে যায় হাইকোর্টে। সুতরাং, এক দফাতেই তে ভোট হবে, তা মোটামুটি স্পষ্ট। অধীরের করা মামলার শুনানিতে এদিন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম বলেন, ‘‘শৃঙ্খলা রক্ষা নিয়ে ইতিমধ্যেই একাধিক নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তাই নতুন করে দায়ের করা এই মামলায় কোনও নির্দেশ দেওয়ারও প্রয়োজন নেই।’’ রাজ্য নির্বাচন কমিশন ভোট ঘোষণা করার পরই মামলা করেছিলেন অধীর চৌধুরী। ভোট শান্তিপূর্ণ করার জন্য দফা বাড়ানো প্রয়োজন বলেই দাবি করেছিলেন তিনি। তবে শুধু এটাই নয়, ভোট নিয়ে একাধিক মামলা হয়েছিল আদালতে। আদালতের

নির্দেশেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন। প্রথমে ২২ কোম্পানি বাহিনী চাওয়া হলেও, পরে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নির্দেশ দেওয়ার পর আরও ৮০০ কোম্পানি বাহিনী চায় কমিশন। সেই মতো বাহিনী মোতায়েন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কোথায়, কত বাহিনী মোতায়েন করা হবে, সেই পরিকল্পনাও তৈরি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, অধীর চৌধুরীর আগে একই দাবিতে জনস্বার্থ মামলা করে ভাঙড়ে বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। তাঁর যুক্তি হল, পঞ্চায়েত নির্বাচনে যদি পর্যাপ্ত বাহিনী পাওয়া না, তবে দফা বৃদ্ধি করা হোক। রাজ্যে গত একদশকে জেলার সংখ্যা, ভোটার এবং বুথে সংখ্যা বৃদ্ধির কথা জানিয়ে, তিনি ভোটের দফা বাড়ানোর দাবি তোলেন। অধীর চৌধুরীর আইনজীবী মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় শুনানিতে বলেন, ‘‘ভোটের আগেই ইতিমধ্যেই ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিদিনই রাজ্য ভোটকে কেন্দ্র করে অশান্তি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত বাহিনী না পেলে দফা বৃদ্ধি করা উচিত।’’ অন্য একটি মামলায় সোমবার আদালতে কমিশন জানায়, হাইকোর্টের নির্দেশ মতো ৮২২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়েই হতে চলেছে পঞ্চায়েত ভোট। এর মধ্যে ৩৩৭ কোম্পানি আধাসেনা ইতিমধ্যে রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। আর বাকি ৪৮৫ কোম্পানি আধাসেনা দ্রুত পৌঁছে যাবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবার অন্য একটি জনস্বার্থ মামলায় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, বুথে সশস্ত্র বাহিনী রাখতে হবে। প্রতিটি বুথে ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে ও ৫০ শতাংশ রাজ্যের বাহিনী থাকবে। ভোট গণনার দিন পর্যন্ত সমস্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ৮ জুলাই শনিবার রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন।

চরম দুর্দিন অনুব্রত-কন্যার, কাকুতিমিনতি করেও হল না লাভ! অসহায় অবস্থা সুকন্যার

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাইঃ ফের পিছিয়ে গেল কেষ্ট কন্যা সুকন্যা মণ্ডলের জামিনের আর্জি। বুধবার দিল্লি হাইকোর্টে বিচারপতি দীনেশ কুমার শর্মার বেঞ্চে সুকন্যার জামিনের মামলার শুনানি ছিল। এ দিন সুকন্যার আইনজীবী সওয়াল করেন, একই মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল বিএসএফ কমান্ডান্ট সতীশ কুমারের দ্বিতীয় স্ত্রী তানিয়া সান্যালকে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কর্তারা আদালতে জানিয়েছিলেন, গরু পাচারের অনেকটা টাকার হিসেব নিকেশ রাখতেন তানিয়াই। যদিও বর্তমানে তিনি জামিনে রয়েছেন। সুকন্যার আইনজীবীর বক্তব্য, যদি তানিয়া এই মামলাতেই গ্রেফতার হয়ে জামিন পেতে পারেন, তাহলে সুকন্যা কেন নয়? পাশাপাশি সুকন্যার আইনজীবী আরও বলেন, তাঁর মক্কেলের গ্রেফতারি আসলে বেআইনি। কারণ ইডি শেষ যে চার্জশিট আদালতে জমা করেছে, তাতে কোথাও গরু পাচার মামলায় সুকন্যার সরাসরি যোগের কথা উল্লেখ নেই। বিচারপতি সুকন্যার আইনজীবীর বক্তব্য শোনেন। কিন্তু তদন্তকারীদের তরফ থেকে জানানো হয়, সুকন্যা জামিন পেলে তদন্ত প্রভাবিত হতে পারে। বিচারপতি সুকন্যার জামিনের মামলার শুনানি পিছিয়ে দেন। ৯ জুলাই দিল্লি হাইকোর্টে ফের সুকন্যার জামিনের মামলার শুনানি। পাশাপাশি এই মামলার সঙ্গে সুকন্যার ৬ মাসের জন্য অন্তবর্তী জামিনের আবেদনও শুনবেন তিনি। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই ৬ মাসের অন্তবর্তী জামিনের আর্জি জানিয়ে দিল্লি রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে আর্জি জানিয়েছেন সুকন্যা। সুকন্যার বক্তব্য, তাঁর আর্থিক টানাপোড়েন চলছে। পরিজন, আত্মীয় স্বজন, পরিচিতরা কেউই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাইছেন

না। এই পরিস্থিতিতে মামলা লড়ার জন্য আইনজীবীদের টাকাও দিতে পারছেন না সুকন্যা। জেলে থেকে আয়ের কোনও উৎসও নেই তাঁর। এই পরিস্থিতিতে ৬ মাসের অন্তবর্তীকালীন জামিনের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। দিল্লি রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে সেই আবেদনেরও শুনানি ১০ জুলাই। দিল্লি রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টের বিশেষ আদালতের বিচারক রঘুবীর সিংহ সুকন্যার আর্জি শুনে, তার প্রেক্ষিতে ইডি-র কী বক্তব্য, তা জানতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গত, এর আগেও জামিনের জন্য আর্জি জানিয়েছেন সুকন্যা। ইডি প্রভাবশালী তত্ত্ব খাঁড়া করে আদালতে সওয়াল করে। ইডি-র বক্তব্য, গরু পাচার মামলায় অনুব্রত মণ্ডলের আয় করা কাল টাকা সাদা করার দায়িত্ব ছিল সুকন্যারই। তাঁর নামে হিসাব বহির্ভূত বহু সম্পত্তির হদিশ মিলেছে। সে বিষয়ে তথ্য প্রমাণও রয়েছে তদন্তকারীদের হাতে। তাতে বারবারই খারিজ হয়েছে জামিনের আর্জি। এবার দিল্লি হাইকোর্ট ও নিম্ন আদালত সুকন্যার আর্জিতে সাড়া দেয় কিনা, সেটাই দেখার।

‘৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সমাধান চাই’

‘গ্রাউন্ড জিরো’ঘুরে এসে কমিশনকে সময় বেঁধে দিলেন রাজ্যপাল বোস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাইঃ ‘গ্রাউন্ড জিরো’ থেকে ঘুরে এসে রিপোর্ট তৈরি করেছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। সেই রিপোর্ট খামে পুরে পাঠিয়েও দিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনে। সূত্রের খবর, রিপোর্টে যে সব অভিযোগের উল্লেখ রয়েছে, তা সমাধান করার জন্য কমিশনকে সময় বেঁধে দিয়েছেন রাজ্যপাল। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সব সমস্যার সমাধান চান তিনি। ভোটের আগে যে অশান্তির অভিযোগ উঠেছে, তা খতিয়ে দেখতে কোচবিহার থেকে ক্যানিং ছুটে গিয়েছেন রাজ্যপাল। আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলেছেন নিজে। সেই ‘গ্রাউন্ড জিরো’য় গিয়ে যা দেখেছেন বা শুনেছেন, তার ভিত্তিতেই রাজভবনে ফিরে এসে রিপোর্ট তৈরি করেছেন বোস। মঙ্গলবার সেই রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করতে কমিশনার রাজীব সিনহাকে তলব করেছিলেন রাজ্যপাল। ব্যস্ত থাকায় যেতে পারেননি তিনি। ফোনে আলোচনা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন রাজীব সিনহা। তবে, স্পর্শকাতর বিষয় বলে ফোনে কথা বলতে চাননি রাজ্যপাল। এরপরই মুখবন্ধ খামে সেই রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে কমিশনে। বিশেষ সূত্রে খবর, কী ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে তা উল্লেখ করে রাজ্যপাল বার্তা দিয়েছেন, এ ক্ষেত্রে কমিশনের ভূমিকা কী হওয়া উচিত। ভোটের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর একমাত্র কমিশনই যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারে, সেটাও রাজ্যপাল বুঝিয়ে দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। ভোট ঘোষণার পর মনোনয়ন পর্ব থেকে অশান্তির অভিযোগ সামনে আসে। একাধিক মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। এহেন পরিস্থিতিতে কমিশনারের ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। পরে তিনি নিজে জেলায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। উত্তরবঙ্গ থেকে সফর শুরু করেন রাজ্যপাল। পরে ক্যানিং, বাসন্তীও পরিদর্শন করেন তিনি। রাজভবনে অভিযোগ জানানোর জন্য একটি পিস রুম খোলা হয়েছে। সেখানে প্রতিনিয়ত যে সব অভিযোগ আসে, তা কমিশনকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, রাজ্যপালের এই তৎপরতা খুব একটা ভাল চোখে দেখছে না শাসক দল। ইতিমধ্যেই তৃণমূলের তরফে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিধিভঙ্গের অভিযোগ তোলা হয়েছে। কমিশনে চিঠি দিয়েছে শাসক দল।

‘দুয়ারে সরকারের প্রতিনিধি বাড়িতে রেশন দেবে’

বর্ধমান থেকে ঘোষণা অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ৫ জুলাইঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আর বাকি তিনদিন। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক প্রচারে সরগরম হয়ে উঠেছে রাজ্য-রাজনীতি। এই আবহে পূর্ব বর্ধমানের বৈদ্যপুরের জনসভা থেকে বিজেপি সরকারকে তুলোধনা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে দুটি বড় ঘোষণা করলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। আগামী ৬ মাসের মধ্যে সাধারণ মানুষের বাড়িতে গিয়ে দুয়ারে সরকারের প্রতিনিধি রেশন পৌঁছে দিয়ে আসবে বলে বুধবার জানিয়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে দুয়ারে রেশন নিয়ে ডিলার এবং সরকারের মধ্যে মতবিরোধ আছে। সেখানে দাঁড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজ বলেন, ‘‘তৃণমূল কংগ্রেস কথা দিয়ে কথা রাখে। আর বিজেপি প্রতিশ্রুতি পালন করে না। মানুষের পাশে নেই বলছে। আপনারা একটু কসরত করে নিন। যাতে ডান্ডা মারলে ডান্ডা ভেঙে যায়, মেরুদণ্ড নয়। আর আমিও দেখব কত ডান্ডা মারতে পারে। আপনাদের আরও একটা কথা বলে যাচ্ছি, এই আন্দোলনে প্রয়োজন হলে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও দিল্লিতে গিয়ে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবেন।’’ আর কী বলেছেন অভিষেক? এদিন পূর্ব বর্ধমানের কালনার বৈদ্যপুরের নির্বাচনী জনসভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানের মঞ্চ থেকেই তাঁর দাবি, ‘‘দু’বছর ধরে রেশন ডিলারদের বড় অংশ সুপ্রিম কোর্ট-কলকাতা হাইকোর্ট করলেন। যাতে দুয়ারে রেশন প্রকল্প আইনি জটিলতায় আটকে থাকে। আজ থেকে দু’আড়াই মাস আগে সুপ্রিম কোর্টে এই আইনি জটিলতার সমাধান হয়ে গিয়েছে। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, আগামী ৬ মাসের মধ্যে অন্য কোনও জায়গা

বিজেপি, মানুষের পাশে থাকে তৃণমূল। তৃণমূল কথা দিয়ে কথা রেখেছে। তাই আগামী ৬ মাসের মধ্যে দুয়ারে সরকারের প্রতিনিধি গিয়ে বাড়িতে রেশন দেবে। আইনি জটিলতায় এই প্রকল্প এতদিন আটকে ছিল। এবার তা মিটে গিয়েছে।’’ দুয়ারে রেশন ব্যবস্থা নিয়ে ডিলাররা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত দৌড়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁদের আবেদনে স্থগিত করে দেন বিচারপতি। আর দুয়ারে রেশন চলবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে গ্রামবাংলার মানুষজনকে নিয়ে নয়াদিল্লি গিয়ে আন্দোলনের কথা বলেছেন অভিষেক। সেটা বারবারই বলেন তিনি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলের পরই একশো দিনের টাকা আদায় করতে নয়াদিল্লি যাবেন তিনি বলে জানিয়েছেন। এবার মঞ্চ থেকে আরও বললেন, ‘‘একশো দিনের টাকা আদায় করতে দিল্লিতে গেলে নাকি অমিত শাহের পুলিশ আমাদের ডান্ডা পেটা করবে। বিজেপি নেতারা এসবই তো থেকে নয় দুয়ারে সরকারের প্রতিনিধি আপনার বাড়িতে রেশন পৌঁছে দিয়ে আসবে।’’ কালনার সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফের কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে বলেন, ‘‘পার্থ চট্টোপাধ্যায় যদি ইডির কাছে না গিয়ে বিজেপিতে যেত, তাহলে ধোয়া তুলসিপাতা হয়ে যেত। অনুব্রত মণ্ডল যদি তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি না হয়ে, বিজেপির কাছে যেত, তাহলে ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে যেত।’’ অভিষেকের সংযোজন, ‘‘আগামিকাল প্রচার শেষ। আগামী ৮ তারিখের ভোটে প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী বদলাবে না। এটা ব্লকের ভোট। তাই সাধারণ মানুষ যাতে পরিষেবা পায়, সেটা সুনিশ্চিত করতে হবে। গত দু’মাস ধরে জনমত সংগ্রহ করা হয়েছে। তার ভিত্তিতেই প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। বিজেপির নেতারা গত আড়াই বছর ধরে কেন্দ্র থেকে পাওনা টাকা বন্ধ করে রেখেছে।’’

ইডি’র দফতরে হাজিরা না দিয়ে হুডখোলা গাড়িতে প্রচার সায়নীর

দুরন্ত বার্তা, গলসি, ৫ জুলাইঃ গত শুক্রবার, ৩০ জুন সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ১১ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল সায়নী ঘোষকে। আজ, বুধবার ফের তাঁকে তলব করেছিল ইডি। কিন্তু, এদিন তিনি হাজিরা দিলেন না। সকাল সকালই পৌঁছে গেলেন পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে। হুডখোলা গাড়িতে বসে দু’পাশে তৃণমূল কর্মী সমর্থক নিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের হয়ে প্রচার করতে দেখা গেল তৃণমূল যুবনেত্রীকে। প্রচারে এদিন সায়নীর পরনে ছিল পেস্তা সবুজ লখনউ চিকনের কুর্তি। গলায় জড়ানো সাদা উত্তরীয়। মাথার চুল একই রকম টপ নট করে বাঁধা। এদিন ইডি হাজিরার বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে সায়নী বলেন, ‘‘নথি পাঠিয়ে দিয়েছি। বলেছি, যদি প্রয়োজন হয় ভিডিও কলে ভার্চুয়ালি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ১১ ঘণ্টা ছিলাম ওখানে। তখনও সহযোগিতা করেছি। ১১ তারিখের পরে যত বার ডাকবে ততবার যাব। এখন যুবনেত্রী হিসাবে প্রচারের দায়িত্ব সামলাচ্ছি।’’ জানা

গিয়েছে, এদিন আইনজীবী মারফত ইডি দফতরে প্রায় ৫০০ পাতার নথির পাঠিয়েছেন সায়নী। গত শুক্রবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত টানা ১১ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় টলি অভিনেত্রী তথা তৃণমূল যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষকে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত যুব তৃণমূলনেতা কুন্তল ঘোষ গ্রেফতার হওয়া ইস্তক সায়নী ঘোষের নাম নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। গত শুক্রবার জিজ্ঞাসাবাদের সময় কুন্তলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সম্পর্কে সায়নীকে প্রশ্ন করা হয় বলে সূত্রের খবর। যদিও উত্তরে সায়নী নাকি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে কুন্তলের তেমন কোনও পরিচয় ছিল না। কুন্তলের সঙ্গে সায়নী ব্যাঙ্কের লেনদেনেরও কোনও হদিস পায়নি ইডি। তবে সায়নীর সঙ্গে কুন্তলের নগদে কোনও লেনদেন হয়েছিল কি না, তা জানতে চান গোয়েন্দারা। এদিন সায়নীর কাছ থেকে বেশ কিছু নথি তলব করা হয়েছিল ইডির তরফে। শুক্রবার ইডির জিজ্ঞাসাবাদের পর শনিবার ও রবিবারও তৃণমূলের ভোট প্রচারে ছিলেন না সায়নী। ছিলেন না ইডির জিজ্ঞাসাবাদের আগের দুদিনও। আর একইভাবে সোমবারও তৃণমূলের প্রচারক তালিকায় ঠাঁই ছিল না সায়নীর। বুধবার অবশ্য পূর্ব বর্ধমানে গলসিতে জমাটি প্রচার সারতে দেখা গেল তাঁকে।

নিরাপত্তা দিতে হবে প্রার্থী ও এজেন্টকে, গণনাকেন্দ্রে থাকবে আধাসেনা, নির্দেশ বিচারপতি অমৃতা সিনহার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাইঃ ভোটের আগেই বেলাগাম হিংসায় উদ্বিগ্ন কলকাতা হাইকোর্ট। প্রার্থী ও এজেন্টদের নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ বিচারপতি অমৃত সিনহার। পাশাপাশি গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তার দায়িত্ব দিতে হবে আধাসেনাকেও। এদিন এই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে রাজ্যের শীর্ষ আদালতের তরফে। হাতে আর মাত্র দুটো দিন। শনিবারই রাজ্যে এক দফায় হতে চলেছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। ভোটের আগে যে ভাবে রাজ্যে

বেগালাম হানাহানি চলছে, প্রাণ যাচ্ছে, তাতেই উদ্বিগ্ন হাইকোর্ট। একাধিক মামলা চলছে আদালতে। সূত্রের খবর, এদিন মামলাকারীর তরফে আগের বারের পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে একগুচ্ছ অভিযোগ জানানো হয়। তিনি জানান, ঠাকুরপুকুরের মহেশতলা ব্লকে আগে ভোটের সময় গণনা কেন্দ্রে বিরোধী এজেন্ট ও প্রার্থীদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাঁদের উপর হামলাও হয়। এই মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি অমৃতা সিনহা গণনাকেন্দ্রে যেমন আধাসেনা মোতায়েনের নির্দেশ দেন তেমনই এজেন্ট ও প্রার্থীদেরও নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার নির্দেশ দেন। এদিকে এর আগে নির্বাচন কমিশনে একই দাবিতে হাজির হয়েছিলেন মামলাকারী। যদিও নির্বাচন কমিশন কোনও পদক্ষেপ না করায় ২১ তারিখ তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। সেই সময়ই নির্বাচন কমিশনকে গোটা বিষয়টি দেখার কথা বলেছিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। তারপরেও নির্বাচন কমিশনের তরফে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সে বিষয়েই এদিন আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মামলাকারী।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিধিভঙ্গের নালিশ, কলকাতা হাইকোর্টে আবার গেলেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাইঃ পঞ্চায়েত ভোটের বাকি আর কয়েকদিন। ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা খেয়েছে বিরোধী পক্ষ। কারণ বুধবার অধীর চৌধুরীর আবেদন খারিজ করে দিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে একদফাতেই হবে পঞ্চায়েত নির্বাচন। এবার আবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ‘মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট’ বা ভোটের আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গ হয়েছে। তাঁর সরাসরি অভিযোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, একটি রাজনৈতিক দলের ব্যবহার করা প্রচারমূলক নম্বর সরকারি নম্বর হিসেবে বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেখানে ‘সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী’ কর্মসূচির বিরুদ্ধে মামলা করেছেন বিরোধী দলনেতা। সেই কর্মসূচি নাকি নির্বাচনী আচরণবিধির পরিপন্থী, এমন অভিযোগ তুলে হাইকোর্টে মামলা করেন শুভেন্দু। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন নির্বাক হয়ে রয়েছে। সে কারণেই হাইকোর্টের পদক্ষেপ চেয়ে মামলা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। প্রথমে বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে মামলা যায়, যদিও তিনি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সেই মামলা থেকে সরে দাঁড়ান। বুধবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করেন বিরোধী দলনেতা। আদালত শুভেন্দুকে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে। বৃহস্পতিবার শুনানি হবে প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পর্যবেক্ষককে ‘না’ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাইঃ পঞ্চায়েত ভোটে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্বতঃ প্রণোদিতভাবে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করতে চেয়েছিল। রাজ্য নির্বাচন কমিশন তাতে আপত্তি জানায়। কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এই পদক্ষেপ খারিজ করে দিয়েছিল আগেই। এবার ডিভিশন বেঞ্চেও খারিজ হয়ে গেল সেই আর্জি। আদালত চায়, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ওপরেই যাতে ভরসা রাখা হয়। নির্বাচন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য মানবাধিকার কমিশনের পর্যবেক্ষক প্রয়োজন আছে বলে মনে করছে না। হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চ প্রথমে

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নির্দেশ খারিজ করে দিয়েছিল। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। মঙ্গলবার সব পক্ষের বক্তব্য শুনেছে হাইকোর্ট। রায়দান স্থগিত রাখা হয়েছিল। আজ, বুধবার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সেই নির্দেশ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ই বহাল থাকছে। ভোট পর্বে মানবাধিকার লঙ্ঘন হতে পারে, এই আশঙ্কা প্রকাশ করেই পর্যবেক্ষক নিয়োগের কথা বলেছিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। তবে এভাবে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা যায় কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন তোলে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। কমিশনের বক্তব্য ছিল, খোদ রাজ্যপাল যখন নিজে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন, তখন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রয়োজন নেই। রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ দিতে চেয়েছিল, বললেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, এগরা, ৫ জুলাইঃ তিনি যাতে তৃণমূল না ছাড়েন, তার জন্য তাঁকে উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। বুধবার পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে সভা করতে গিয়ে এমনই দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর দাবি, ২০২০ সালের ১ ডিসেম্বর তাঁকে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, এর কয়েকদিন পরে ২০ ডিসেম্বর মেদিনীপুরে অমিত শাহের উপস্থিতিতে বিজেপি-তে যোগ দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

শরদকে বয়স নিয়ে খোঁচা, সন্ন্যাস নিতে পরামর্শ অজিতের, সরব বোন সুপ্রিয়া

মুম্বই, ৫ জুলাইঃ শরদ পাওয়ারের বয়স এখন ৮৩। বুধবার এনসিপি-র শক্তি পরীক্ষার মঞ্চে দাঁড়িয়ে কাকা শরদ পাওয়ারকে বয়স নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানালেন ভাইপো অজিত। অনুগামীদের সামনে দীর্ঘ বক্তৃতায় বারে বারেই শরদ পাওয়ারের বয়সের কথা উল্লেখ করে অজিত বলেন, ‘‘তোমার এখন ৮৩। এবার দলের সব দায়িত্ব ছেড়ে সন্ন্যাস নাও। নতুনদের উপর দলের ভার ছেড়ে দাও।’’ এখানেই থেমে না থেকে কাকার বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ তোলেন অজিত। বলেন, ‘‘তুমি পদত্যাগ করবে ঘোষণা করেও পিছিয়ে গেলে। এতে কি সম্মান বাড়ল?’’ শরদ পাওয়ার সম্প্রতি তাঁর মেয়ে সুপ্রিয়া সুলেকে এনসিপির কার্যকরী সভাপতি করেছেন। সেই প্রসঙ্গ তুলে অজিত বলেন, ‘‘আমি বঞ্চিত হলাম এই জন্য যে আমি তোমার ছেলে নই, ভাইপো!’’ দাদা অজিতকে এই ব্যাপারে কড়া জবাব দিয়েছেন খুড়তুতো বোন তথা শরদ কন্যা সুপ্রিয়া। পাল্টা সভায় তাঁর জবাব, ‘‘আমার বাবাকে অপমান করবে না। আমার বাবা গোটা

এনসিপি পরিবারের পিতা।’’ সুপ্রিয়ার প্রশ্ন, ‘‘মেয়েকে কার্যকরী সভাপতি করার মধ্যে অন্যায়টা কী আছে? মেয়ে কি বাবার উত্তরাধিকারী হতে পারে না?’’ প্রসঙ্গত, গত মাসে সুপ্রিয়াকে কার্যকরী সভাপতি করার পর দলে অসন্তোষ চাপা থাকেনি। অজিতের বিদ্রোহকে শরদের সেই সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া বলেও মনে করা হয়। সুপ্রিয়া অবশ্য তখনই ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন দলে যোগ্যতা প্রমাণ করেই তিনি শীর্ষ পদে বসেছেন। স্রেফ শরদ পাওয়ারের কন্যা বলে দলে নেতার চেয়ার এগিয়ে দেওয়া হয়নি। বুধবার সকাল থেকেই মুম্বই এনসিপির দুই শিবিরের শক্তি পরীক্ষা ঘিরে সরগরম ছিল। অজিত পাওয়ার কাকা শরদকে বয়স নিয়ে খোঁচা দিতে গিয়ে সোনিয়া গান্ধির প্রসঙ্গ টানেন। বলেন, ‘‘সেনিয়া দলের সভাপতির পদ ছেড়ে দিয়েছেন বয়সের কারণে।’’ যদিও সোনিয়ার জায়গায় সভাপতির পদে বসা মল্লিকার্জুন খাড়্গে শরদের সমবয়সি। কংগ্রেস সভাপতির বয়সও ৮৩। বাবার হয়ে দাদাকে জবাব দিতে গিয়ে সুপ্রিয়া বলেন, ‘‘গত লোকসভা নির্বাচনেই বাবা ভোটে প্রার্থী হতে চাননি। সেই খবর পেয়ে কাশ্মীর থেকে ফারুক আবদুল্লাহ ফোন করে বাবাকে বলেন, আপনাকে লড়াই করতেই হবে। আপনার মতো নেতার আবার বয়স কী!’’ এর আগে এনসিপি-তে শক্তি পরীক্ষায় পাওয়ারকে সংখ্যার লড়াইয়ে হারিয়ে দেন অজিত। তাঁর ডাকা বৈঠকে হাজির হয়েছিলেন ২৯ বিধায়ক। অন্যদিকে, পাওয়ারের বৈঠকে যোগ দেন ১৪ জন। যদিও অজিত দাবি করেছিলেন তাঁর সঙ্গে ৪০ বিধায়কের সমর্থন আছে।

২০ আগস্ট মাদুরাইয়ে আয়োজিত হচ্ছে 'এলুচি মানাড়ু', নতুন লোগোর সূচনা করলেন পালানিস্বামী

চেন্নাইয়ে, ৫ জুলাই ঃ আগামী ২০ আগস্ট তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ে আয়োজিত হতে চলছে এআইএডিএমকে-র গ্র্যান্ড কনফারেন্স 'এলুচি মানাড়ু'। গ্র্যান্ড কনফারেন্সের জন্য বুধবার একটি নতুন লোগোর সূচনা করেছেন এআইএডিএমকে-র সাধারণ সম্পাদক এডাপ্পাদি পালানিস্বামী। তিনি বলেছেন, নতুন সদস্যদের যোগ করার এই নতুন অভিযানে ৭৫ দিনে ১.৬০ কোটি সদস্য এআইএডিএমকে-তে যোগ দিয়েছেন। এছাড়াও, এটি ডিএমকে এবং তাঁদের বি দলের জন্য একটি ধাক্কা।এদিন অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়েও মুখ খুলেছেন পালানিস্বামী। তিনি বলেছেন, ইউনিফর্ম সিভিল কোডের (অভিন্ন দেওয়ানি বিধি) বিষয়ে আমাদের অবস্থান ২০১৯ সালের নির্বাচনী ইস্তেহারের মতই। আমরা সেখানে সংক্ষেপে সবকিছু ব্যাখ্যা করেছি। কাবেরির জল নিয়ে কর্ণাটকের কংগ্রেসকেও এদিন তোপ দেগেছেন পালানিস্বামী। তিনি বলেছেন, কাবেরির জল তামিলনাড়ুতে না দিয়ে নাটক করার চেষ্টা করছে কর্ণাটক কংগ্রেস। এটা সুপ্রিম কোর্টের আদেশের পরিপন্থী।

কোভিড-সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬ ভারতে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমে ১,৪৫৩, মৃত্যু দু'জনের

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ সামান্য একটু বাড়ল, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৫৬ জন। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৪৫৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১০।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬১,০৪৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,১০৪ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৪০,৯৩৮ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৪ জুলাই সারা দিনে ভারতে ৫৬,৮৬৬

নাকের চোট নিয়ে দেশে ফিরলেন শাহরুখ, অভিনেতা সুস্থ ও ভালোই আছেন

মুম্বই, ৫ জুলাই ঃলস এঞ্জেলসে শুটিং করতে গিয়ে নাকে চোট পেয়েছেন অভিনেতা শাহরুখ খান। অভিনেতার নাক থেকে না-কি রক্তও বেরিয়েছিল, করাতে হয়েছে অস্ত্রোপচার। প্রিয় তারকার আরোগ্য কামনা করেছেন তাঁর অনুরাগীরা। যদিও এই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পার করার আগেই বুধবার ভোররাতে আমেরিকা থেকে মুম্বইয়ে ফিরে এসেছেন কিং খান।বুধবার ভোররাতে মুম্বই বিমানবন্দরে দর্শন পাওয়া যায় শাহরুখ খানের। দুই ছেলে ও স্ত্রী গৌরী খানের সঙ্গে তাঁকে দেখা গেল মুম্বই বিমানবন্দরে। একেবারে সুস্থ, নাকে কোনও ব্যান্ডেজ দেখা যায়নি। অভিনেতাকে দেখা মাত্রই জ্বলে ওঠে আলোকচিত্রীদের ক্যামেরার ফ্ল্যাশ। অভিনেতাকে ডাকতে থাকেন অনেকেই, কিন্তু কারও কথায় সাড়াশব্দ না দিয়েই নিজের গাড়িতে উঠে পড়েন তিনি।

গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রবীণ কুমার, সঙ্গে ছিলেন তাঁর ছেলেও

মিরাট, ৫ জুলাই ঃ গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর ভারতের উইকেটকিপার ব্যাটার ঋষভ পন্থের গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন। মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছেন পন্থ। তিনি এখন সুস্থতার পথে। এ বার এল আর এক ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার খবর। এবার দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রবীণ কুমার।মঙ্গলবার, ৪ জুলাই রাত ১১টা নাগাদ মিরাটে তাঁর ল্যান্ড রোভার গাড়িটিতে ধাক্কা দেয় একটি গাড়ি। দুর্ঘটনার সময় তার সেই গাড়িতে ছিল তাঁর ছেলেও। দু'জনই এই দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছেন।এসপি সিটি পীযুষ কুমার জানান, ওই গাড়িটির চালককে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবং ঘটনাস্থল থেকে প্রবীণ ও তাঁর ছেলে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে গিয়েছেন।

এশীয় অঞ্চলে শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য এসসিও গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেঃপ্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃ এশীয় অঞ্চলে শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য শাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, বিগত দুই দশকে এশীয় অঞ্চলের শান্তি, সমৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এসসিও। আমরা এই অঞ্চলটিকে শুধু একটি বর্ধিত প্রতিবেশী হিসেবে নয়, একটি বর্ধিত পরিবার হিসেবেও দেখি।শাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-এর শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার। প্রথম বার এই বৈঠকের সভাপতিত্ব

করেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর সভাপতিত্বে এই ভার্চুয়াল শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ-সহ মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রধানেরা। আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে এদিন মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, আফগানিস্তানের পরিস্থিতি আমাদের সকলের নিরাপত্তার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। আফগানিস্তান সম্পর্কে ভারতের উদ্বেগ এবং প্রত্যাশা এসসিও সদস্য দেশগুলির বেশিরভাগের মতোই। আফগানিস্তানের জনগণের কল্যাণের জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে হবে... আফগানিস্তানের ভূমি যাতে প্রতিবেশী দেশগুলিতে অশান্তি ছড়ানো বা চরমপন্থী মতাদর্শের প্রচারের জন্য ব্যবহার করা না হয়, তা গুরুত্বপূর্ণ।

ইতিহাসের 'সবচেয়ে উষ্ণতম' দিন প্রত্যক্ষ করল বিশ্ব, ৩ জুলাই সবথেকে গরমের রেকর্ড

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃগত সোমবার (৩ জুলাই) ইতিহাসের ' উষ্ণতম' দিন প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ব। ওই দিন বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ছিল ১৭.০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা ২০১৬ সালের আগস্টে রেকর্ড করা ১৬ দশমিক ৯২ ডিগ্রি সেলসিয়াসকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আবহাওয়া দফতর-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত তেসরা জুলাই বিশ্বে উষ্ণতম দিন হিসেবে রেকর্ড করা

হয়েছে। ভূপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা সেদিন ১৭.০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল বলে জানা গিয়েছে।বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তাপপ্রবাহ জনিত পরিস্থিতি বজায় থাকায় ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে ১৬.৯২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের পূর্ব রেকর্ডও ওই দিন ছাপিয়ে গিয়েছে। এল নিনোর প্রভাবেই আবহাওয়া ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন বলে মনে করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এল নিনো নামে পরিচিত প্রাকৃতিক আবহাওয়ার সংমিশ্রণ এবং মানবজাতির কার্বন ডাই অক্সাইডের চলমান নির্গমন এই তাপমাত্রা বাড়াচ্ছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত ৪, গুরুতর আহত আরও ৮ জন

জম্মু, ৫ জুলাই ঃজম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৪ জন যাত্রী। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৮ জন। মৃত ৪ জনের মধ্যে ৩ জনই মহিলা। বুধবার ভোররাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রাজৌরি জেলার থানামান্ডি এলাকায়, ভাঙ্গাই সড়কে। আহতদের সংকটজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। থানামান্ডির সাব-ডিভিশনাল অফিসার ডাঃ ইমতিয়াজ আহমেদ বলেছেন, বুধবার ভোররাতে ২.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গা।তে তিনটি পরিবারের সদস্যরা ছিলেন, পুঞ্চের বুফলিয়াজ এলাকায় এক আত্মীয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানের পরে বাড়ি ফিরছিলেন সকলে, ভাঙ্গাই গ্রামে তাঁদের গন্তব্য থেকে মাত্র কয়েকশ মিটার দূরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায় গাড়িটি। স্থানীয় বাসিন্দারা ও পুলিশ দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন, ১২ জন যাত্রীকে উদ্ধার করে থানামন্ডির উপ-জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে ৪ জনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। নিহতরা হলেন- শামীম আক্তার, রুবিনা কাউসার, জরিনা বেগম ও মোহাম্মদ ইউনিস, সবাই ভাঙ্গাইয়ের বাসিন্দা। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ৮ জন হলেন- শাহীন বেগম, জাইতুন বেগম, শাহীন বেগম, বেগম জান, ফাতেমা বেগম, সুরিয়া বেগম, কুলসুম বেগম এবং মোহাম্মদ কাসিম।

কুয়েত-কে হারিয়ে নবমবার সাফ কাপ চ্যাম্পিয়ন ভারত, শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

বেঙ্গালুরু, ৫ জুলাই ঃ রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে কুয়েত্-কে হারিয়ে এই নিয়ে নবম বার সাফ কাপ চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে সাফ ফাইনালের সান্ধ্য আসরে ভারতের জয় দেখতে গ্যালারিতে ভি। জমিয়েছিলেন ২৬ হাজার ফুটবলপ্রেমী। ১২০ মিনিট ১-১ সমতার পর টাইব্রেকারে কুয়েতকে হারিয়ে ভারতের সমর্থকেরা তৃপ্তি নিয়েই মাঠ ছো।ছেন। কুয়েত-কে টাইব্রেকারের হারিয়ে শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা ধরে রাখল স্বাগতিক দল।এর আগে ২০০৩ সালে সাফের ফাইনাল দেখেছিল টাইব্রেকার। মালদ্বীপকে হারিয়ে সেবার চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। ২০০৯ সালে ঢাকাতেই টাইব্রেকারে মালদ্বীপকে হারায় ভারত। ১৪ বছর পর ভারতকে সাফের আরেকটি টাইব্রেকারে শিরোপা জেতাতে শেষ বেলায় নায়ক হয়ে ওঠেন ভারতের গোলকিপার গুরপ্রীত সিং। টাইব্রেকারে ৪-৪ শেষে সাডেন ডেথে কুয়েতের প্রথম শটটা আটকে তিনি দলকে নিয়ে যান জয়ের বন্দরে।দক্ষিণ এশিয়ায় দেশগুলোর মধ্যে নিজেদের আর প্রমাণের কিছু নেই ভারতের। তাই ভারতের প্রস্তাবেই এই প্রথম সাফে দুটি অতিথি দল নিয়ে ছিল আয়োজকেরা। সেই দুই অতিথির একটি লেবানন, অন্যটি কুয়েত। ফাইনালে সেই অতিথি কুয়েতের সঙ্গে ল।ই করে টাইব্রেকারে জয় ছিনিয়ে নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বটা ধরে রাখল ভারত।সাফ ফুটবলের চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়াও কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর সাফ ফুটবলের চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ' ব্লু টাইগার্স' নামে অভিহিত জাতীয়.ফুটবল দল মঙ্গলবার ফাইনালে কুয়েত-কে হারিয়ে রেকর্ড সংখ্যক, নবম বার সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব জয় করল। এক টুইট বার্তায় দলের সদস্যদের স্নায়ুর চাপ ও অসাধারণ প্রদর্শনের অপূর্ব মেলবন্ধনের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন অনুরাগ সিং ঠাকুর।

দিল্লির জনকপুরীতে রাস্তার একটি বড় অংশে বিশালাকার ধস, কেউ হতাহত হননি

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃ দিল্লির জনকপুরী এলাকায় রাস্তার একটি বড় অংশে বিশালাকার ধস নামল। বুধবার সকালে আচমকাই রাস্তার একটি ব। অংশে ধস নামে। যদিও, এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। রাস্তায় ধস নামার ফলে ওই অংশটি ঘিরে রেখেছে দিল্লি পুলিশ। ধীর গতিতে ওই এলাকা থেকে চলাচল করে যানবাহন। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়, তাঁরা ধস কবলিত রাস্তা দেখতে জ। হন।দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার সকালে দিল্লির জনকপুরী এলাকায় রাস্তার একটি বড় অংশে বিশালাকার ধস নামে। এরপরই ওই অংশটি ঘিরে ফেলা হয়। ধীরে গতিতে ওই এলাকা থেকে চলাচল করে গাড়ি। কেন এমন ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।

ভারতে আনুমানিক ৭০৬টি আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে, যা দেশের মূল জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ

নয়াদিল্লি,৫ জুলাইঃভারত বৈচিত্র্যের দেশ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই আমাদের পরিচয় । এই বৈচিত্র্য বজায় রাখতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ' ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর মন্ত্র দিয়েছেন । আমরা এমন এক ভারতের কল্পনা করছি, যেখানে প্রতিটি ভারতীয় জীবনযাপনের উন্নত মান নিয়ে সজাগ । দেশের প্রতিটি ব্যক্তির কাছে, এমনকি সামাজিক কাঠামোর শেষ প্রান্তে যারা রয়েছেন, তাঁদের কাছেও উন্নত ও আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে ভারত সরকার ধারাবাহিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে ।ভারতে আনুমানিক ৭০৬টি আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে, যা দেশের মূল জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ । এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী আমাদের দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ । প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ' অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত আদিবাসী সম্প্রদায় ছাড়া কখনোই সম্পূর্ণ হবে না' । ভারত সরকার আদিবাসীদের নৈতিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এবং উপজাতীয় সংগঠনগুলির সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল । জাতীয় অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে আদিবাসীদের সুস্বাস্থ্যে ও উন্নয়নে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ ।সিকল সেল রোগ ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামনে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এক গুরুতর চ্যালেঞ্জ । এটি এমন এক জিনগত অসুখ, যেখানে কোনো ব্যক্তির লোহিত রক্তকণিকা বিকৃত হয়ে কাস্তের মতো আকার ধারণ করে । এই রোগটি সাধারণত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় । এর জেরে তাদের ভবিষ্যত এবং অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে । তাই সময় মতো এই রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করা একান্ত আবশ্যক । পূর্ববর্তী সরকারগুলি এই জিনঘটিত রোগ প্রতিরোধের তেমন জোরদার প্রয়াস চালায়নি । তাই ইতালি, জাপানের মতো বিভিন্ন দেশ যেখানে এই রোগ প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছে, সেখানে ভারত এখনও এরসঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে । দেশ থেকে সিকল সেলের অভিশাপ নির্মূল করতে ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় বাজেটে ' সেল অ্যানিমিয়া এলিমিনেশন মিশন ২০৪৭' - শীর্ষক জাতীয় প্রচারাভিযানের ঘোষণা করা হয়েছে । এজন্য আমি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ।মানবদেহে সিকল সেল রোগ দুভাবে থাকতে পারে । এরমধ্যে একটিতে রোগের কোনো উপসর্গ দেখা যায়না, আক্রান্ত ব্যক্তিরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন । দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সিকল সেলের বিভিন্ন উপসর্গ প্রকাশ পায় । দেশের ১৩টি রাজ্য রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রে এই রোগের প্রকোপ বেশি । চারটি রাজ্য বিহার, অসম, উত্তরাখন্ড এবং উত্তরপ্রদেশেও এর আংশিক প্রকোপ রয়েছে ।সিকল সেল ডিজিজে আক্রান্ত একজন ব্যক্তি ক্রমাগত ব্যথা, ক্লান্তি, রক্তাল্পতা সহ অসংখ্য স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হন, যা তাঁর জীবনযাত্রার ওপর গভীর ছাপ ফেলে । সিকল সেল জনিত রক্তাল্পতা দূর করার জন্য দুধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় । প্রথম পন্থাটি প্রতিরোধের ওপর জোর দিয়ে সদ্যোজাত শিশুরা যাতে এতে আক্রান্ত না হয় তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চালায় । দ্বিতীয় পন্থায় যারা ইতোমধ্যেই এই রোগে আক্রান্ত তাদের চিকিৎসা ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের চেষ্টা করা হয় । সিকল সেল অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত রোগীরা যাতে যথাযথ স্বাস্থ্য পরিষেবা পান, তা নিশ্চিত করতে একটি সার্বিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে ।সিকল সেল বৈশিষ্ট্যযুক্ত দুজন ব্যক্তি যদি একে অপরকে বিয়ে করেন, তাহলে তাদের সন্তানের মধ্যে এই রোগ সঞ্চারিত হওয়ার তীব্র আশঙ্কা থাকে । তাই বিয়ের আগে সিকল সেলের পরীক্ষা করলে এই রোগের বিস্তার আটকানো সম্ভব । রাজ্যগুলি এবং আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে ১৭টি রাজ্যের প্রায় ২০০টি জেলায় বসবাসকারী আদিবাসী ও অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত মানুষজনের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে সিকল সেল আক্রান্তদের চিহ্নিত করার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে । এর আওতায় ৪০ বছর বয়সসীমা পর্যন্ত প্রায় ৭ কোটি মানুষের পরীক্ষা করা হবে । বৃহ এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হল ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশ থেকে সিকল সেল রোগ নির্মূল করা । চিহ্নিত করার পর সিকল সেল আক্রান্তদের স্থানীয় ভাষায় স্মার্টকার্ড প্রদান করা হবে । এরফলে একজন সহজেই বুঝতে পারবেন, তার সঙ্গীকে বিয়ে করলে ভবিষ্যতে তাদের সন্তানের সিকল রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কিনা ।এই সম্পূর্ণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন, এতে মানুষজনের অংশগ্রহণ এবং এসংক্রান্ত সচেতনতার ব্যাপক প্রসার সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্তরে নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে । সিকল সেল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার পর তাদের নিয়মিত পরীক্ষা, চিকিৎসা ও ওষুধ, অন্যান্য রোগের জন্য টিকাদান, খাদ্য তালিকাগত সহায়তা এবং পরামর্শদান পরিষেবার ব্যবস্থা করা হবে ।এই রোগ মোকাবিলায় সরকার পর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দ এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করছে । এছাড়া স্বাস্থ্য কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণ এবং সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে ।আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৮ সাল থেকে দেশে ১ লক্ষ ৬০ হাজার স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেঃেদ্রর একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে, যা কোভিড-১৯-এর মতো অতিমারির মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । অন্যান্য রোগের সঙ্গে সিকল সেল রোগ নির্মূলেও এই কেন্দ্রগুলি তাপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে । সিকল সেল রোগীরা যাতে উন্নত চিকিসা পরিষেবা পান, সেজন্য এই কেন্দ্রগুলির স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে । প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গত ২৭-শে জুন মধ্যপ্রদেশে সিকল সেল অ্যানিমিয়া নির্মূল মিশনের সূচনা করেছিলেন । সিকল সেল অ্যানিমিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই উদ্যোগ অপরিসীম শক্তি যোগাবে । সিকল সেল রোগীদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সংরক্ষণের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে ।এই মিশন, ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশ থেকে সিকল সেল অ্যানিমিয়া নির্মূল করার পথ প্রশস্ত করবে বলে আমার বিশ্বাস । এরফলে দেশের ঐতিহ্যকে যারা বাঁচিয়ে রেখেছেন, সেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ ও অস্তিত্ব রক্ষাও সুনিশ্চিত হবে ।

মোদী সরকারের লুটের জন্য মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব উভয়ই ক্রমাগত বাড়ছেঃমল্লিকার্জুন খাড়গে

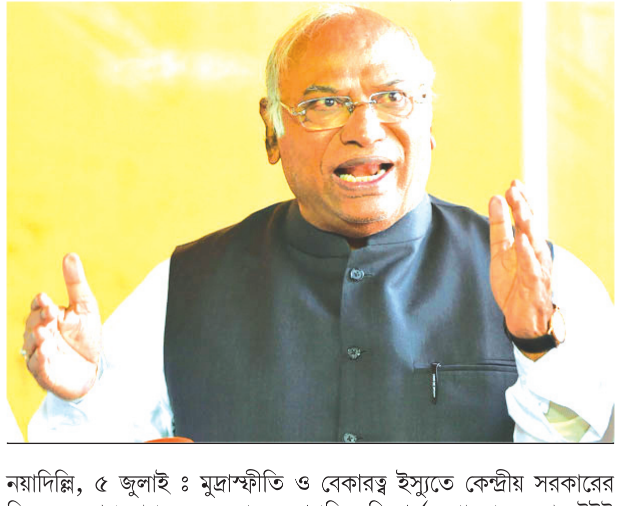

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃ মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খা।গে। বুধবার টুইট করে মল্লিকার্জুন খাড়গে লিখেছেন, মোদী সরকারের লুটের জন্য মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব উভয়ই ক্রমাগত বাড়ছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যানও তুলে ধরেছেন খাড়গে। টুইটে তিনি লেখেন, মোদী সরকারের লুটের কারণে মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব উভয়ই ক্রমাগত বাড়ছে। কিন্তু বিজেপি ক্ষমতার লোভে মগ্ন। সবজির দাম আকাশ ছোঁয়া। দেশে বেকারত্বের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮.৪৫, গ্রামে বেকারত্বের হার ৮.৭৩। গ্রামে গ্রামে মনরেগা-র চাহিদা শীর্ষে, কিন্তু কাজ নেই। গ্রামীণ মজুরির হার কমেছে।প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ট্যাগ করে খাড়গে আরও উল্লেখ করেছেন, দেশের মানুষ জানে নির্বাচনের আগে আপনারা 'আচ্ছে দিন', ' অমৃত কাল'-এর মতো স্লোগানে কাজ করছেন, যাতে বিজ্ঞাপনের সাহায্যে আপনাদের ব্যর্থতা আড়াল করা যায়। কিন্তু এবার তা হবে না, জনগণ সচেতন হয়েছে এবং বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে আপনাদের ফাঁপা স্লোগানের জবাব দেবে। ক্ষমা করা তো দূরের কথা... জনগণ বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে মুছে দেবে।

দলিতের ওপর মূত্রত্যাগ করে ধৃত বিজেপি নেতা প্রবেশ স্ত্রী চাইলেন কঠোর শাস্তি

ভোপাল, ৫ জুলাই ঃ মধ্যপ্রদেশে সিধি জেলায় আদিবাসী যুবকের গায়ে মূত্রত্যাগের জেরে গ্রেফতার করা হল বিজেপি নেতা প্রবেশ শুক্লাকে। মঙ্গলবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। প্রবেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৪, ৫০৪ এবং তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইনের অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।ঘটনার জেরে শোরগোল ছড়ালে সংবাদ মাধ্যমের সামনে মুখ খোলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি বলেন, অভিযুক্তকে কোনওভাবে রেয়াত করা হবে না। উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে প্রবেশ শুক্লার বিরুদ্ধে। এই ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে, তার দিকে খেয়াল রাখা হবে বলেও স্পষ্ট জানান মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র বলেছেন, অভিযুক্তকে (প্রবেশ শুক্লা) মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে লক-আপে রয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, তার বিরুদ্ধে এনএসএ নথিভুক্ত করা হবে।স্বামীর কঠোর শাস্তি চেয়েছেন প্রবেশ শুক্লার স্ত্রীও। তিনি বলেছেন, সে আমার স্বামী, সে যদি কিছু ভুল করে থাকে, তাহলে যা হওয়ার তাই হবে। অন্যায় করলে তার শাস্তি হওয়া উচিত। কেউ কে তাঁকে চাপ দিচ্ছে, এই প্রশ্নের উত্তরে অভিযুক্তের স্ত্রী বলেন, না, কেউ চাপ দিচ্ছে না।

দিল্লি-সহ দেশজুড়ে ঊর্ধ্বমুখী সবজির দাম, অর্ধেক দামে টমেটো বিক্রি করছে তামিলনাড়ু সরকার

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃদিল্লি-সহ গোটা দেশজুড়ে অনেক বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে সবজির। টমেটো থেকে পটল, ক্যাপসিকাম থেকে লঙ্কা-সবকিছুরই দাম অত্যধিক বেশি। ঝাড়খণ্ডে পেট্রোলের থেকে টমোটোর দাম বেশি বলছেন ক্রেতারা। দিল্লিতেও বেড়েছে সবজির দাম, দিল্লির সফল স্টোরে টমেটোর দাম কেজি প্রতি ১২৯ টাকা। ক্রেতারা বলছেন, সাধারণ মানুষের খুব কষ্ট হচ্ছে, আমরা টমেটো খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। টমেটো বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ১২৯ টাকায়। সরকারকে এ বিষয়ে ভাবতে হবে।উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদে বুধবার প্রতি কেজি ১৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে টমেটো। ক্রেতারা বলছেন, সবজির দাম অনেক বেড়েছে। টমেটো বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ১৫০ টাকায়। মূল্যবৃদ্ধির কারণে ক্রেতারা চরম সমস্যায় পড়েছেন। সরকারকে হস্তক্ষেপ করে সবজির দাম নিয়মিত করার অনুরোধ করেছেন অনেক ক্রেতারা। এই মূল্যবৃদ্ধির মধ্যেই অল্প দামে টমেটো বিক্রি করছে তামিলনাড়ু সরকার। এদিন সকালে চেন্নাইয়ের টি নগরের পন্ডি বাজারে দেখা যায়, রেশনের দোকানে প্রতি কেজি ৬০ টাকা ভর্তুকি হারে টমেটো বিক্রি শুরু হয়েছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তে খুশি ক্রেতারা। এক ক্রেতা বলেছেন, বুধবার থেকে রেশনের দোকানে টমেটো বিক্রি হচ্ছে ৬০ টাকা কেজি দরে। বাজারে এটি ১০০-১৩০ টাকা প্রতি কেজিতে পাওয়া যাচ্ছে। আমরা খুশি যে সরকার অর্ধেক দামে বিক্রি শুরু করেছে। এই ভালো উদ্যোগের জন্য আমরা আমাদের রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই।

পঞ্চায়েত ভোটে বাহিনী আর দফার হিসাবে এখনও বিভ্রান্তি

কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ শনিবার পঞ্চায়েত ভোট। বাকি আর মাত্র চার দিন। কিন্তু বাহিনী আর দফার হিসাব মেলানো যাচ্ছে না এখনও। এই পরিস্থিতিতে জটিলতা আরও বেড়ে গিয়েছে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে।দফা বাড়ানোর মূল মামলাটির শুনানি মঙ্গলবার হাই কোর্টে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দুপুর সাড়ে ৩টে পর্যন্ত অন্য মামলার শুনানিতে দুই বিচারপতি ব্যস্ত থাকায় বসতে পারেনি প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ। বুধবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর দায়ের করা ওই মামলার শুনানি পারে।প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলবার পর্যবেক্ষণে জানায়, পঞ্চায়েত ভোটে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে অর্ধেক কেন্দ্রয় বাহিনী এবং অর্ধেক রাজ্য পুলিশ থাকবে। আর তা ঘিরেই নতুন করে টানাপড়েনে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।কমিশন সূত্রের খবর, এ ক্ষেত্রে হাই কোর্টের নির্দেশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন-বিধি নিয়ে সমস্যা রয়েছে। হাই কোর্টের নির্দেশে পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্যে আসছে ৮২২ কোম্পানি (প্রায় ৮২ হাজার সদস্য) কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাদের মধ্যে সরাসরি ভোটের কাজে ব্যবহার করা যাবে ৬৫ হাজার কেন্দ্রীয় জওয়ান এবং অফিসারকে।মঙ্গলবার রাজ্য সরকারি কর্মীদের দায়ের করা মামলার শুনানিতে ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য জানান, কেন্দ্রীয় বাহিনীর ৬৫ হাজার জওয়ান এবং রাজ্য পুলিশের ৭০ হাজার কর্মীকে সমান অনুপাতে ব্যবহার করলে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে। এর পর হাই কোর্ট বিএসএফের আইজি-কে নির্দেশ দেয়, রাজ্য জুড়ে সমান ভাবে বাহিনী মোতায়েন করার।কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমস্যা কেন্দ্রীয় বাহিনী ' কার্যপ্রণালীতে'। ওই নিয়ম অনুযায়ী, যে কোনও জায়গায় ৪ জনের কম জওয়ান মোতায়েন করা যায় না। ফলে ওই নিয়ম মেনে রাজ্যের ৪৪ হাজার ৩৮২টি ভোটকেন্দ্রের ৬৩ হাজার ২৮৩ বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা যাবে না। এমনকি, প্রতি ভোটকেন্দ্রেও চার জন করে জওয়ান মোতায়েন করা সম্ভব নয়। এই আবহে আবার তাই সামনে আসছে দফা বাড়ানোর দাবি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৫জুলাইঃরবিবার, ২০ আষাঢ় মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৬জুলাই ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২০ আষাঢ়মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২০ আষাঢ় মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২০ আষাঢ়মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.৪ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০৪এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮২শতকরা এবং ৪৫শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোমবার । জোয়ার-সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনি শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবেন এবং আজ অসাধারণ কিছু করতে পারেন। শুভদিন।
বৃষভ রাশিঃআপনার চারপাশের মানুষের সম্প্রসারিত সমর্থন আপনাকে খুশি করবে। বিশেষ জাত আছে এমন যে কোন কিছুতে আর্থিক জোগান দিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা তৈরী থাকবেন।
মিথুন রাশিঃকিছু প্রতিকূলতার সামনা করা সম্ভবপর। মনোক্ষুণ্ণ হবেন না বরং আকাঙ্খিত ফল পেতে কঠোর পরিশ্রম করুন। ।
কর্কট রাশিঃঅবাঞ্ছিত চিন্তায় মন ভরাবেন না। বরং স্থির এবং দুশ্চিন্তামুক্ত থাকুন যাতে মানসিক দৃঢ়তা বাড়ে। বিবাহের যোগ হবে
সিংহ রাশিঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন।
কন্যা রাশিঃবাচ্চাদের সঙ্গে সান্ত্বনা খুঁজে নিন। শুধুমাত্র আপনার নিজের পরিবারের বাচ্চারাই নয় বরং অন্যদের সন্তানদেরও উপশমকারী ক্ষমতা আপনাকে
তুলা রাশিঃসংসারে শান্তি হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে আজ
বৃশ্চিক রাশিঃকোন সাধু ব্যক্তির আশীর্বাদ মনের শান্তি এনে দেবে। আজ, আপনি অর্থ জমা এবং সঞ্চয় করার দক্ষতা শিখতে পারেন। বিবাহের যোগ হতেপারে
ধনু রাশিঃআজ আপনার প্রয়োজন আরাম করার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে খুশি খোঁজার চেষ্টা করা। সংসারে শান্তি
মকর রাশিঃ ভ্রমণ-ভোজ এবং আনন্দ আপনাকে আজ এক ভালো মেজাজে রাখবে। অভাব হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে
কুম্ভ রাশিঃআপনার ইচ্ছা শক্তির দ্বারা আজ আপনি পুরস্কৃত হতে পারেন কারণ আপনি একটি খুব কৌশলপূর্ণ পরিস্থিতির মোকাবিলা করবেন। সংসারে শান্তি হবে আজ
মীন রাশিঃআপনার মন সাম্প্রতিক ঘটনার কারণে বিঘ্নিত হবে। মেডিটেশন এবং যোগব্যায়াম আধ্যাত্মিক ও সেইসঙ্গে শারীরিক লাভের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।

হাওড়ায় তৈরি হতে চলেছে অত্যাধুনিক ব্লাড ব্যাঙ্ক

মৌ স্বাক্ষর হয়েছে হাওড়া পৌরনিগম-রোটারি ক্লাব অফ কলকাতার মধ্যে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ জুলাই ঃ হাওড়ায় তৈরি হতে চলেছে অত্যাধুনিক একটি ব্লাড ব্যাঙ্ক। ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের মৌ স্বাক্ষর হয়েছে হাওড়া পৌরনিগম এবং রোটারি ক্লাব অফ কলকাতার মধ্যে। হাওড়া জেলা হাসপাতালের পর এই প্রথম হাওড়ায় দ্বিতীয় কোনও ব্লাড ব্যাঙ্ক তৈরি হতে চলেছে। ২০২৩-এ চলতি বছরের শেষের দিকেই দ্বিতীয় এই ব্লাড ব্যাঙ্কটি চালু হতে চলেছে। এই বিষয়ে হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, হাওড়া জেলা হাসপাতালে যে সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কটি রয়েছে তার উপরে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ নির্ভর করে থাকেন। শুধু তাই নয়, আশেপাশের বিভিন্ন জেলা থেকেও মানুষ আসেন ওই ব্লাড ব্যাঙ্কে। আমরা তাই চিন্তা ভাবনা করেছিলাম যে হাওড়া শহরে যদি আরও একটি ব্লাড ব্যাঙ্ক তৈরি করা যায় তাহলে হাওড়া জেলা হাসপাতালেরোটারি ক্লাব অফ কলকাতার সঙ্গে হাওড়া পৌরনিগম হাতে হাত মিলিয়ে এই নতুন এই ব্লাড ব্যাঙ্কটি আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই চালু করতে চলেছে। যেটি হবে হাওড়ার পঞ্চাননতলায় তিন নম্বর বরো অফিসের উপরের ফ্লোরে। প্রায় আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার স্কোয়ার ফুট জায়গা নিয়ে এই ব্লাড ব্যাঙ্কটি তৈরি হতে চলেছে। আমরা সেখানে একটা অত্যাধুনিক ব্লাড ব্যাঙ্ক তৈরি করতে চলেছি। যেখানে ব্লাড ছাড়াও প্লেটলেট, শ্বেত কণিকা সহ ব্লাডের

সব রিফাইন্ড প্রোডাক্টগুলোও পাওয়া যাবে। এর স্টোরেজ ক্যাপাসিটি প্রতিদিন প্রায় ১ হাজার পাউচ হবে। হাওড়া পৌরনিগম শুধু জায়গাটা দিচ্ছে। সমস্ত যন্ত্রপাতি সব দিচ্ছে রোটারি ক্লাব অফ কলকাতা। রোটারি ক্লাব অফ কলকাতার এক সদস্য এটা স্পনসর করছেন। রোটারি ক্লাব অফ কলকাতা পুরো ফান্ডিং পাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়া থেকে। এছাড়া এই ব্লাড ব্যাঙ্ক তৈরি করতে সিভিল কাজ যেটা করা হবে সেটা করতে আমাদের সহায়তা করছেন হাওড়ারই এক নির্মাতা সংস্থা। এটি তৈরি হলে আগামী দিনে মানুষের অনেক উপকারে আসবে। এটি ছাড়াও ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে যেরকম ভ্রাম্যমাণ মোবাইল ভ্যান আমরা দেখে থাকি, যেখানে ব্লাড কালেক্ট করা হয় সেইরকম একটা গাড়িও আমরা রোটারি ক্লাব অফ কলকাতার থেকে পাব। এই প্রোজেক্ট সফলভাবে রূপায়িত করতে পারলে হাওড়ার মানুষের জন্য এটা একটা বড়ো পাওনা হবে। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই এর মৌ স্বাক্ষর হয়েছে হাওড়া পৌরনিগম এবং রোটারি ক্লাব কলকাতার মধ্যে।

বাবার সামনেই বোমায় নিহত স্কুল পড়ুয়া

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগণা, ৫ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত ভোটের বলি স্কুল পড়ুয়া। মঙ্গলবার রাতে দেগঙ্গায় বাবার সামনেই বোমার আঘাতে নিহত নাবালক। মৃত স্কুল পড়ুয়া ইমরান হাসানের বয়স মাত্র ১৭। মৃত ছাত্রের বাড়িতে ফোন করেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। কথা বলেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। আশ্বাস দেন পাশে থাকার। ইমরানকে নিশানা করেই বোমা হামলা হয় বলে অভিযোগ। কাঠগা।য় আইএসএফ ও সিপিএম। দেগঙ্গার সোহাই শ্বেতপুর অঞ্চলে মঙ্গলবার বিকেল থেকে প্রচার ঘিরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । রাত থেকে শুরু হয় বোমাবাজি। নাবালকের মৃত্যুর পর থেকে দেগঙ্গা জুড়ে রাজনৈতিক হিংসা আরও তীব্র আকার নিয়েছে । তৃণমূল ও আইএসএফের আক্রমণ পাল্টা আক্রমণের ঘটনায় পরিস্থিতি বেশ উদ্বেগজনক। শ্বেতপুর অঞ্চলের গাঙগাটি গ্রামের বাসিঃদা ইমরান। বাবা ইমাদুল হক তৃণমূল সমর্থক। মঙ্গলবার বিকেলে বাবার সঙ্গেই তৃণমূলরে প্রচারে যায় ইমরান। প্রচার শেষে বাাবার সঙ্গে গ্রামে ফেরার পথেই বোমাবাজি হয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ইমরান ও তার বাবাকে লক্ষ্য করেই আইএসএফ সমর্থকরা বাড়ির ছাদ থেকে এলোপাথাড়ি বোমা ছুড়তে থাকে। শুধু বোমা নয়, গুলি পর্যন্ত চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। হামলায় মারাত্মক জখম হয় ইমরান। তাকে দেগঙ্গার বিশ্বনাথপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও, শেষপর্যন্ত বাঁচানো যায়নি। নাবালকের মৃত্যুতে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি হয় গাঙগাটি গ্রামে। বেছে বেছে আইএসএফ সমর্থকদের বাড়িতে হামলা চালায় তৃণমূল বলে অভিযোগ। খরের গুদাম, ঘর-বাড়িতে অগ্নি সংযোগ থেকে বোমাবাজি লাগাতার ঘটে চলেছে। এখনও পর্যন্ত নাবালকের মৃত্যুর ঘটনায় পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গোটা পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম অবস্থায় পুলিশ। অবশেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও থমথমে গাঙগাটি। পুলিশ পিকেট বসেছে গ্রামে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলিকে সতর্ক থাকার নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগণা, ৫ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষ্যে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর সমস্ত জেলা ও ব্লক হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলিকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে।আগামী শনিবার পঞ্চাযেত্ ভোটের দিনের, পাশাপাশি শুক্র ও রবিবারও সব সরকারি হাসপাতালকে সতর্ক থাকার জন্য এ রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা সিদ্ধার্থ নিযগেী নির্দেশ দিয়েছেন। ভোটের দিন সরকারি হাসপাতালের পরিষেবা যাতে স্বাভাবিক থাকে, সে ব্যাপারেও নজর রাখতে বলা হয়েছে। সতর্ক থাকতে হবে ব্লক স্তরের স্বাস্থ্য আধিকারিকদেরও। বিশেষ ও জরুরি কারণ ছাড়া কাউকে যেন এই সময়ে অতিরিক্ত ছুটি দেওয়া না হয় সে ব্যাপারেও হাসপাতাল কতৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলে অশান্ত বাসন্তীর কাঁঠালবেড়িয়া

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ৫ জুলাই ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুব তৃণমূলের লড়াই ঘিরে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর কাঁঠালবেড়িয়া। উত্তর ভাঙনখালির আবেদ আলি লস্করপাড়ায় বোমাবাজির পাশাপাশি চলল গুলি। বুধবার সকালেও এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় তাজা বোমা, বোমার টুকরো ও গুলির খোল। এই ঘটনায় আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। গন্ডগোলের সূত্রপাত পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়নকে কেন্দ্র করে। কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮৭ নম্বর বুথে তৃণমূলের হয়ে মনোনয়ন জমা দেন সারজিনা লস্কর ও পারুলি লস্কর। পারুলি দলীয় প্রতীক পাওয়ায়, সারজিনা নির্দল হিসেবে দাঁড়িয়ে যান। তাই নিয়েই বিবাদ। অভিযোগ, পঞ্চায়েত ভোটের আগে এলাকার রাশ হাত রাখতে ও নির্দলদের ভয় দেখাতে গতকাল বোমাবাজি করে তৃণমূল প্রার্থীর অনুগামীরা। তৃণমূল নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি।

বর্ষায় বৃষ্টি নেই দক্ষিণবঙ্গে রয়েছে গরমের অস্বস্তি উত্তরে বর্ষণের সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ বর্ষায় বৃষ্টি নেই! বরং বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রপাতের সতর্কতা। আগামী কয়েকদিনে দক্ষিণবঙ্গের জন্য জেলায় আবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতাও জারি করেছন আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা। আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে,

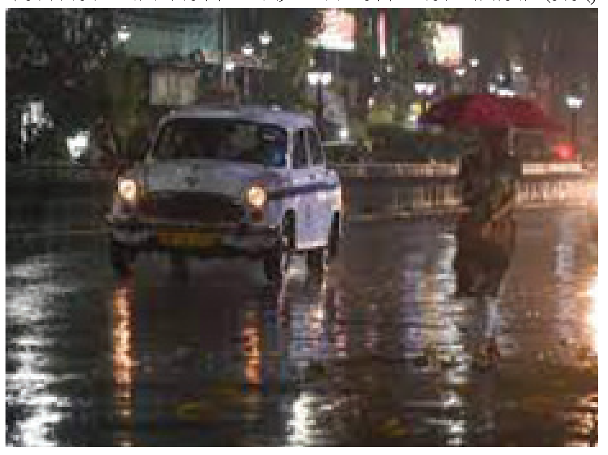

এমনই পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। উত্তরবঙ্গের পাঁচ উত্তরবঙ্গে যে বৃষ্টি হচ্ছে, তা ধারাবাহিকভাবে হবে আরও কিছু দিন। উপরের যে ৫ টি জেলায় বৃষ্টি হচ্ছে, সেখানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও থাকছে। বাকি তিনটি জেলা মূলত মালদহ এবং দুই দিনাজপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই, ব্রজবিদ্যু-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাই রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে দিনের বেলায়, অস্বস্তি বজায় থাকবে, ঘর্মাক্ত গরমও অনুভূত হবে। তবে এই মুহূর্তে তীব্র অস্বস্তি দক্ষিণবঙ্গে থাকলেও, ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা রয়েছে উত্তরবঙ্গে। কলকাতায় বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টি সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে একটু কম। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি।

তারকেশ্বরে বিজেপিকে ভোট দিলে বিধবা করে দেওয়ার হুমকির অভিযোগ

দুরন্ত বাতা, তারকেশ্বর, ৫ জুলাই ঃ নির্দল প্রার্থীর বাড়িতে গিয়ে বৃদ্ধা মায়ের হাতে সাদা থান তুলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। কয়েকদিন আগেই এ ছবি দেখতে পাওয়া গিয়েছিল জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত চালতাবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। এবার যেন সেই ছবিই ফিরল হুগলির তারকেশ্বরে। বিজেপিকে ভোট দিলে বিধবা করে দেব, এলাকার বাসিন্দাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই হুমকি দিচ্ছেন তৃণমূলের লোকজন। এই অভিযোগ সামনে আসতেই তা নিয়ে তৈরি হয়েছে চাপানউতর। একইসঙ্গে আস্তারা দত্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৫ নম্বর জেলা পরিষদের বিজেপি প্রার্থী সুমনা মণ্ডলকে প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি ১৫৭ নম্বর বুথের বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থী উত্তম ঢালীকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। অভিযোগের তির তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদল। এদিকে বিজেপি প্রার্থী সুমনা মণ্ডলের অভিযোগ, বুধবার সকাল থেকেই আমাদের প্রচারে বাধা দিচ্ছিল তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। গত কয়েক দিন ধরে এলাকায় অনেক মানুষের বাড়িবাড়ি গিয়ে হুমকিও দিচ্ছিল। বলছে বিজেপিকে ভোট দিলে বিধবা করে দেওয়া হবে। এ ঘটনায় তারকেশ্বর থানায় লিখিত অভিযোগ জানাবেন বলে জানিয়েছেন সুমনা দেবী। যদিও তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি পলাশ লোহারের দাবি, সবই ভিত্তিহীন অভিযোগ। প্রচারের আলোয় আসার জন্যই বিজেপি এসব করছে।

ক্রিটিকাল কেয়ার ব্লক তৈরি করার সিদ্ধান্ত রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ রাজ্যে আপদকালীন ও জরুরি চিকিসা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে স্বাস্থ্য দফতর বেশ কয়েকটি মেডিকেল কলেজ এবং জেলা হাসপাতালে বিশেষ ক্রিটিকাল কেয়ার ব্লক তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হাওড়া জেলা হাসপাতাল এবং আসানসোল জেলা হাসপাতালে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ক্রিটিকাল কেয়ার ব্লক তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বারাসত স্টেট হাসপাতাল, মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ, রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৫০ শয্যার ক্রিটিকাল কেয়ার ব্লক তৈরি করা হবে। মরণাপন্ন রোগীদের সুলভ মূল্যে চিকিসা পরিষেবা দেওয়া হবে এই ব্লকে। অত্যাধুনিক মানের তৈরি করা হবে এই ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক। যেখানে আইসিইউ, এইচডিইউ, নিউবর্ন ক্রিটিক্যাল কেয়ার, মেটারনিটি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট থাকবে। পাশাপাশি থাকবে সিটি স্ক্যানের সুবিধা যুক্ত রেডিওলজি বিভাগ। থাকবে অপারেশন থিয়েটারও ইতিমধ্যেই এগুলি নির্মাণের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে। জেলা স্তরে আপদকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে রাজ্য সরকার একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে এম আর আই, সিটি স্ক্যান সহ যাবতীয় পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে।

বোমাবাজির ঘটনায় চাঞ্চল্য কুলপিতে, দুই পক্ষের মধ্যে চাপানউতোর

দুরন্ত বার্তা, কুলপি, ৫ জুলাই ঃ রাতভর বোমাবাজির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি বিধানসভার ছামনাবনি গ্রামে। বিরোধীদের অভিযোগ, ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে শাসকদল। এলাকার পঞ্চায়েতের কংগ্রেস প্রার্থী সাহারুল পাইক অভিযোগ করেন, মঙ্গলবার গভীর রাত থেকে এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। পুলিশের উপস্থিতিতে রাতভর বোমাবাজি হয়েছে গ্রামে। বোমা ফাটার শব্দে রীতিমতো আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করছেন বিরোধীরা। রাতভর বোমাবাজির জেরে সকাল থেকেই থমথমে ওই এলাকা। পুলিশ ও প্রশাসনকে দুষছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

শাহের নির্দেশে রাজ্যপাল বিজেপির নেতা হওয়ার চেষ্টা করছেন ঃ সেলিম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ এবার রাজ্যপালকে বেনজির আক্রমণ মহম্মদ সেলিমের। অমিত শাহের নির্দেশে সি ভি আনন্দ বোস বিজেপি নেতা হওয়ার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ তাঁর। শুধু তাই নয়, রাজভবন গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চায় বলেও মন্তব্য করেছেন সেলিম। বুধবার সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বলেন, 'এরাজ্যে বিজেপির কোনও পাতে দেওয়ার মতো নেতা নেই। তাই অমিত শাহর নির্দেশে রাজ্যপাল বিজেপির নেতা হওয়ার চেষ্টা করছেন। সেলিমের অভিযোগ, রাজ্য সরকার এবং নির্বাচন কমিশন রাজ্যপালকে সেই জায়গাটা করে দিচ্ছে। রাজভবন গণতন্ত্রের বিরোধী। রাজভবন গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চায়। মমতা রাজ্যের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছেন। রাজ্যপাল এসে কি সেই লাশের ওপর ধূপকাঠি জ্বালাবেন? সরকারের প্রধান হিসাবে তিনি মুখ্য সচিব,স্বরাষ্ট্র সচিব মুখ্যমন্ত্রীকে ডাকতে পারেন।আমরা চাই তিনি সেটাই করুন।' রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল। পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন পর্বে লাগামহীন সন্ত্রাসের সাক্ষী হয়েছে রাজ্য। ভাঙড় থেকে ক্যানিং, একের পর এক মৃত্যু মুড়ি মুড়কির মতো বোমাবাজি, গুলি, লাঠি-বাঁশ হাতে দুর্বৃত্তদের দাপাদাপি, লাগামহীন হিংসার মধ্যেই সন্ত্রাসবিদ্ধ ভাঙড়, ক্যানিং, কোচবিহারের মতো জায়গায় ছুটে গিয়েছেন রাজ্যপাল। এনিয়ে রাজ্যপালকে একাধিবার আক্রমণ করেছেন মদন মিত্র। আর এবার একইভাবে সি ভি আনন্দ বোসের দিকে আক্রমণের তির ছুড়ে দিলেন সিপিএমে রাজ্য সম্পাদক।

রাজ্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ চিকিসক ডা. সুব্রত গোস্বামী প্রয়াত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ প্রয়াত হলেন রাজ্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ চিকিসক ডা. সুব্রত গোস্বামী। শিয়ালদা ইএসএআই হাসপাতালে পেন ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। চিকিসাক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য বিশ্বমঞ্চে পুরস্কৃত হয়েছেন এই স্বনামধন্য চিকিসক। শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, ভারতবর্ষে ব্যথা চিকিসার অন্যতম পুরোধা ডাক্তার সুব্রত গোস্বামী বুধবার সকালে প্রয়াত হন। দীর্ঘদিন মোটর নিউরন ডিজিজ-এ ভুগছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন চিকিৎসা চলার পর বুধবার সকালে তিনি পরলোক গমন করেন। ব্যাথার চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণে ধারাবাহিক অবদান ছিল তাঁর। গত নভেম্বর মাসে তাঁর অবদানের জন্য বিশ্বমঞ্চে পুরস্কৃত হন শিয়ালদা ইএসএআই হাসপাতালের পেন-প্রধান, ইএসআইয়ের উপ-অধিকর্তা সুব্রত গোস্বামী। কোমর ও পায়ের অসহ্য যন্ত্রণা উপশমের গাইডলাইন তৈরি করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান তিনি।

ডেঙ্গু মুক্ত শহর গড়তে গাপ্পি মাছ ছাড়া হল নিউবারাকপুরে

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর, ৫ জুলাই ঃ যদিও নিউ বারাকপুরে ডেঙ্গি শূন্য। নিউ বারাকপুর শহরকে ডেঙ্গু মুক্ত করে তুলতে বুধবার সকালে পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ড্রেনে নর্দমায় গাপ্পি মাছ ছাড়ার কর্মসূচি হল। বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি রা ওয়ার্ডের সাফাইকর্মী স্বাস্থ্যকর্মী সহ ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের নিয়ে নর্দমায় গাপ্পি মাছ ছাড়লেন এদিন । পুরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ধীরাজ নন্দী বলেন ডেঙ্গু সহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ড্রেনে নর্দমার ৭৫ হাজার গাপ্পি মাছ ছাড়া হল নিউ বারাকপুর শহরে।পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রা নিজ নিজ ওয়ার্ডে ড্রেনে নর্দমায় গাপ্পি মাছ ছাড়া র কাজ করলেন এদিন। মশার শূককিট লার্ভা দমনে এই গাপ্পি মাছ ছাড়া উদ্দেশ্য। ডেঙ্গু বিজয় অভিযান কে সামনে রেখে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে জোরকদমে চলছে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সাফাই অভিযান সচেতনতা পদযাত্রা এবং বাড়ি বাড়ি স্বেচ্ছাসেবক পরিদর্শন কর্মসূচি পালন।

বিজেপি ও বামেদের হোর্ডিং ব্যানার ছিঁড়ে ফেলায় চাঞ্চল্য ছড়াল কানাইপুর পঞ্চায়েতে

বনস্পতি দে, কোন্নগর, ৫ জুলাই ঃ হুগলি জেলার কোন্নগরে বিজেপি ও বামেদের হোর্ডিং ব্যানার ছিঁড়ে ফেলায় চাঞ্চল্য ছড়াল কানাইপুর পঞ্চায়েত এলাকায়। অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। জানা গিয়েছে, কোন্নগর কানাইপুরের ১৫ নম্বর বুথে রাতের অন্ধকারে বিজেপি ও সিপিএম-এর হোর্ডিং ছিঁড়ে ফেলে এক যুবক। অভিযুক্তকে হোর্ডিং ব্যানার ছেঁড়ার সময় হাতে নাতে ধরে ফেলেন স্থানীয়রা। ওই যুবক স্বীকার করে, তৃণমূলের কথায় এই কাজ করেছে সে, দাবি বিজেপি-র। এই ঘটনা লিখিতভাবে জানানো হয়েছে পুলিশকে। এই বিষয়ে বিজেপি পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী বিধান মণ্ডল বলেন, আমাদের প্রার্থীর সমর্থনে ব্যানার টাঙানো ছিল। সেই ব্যানার ভোররাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়। খবর পেয়ে আমরা এসে দেখি সিপিএম ও বিজেপি-র ব্যানার রাস্তায় পড়ে রয়েছে। শাসকদলের কোনও ব্যানার ছেঁড়া হয়নি। অন্য কেউ করলে তাহলে শাসক দলের ব্যানারও ছেঁড়া হত। কিন্তু শাসক দলের কোনও ব্যানার বা ফেস্টুনে সেটা হয়নি। শুধুমাত্র বিরোধীদের ব্যানার ছেঁড়া হয়েছে। সুষ্ঠু পরিবেশে গণতন্ত্রের মাধ্যমে ভোট হোক। মানুষ যাকে পছন্দ করবে তাঁকে ভোট দেবেন। এই ঘটনার আমরা তীব্র নিন্দা জানাই'। অন্যদিকে তৃণমূলের এক নম্বর জেলা পরিষদের প্রার্থী দীপ্তি ভট্টাচার্য বলেন, আমাদেরও বহু পোস্টার হোর্ডিং ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। তবে কে বা কারা করেছে জানি না।

আর সাধারণ মানুষ তৃণমূলের পাশে আছে। আমরা যেভাবে মানুষের পাশে আছি কাজ করছি তাতে তৃণমূলের এই কাজ করার প্রয়োজন পড়ে না। তবে বিজেপি-র পায়ের তলে মাটি সরে গিয়েছে। তাই তাঁরা এই কাজ করতে পারে। এগুলি আসলে কিছুই না, সস্তার প্রচার পাওয়ার কাজ'। তবে স্থানীয় এক বাসিন্দা এই বিষয়ে বলেছেন, সিপিএম ও বিজেপি-র ব্যানার রাস্তায় ছিঁড়ে পড়ে রয়েছে তা দেখেছি। তবে কে বা কারা করেছে তা বলতে পারব না'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পার্শ্ববর্তী উত্তরপাড়া এলাকাতেও বেশ কয়েকমাস আগে বিজেপি-র দলীয় পতাকা ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। বিজেপি-র অভিযোগ ছিল তৃণমূলের কর্মীরা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। এই নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা ও হাতাহাতিও হয় বলে জানা যায়।

ন'পাড়া দাদাভাই সংঘের খুঁটি পুজো অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দমদম লোকসভার সাংসদ সৌগত রায়,বরাহনগর বিধানসভার বিধায়ক ও উপমুখ্যসচেতক তাপস রায়,বরাহনগর পৌরপারিষদ সদস্য ও ন'পাড়া দাদাভাই সংঘের মুখ্য সংগঠক অঞ্জন পাল,অভিনেত্রী প্রিয়ঙ্কা সরকার প্রমুখ। ছবি-সৌরভ দত্ত

১৬ লক্ষ্যের বেশি জন্ম-মৃত্যুর সংশাপত্র দেওয়া হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ রাজ্যে কেন্দ্রীয় ভাবে অনলাইন জন্ম-মৃত্যুর সংশাপত্র দেওয়ার কাজ শুরু হওয়ার পর এপর্যন্ত ওই পদ্ধতিতে ১৬ লক্ষ্যের বেশি সংশাপত্র দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় সাত লক্ষ ডেথ সার্টিফিকেট বা মৃত্যুর শংসাপত্র এবং ৯ লক্ষের কাছাকাছি জন্মের সংশাপত্র দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে চলতি বছরে জন্মমৃত্যুর ২৩ লক্ষ শংসাপত্র জারি করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, আবেদন থেকে সংশাপত্র পাওয়ার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া অনলাইনে হওয়ার ফলে সংশাপত্রে তথ্যগত ভুল থাকার বিষয়টি অনেকটা কমেছে। পাশাপাশি উপভোক্তারা যতবার ইচ্ছা শংসাপত্রের প্রিঃট আউট বের করারও সুযোগ পাচ্ছেন।

একই আসনে দুই ভাইয়ের লড়াইয়ে জমে উঠেছে হাসিমপুর গ্রাম

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বহড়ু, ৫ জুলাই ঃ সামনের শনিবার রাজ্যে এক দফায় পঞ্চায়েত ভোট হতে চলেছে। চলছে সব রাজনৈতিক দলের শেষ বেলার প্রচার কর্মসূচি। জয়নগর ১ নং ব্লকের বহড়ু ক্ষেএ গ্রাম পঞ্চায়েতে এবার জমে উঠেছে দুই ভাইয়ের লড়াই। মোয়ার আতুড়ঘর এই জয়নগরের বহড়ু গ্রাম। আর এই বহড়ুর মাটিতে জন্মগ্রহন করেছিলেন গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়,কবি শক্তি চ্যাটার্জীর মতন মানুষ জন। আর বহড়ু অঞ্চলের হাসিমপুর গ্রাম এখন সংবাদ শিরোনামে। কারনে এখানে একটি আসনে দুই দলের হয়ে ভোটের ময়দানে দুই ভাই। মূলত হাসিমপুর গ্রাম সবেদা ফলের জন্য বিখ্যাত এখানকার সবেদা রাজ্যের বাইরে যায়।এখানকার মানুষ সবেদার ব্যবসার পাশাপাশি দিন মজুর, চাষাবাদ ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের কাজে ব্যস্ত থাকে। মূলত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই গ্রামে এবারে ৮১ নং গ্রাম সভার আসনে দুই ভাই একে অপরের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছে দুই দলের।৯৮২ জন ভোটার বিশিষ্ট এই আসনে তৃনমূলের প্রার্থী হয়েছে বহড়ু ক্ষেএ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী উপপ্রধান মুজিবর রহমান লস্কর আর তাঁর বিপরীতে নির্দল প্রার্থী হয়েছে বহড়ু ক্ষেএ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান ও প্রাক্তন প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর। তৃনমূল প্রার্থী মুজিবর রহমান লস্কর রাজনৈতিক ময়দানে সক্রিয় সদস্য হিসাবে অংশ নেন গত ৫ বছর আগে।আর নির্দল প্রার্থী মতিবুর রহমান লস্কর ২০০৮ সালে উপপ্রধান ছিলেন, ২০১৩ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতীকে জয়ী হয়ে প্রধান হন। কংগ্রেসে থাকাকালীন জয়নগর লোকসভার কনভেনার, যুব কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ পদ পান। ২০১৮ সালে তৃনমূল কংগ্রেসে যোগ দেন তবে প্রার্থী হন নি। তাঁর জায়গায় তাঁর ভাই মুজিবর তৃনমূলের প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করে উপপ্রধান হন। আর ২০১৯ সাল থেকে দুই ভাই এর মধ্যে তিক্ততার সম্পর্ক তৈরি হওয়ার পর থেকে দুজনের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। সাংসদ গোষ্ঠীর সঙ্গে মতিবুরের সম্পর্ক খুব ভালো জায়গায় চলে যায় অপরদিকে মুজিবর বিধায়ক ঘনিষ্ঠ ছিলো। আর এই জয়নগরে সাংসদ ও বিধায়ক গোষ্ঠীর মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দল ছিলো। ফলে দুই ভাই একই দলের দুদিকে আড়াআড়ি ভাবে ভাগ হয়ে যায়। আর এবারের ভোটে বিধায়কের হাতে টিকিটের দায়িত্ব পড়ে যাওয়ায় মুজিবর তৃনমূলের দলীয় প্রতীক পেয়ে ভোটে নেমে পড়ে। অন্যদিকে মতিবুর তৃনমূলের টিকিট না পেয়ে আম প্রতীকে নির্দল হিসাবে ভোট ময়দানে নামে। আর দুই ভাই একই আসনে প্রার্থী হওয়ার পর থেকে ছোটো খাটো গন্ডগোল চলছে এলাকায়।আর তাদের লড়াই তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন গ্রামের মানুষজন।দুপক্ষেরই শেষ বেলার প্রচার চলছে।আর এ ব্যাপারে তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিদায়ী উপপ্রধান মুজিবর রহমান লস্কর বলেন,মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উন্নয়নের শরিক হয়ে গত ৫ বছরে বহড়ু পঞ্চায়েতের উপপ্রধান থেকে নিজের বুথ সহ সারা গ্রামের উন্নয়নের বহু কাজ করে গেছি।বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের সহায়তায় এই এলাকায় উন্নয়নের জোয়ার বয়ে গেছে। তাই আমি আমার জয়ের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত। আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে কি বললো আমার তাতে মাথা ব্যাথা নেই। আর সে কোনদিন তৃণমূল করেছিল কি? একবার কংগ্রেস, একবার সিপিএম। বাইরে সবাইকে বলতো তৃণমূল আর ভেতরে ভেতরে তৃনমূলের ক্ষতি করার চেষ্টা করতো।তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক হিসেবে এলাকার মানুষ আবার আমাকে বিজয়ী করবে এলাকার উন্নয়নের তাগিদে এই আশা রাখি।অপর দিকে নির্দল প্রার্থী মতিবুর রহমান লস্কর বলেন,২০০৮ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বহড়ু এলাকায় আমার হাত ধরে কি কি উন্নয়ন হয়েছে তা বহড়ুর মানুষ জানে। সারাবছর মানুষের পাশে থেকে আমি কাজ করি কোনো দল না ভেবে। এলাকার মানুষের পাশে থেকে কাজ করি আমি বহু বছর ধরে। রাজনীতি করছি ছাএ জীবন থেকে। আর শাসক দল যদি ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে দেয় তাহলে এই এলাকার মানুষ বুঝিয়ে দেবে তাঁরা আমাকেই চায়। তৃণমূল কংগ্রেস ভয় দেখিয়ে সাধারণ মানুষের অধিকার আটকাতে পারবে না। মানুষ আমার পাশে আছে। আর দুই ভাই তাই তাদের নিজেদের শাসনকালের উন্নয়নকে সামনে রেখে জোরদার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এখন এখানে শেষ হাসি কে হাসে সেটাই দেখার।

আরামবাগে তৃণমূলের প্রার্থী সুফল চানক,আর তার ছেলে বিজেপি,আর ভাই লড়ছেন সিপিএমের হয়ে

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ৫ জুলাই ঃ এবার একই পরিবারে তিন সদস্য ভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী। তৃণমূল,সিপিএম,বিজেপি প্রার্থী একই বাড়ির একই পরিবারের সদস্য। আর এতেই রাজনীতিক উত্তাপ বেড়েছে আরামবাগের সালেপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের লালুকা এলাকায় ।এখানে তৃণমূল দলের প্রার্থী সুফল চানক,আর তার ছেলে প্রফুল্ল চানক ভোটে লড়ছেন বিজেপি দলের হয়ে,আর ভাই সুকুমার চানক লড়ছেন সিপিএম দলের হয়ে। কিন্তু রাজনৈতিক লড়াই থাকলেও তার প্রভাব পড়েনি পরিবারের মধ্যে। তৃণমূল প্রার্থী সুফল চানক উন্নয়নকে হাতিয়ার করে তৃণমূল দলের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন। আর ছেলে প্রফুল্ল চানক বিজেপি দলের হয়ে নিজের মতো করে দলের হয়ে ভোট প্রচার সারছেন। ভাই সুকুমার চানক সেও রাজনৈতিক লড়াইতে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ তিনিও সিপিএম দলের হয়ে প্রচার

চালাচ্ছেন জোরকদমে। তবে প্রচার শেষে বাড়ি ফিরে আবার একই বাড়িতে একসঙ্গেই থাকা খাওয়া সবই চলছে আনন্দের সঙ্গে। রাজনৈতিক লড়াই থাকলেও নেই কোনও পারিবারিক লড়াই। এই বিষয়ে তৃণমূল প্রার্থী সুফল চানক বলেন, তিনি সরকারের উন্নয়নকে সামনে রেখেই মানুষের কাছে যাচ্ছেন ভোট দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছেন। ভাই আর ছেলে আলাদা দলে দাড়িয়েছে সেটা তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। অপরদিকে সুকুমার চানক বলেন তিনি দীর্ঘ দিন ধরেই সিপিএম করেন। দাদা আর ভাইপোর সঙ্গে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও পরিবারে এর কোনও প্রভাব নেই। তিনি সিপিএম দলের যে বিষয়গুলো ভোটে মানুষের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন, সেগুলো তুলে ধরেই মানুষকে সিপিএম দলকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছেন। আর বিজেপি প্রার্থী প্রফুল্ল চানক বলেন যার যে দল পছন্দ সে সেই দল করবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু পরিবারে বাবা ও কাকা আলাদা দলের হলেও তাদের সাথে কোনও ঝামেলা নেই। লড়াইটা রাজনৈতিক পারিবারিক নয়। তাই ভোটের প্রভাব পরিবারের মধ্যে পড়ে না। তিনি নিজের মত বিজেপি দলের হয়ে মানুষের কাছে যাচ্ছেন আর বিজেপি দলকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২১৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২০ আষাঢ়, ১৪৩০

পঞ্চায়েতে বাম- তৃণমূলের লড়াই

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী তারা হবে যারা কৃষক এবং সংখ্যালগুদের ভোটকে পকেস্থ করতে পারবে। সংখ্যালঘু ভোট না পেলে পঞ্চায়েত নির্বাটন জেতা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়বে সেটা সব রাজনৈতিক দল জানে। কৃষকদের ভোট পেতে হবে। গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ পরিবার কৃষক শ্রেণি। খেটে কাওয়া মানুষ। তাদেরকে হাত করতে পারলে তবেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেতা সম্ভব হবে এই সহজ অঙ্কাটা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন এবং বোঝেন। গ্রামা বাংলার মানুষ এত বেশি রাজনৈতিক তত্ত্ব বোঝে না। তারা বোঝে যে কীভাবে খাদ্য পেতে হবে। কীভবে রোজগার করতে হবে এবং কীভাবে বাসস্থান গড়তে হবে। খ্যদা বস্ত্র বাসস্থান থাকলেও গ্রামের মানুষের ভোট পাওয়া সম্ভব। এবারে গ্রামের লোকেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে যে দল তাদের দেখবে বলে আশ্বাস দিয়েছে তাদেরকেও ভোট দেবে। যে দল তাদের স্বার্থ দেখতে তাদেরকে ভোট দেবে। এক সময়ে বাম দল কৃষক শ্রেণির থেকে সরে গিয়েছিল। তার ফল ভোগ তাদেরকে করতে হচ্ছে আজও। কৃষকেরা যদি পাশে না থাকে তাহলে গ্রাম বাংলার ভোট পাওয়া খুবই কঠিন। পঞ্চায়তে নির্বাচন বাংলার বাংলার নির্বাচন। এখানে কোনও বিভেদ নীতি কাজ করে না। সেখানে হিন্দু মুসলমান এক হয়ে কাজ করে থাকে। ফলে বিভেদের রাজনীতি করে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেতা খুবই মুশকিল। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুর্নাম যেমন রয়েছে আবার বেশ কয়েকটি পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা ভালো কাজ করেছে। সেখানে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাস্ত করা একেবারে অসম্ভব। কারণ সব দলের মধ্যে খারাপ ভালো মিশিয়ে রয়েছে। ভালো পঞ্চায়েত রাজ যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করতে পেরেছে সেখানে তারা ছাড়া আর কোনও দল জিতবে না। আবার সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত নেতারা গ্রামের মানুষের কথাকে বেশি পাত্তা দেয়নি তারা সেখানে পরাস্ত হবে। সেই দিকটা চিহ্নিত করে বাম কংগ্রেস দল এবারে প্রার্থী দিয়েছে। সিপিএম দলের নেতা এবং রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম কোমর বেঁধে নেমেছেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএম দলকে আগেকার স্থানে বসাতে। অতীতের বাম দলের গৌরবকে ফিরিয়ে নিয়ে অসার চেষ্টা করছে বাম দলে নেতারা। তৃণমূল কংগ্রেসে তাতে পঞ্চায়েত আসন সংখ্যা কমবে কিনা তা বলা খুবই মুশকিল। তবে নেত্রী বলেছেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে দল হেরে গেলে সরকারে থাকবে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামি বিধানসভা না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস টিকে থাকবে। তাদেরকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। কিন্তু এবারে বাম দল একটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। তারা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচন লড়াই করতে শুরু করে দিয়েছে। বাম দলের লক্ষ্য হচ্ছে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসা। তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতিকে সামনে রেখে এবারে বাম দল সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। বাম দলের শক্তিশালী সংগঠন রয়েছে। কৃষক মহল থেকে শুরু করে শিক্ষা মহলে পর্যন্ত বাম শক্তি একেবারে অটুট। গত প্রায় দশ বছর ধরে তারা চুপ করে বসেছিল। এবারে সুযোগ এসে গিয়েছ। সেই কারণে বাম দলের নেতারা এখন গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত বোর্ড যাতে বাম দল গড়তে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছে।

চিন রাশিয়া মৈত্রী

চিন রাশিয়া ঐক্যের ছবিটাকে স্পষ্ট করতে প্রায় পঞ্চাশ পাতার একটি যৌথ নথি প্রকাশ করেছে। এই মূহূর্তে তা নিয়ে গোটা বিশ্ব তোলপাড় করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন রাশিয়া এক হলে আমেরিকার বিপদ সেটা ক্রমশ স্পষ্ট। বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলো বিপন্ন বোধ করতে শুরু করে দেবে। কমিউনিস্ট দেশগুলো একটি ছাতার তলায় আসার চেষ্টা করছে। তখন বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের রক্ষা করতে একটি ছাতার তলায় আসতে পারছে না। তার ফলে বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশগুলি সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সবচেয়ে বেশি বিপদ ভারতের। যদি ভারত থেকে বলা হয়েছে রাশিয়া চিন ঐক্য হলে ভারত তাতে চিন্তিত নয়। কার ওপরে ভিত্তি করে ভারত এখন তাদের সাহস দেখাতে শুরু করে দিয়েছে তার কোনও স্পষ্ট জবাব নেই। আমেরিকা তো ভারতের বিপদ দেখা দিলে এ যুগে কতখানি পাশে দাঁড়াবে তা নিয়ে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে দিয়েছে সবার মনে। করোনা সংক্রমণ ছড়ানোর জন্য চিনতে দায়ী করতে শুরু করে দিয়েছে গোটা ইউরোপ। তারা মনে করে যে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যা বলেছেন তা কি সত্যিই? উহান থেকেই করোনা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। চিন এখন তা ধামা চাপা দিতে চেষ্টা করছে। চিন রাশিয়ার ঐক্য স্থাপনের ব্যাপারে যে যৌথ নথি প্রকাশ করা হয়েছে তার ওপরে আস্থা নেই ভারতের। বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে রাশিয়া চিন কমিউনিস্ট দেশ হলেও তারা কিন্তু পরস্পর থেকে দূরে অবস্থান করে। সেটা এতকাল দেখতে পাওয়া গিয়েছে। রশিয়ার চিন যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে আঞ্চলিক নিরাপত্তা ক্ষেত্রে আঘাত এলে বা বাইরে থেকে কেউ নাক গলালে রাশিয়া চিন পরস্পর এক সঙ্গে দাঁড়াবে। আসলে আমেরিকা এবং ব্রিটেন এবং ফ্রান্সকে ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে চিন সরকার। চিন সরকার চেষ্টা করছে কমিউনিস্ট দেশগুলি একটি ছাতার তলায় আসুক। তাহলে বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব হবে। চিন সবচেয়ে বেশি ভয় পেতে শুরু করেছে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মান দেশগুলিকে। এদের শক্তি রয়েছে। সবেচেয়ে বেশি চিন ভয় পায় ইজরায়েলকে। তাদের শক্তি অপরিসীম। বিজ্ঞানেও তারা খুবই উন্নত। বিশেষ করে গুপ্তচর বৃত্তিতে ইজরায়েলের পাশে বিশ্বের কোনও দেশ দাঁড়াতে পারবে না। ইজরায়েল জানে কোন দেশে কতখানি শক্তি। সেই খবর তারা ঘরে বসে পেয়ে যায় তাদের গুপ্তচর মারফত।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

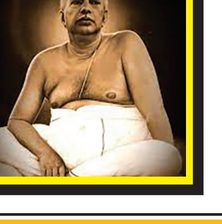

অমৃতময় জল কপটের নিকট
তিক্ত লবনময়, তীরে যাইয়াও
তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না
মাটির শরীর মাটি হবে মাটি
ছাড়া নাই বিধান, মাটিরে তুই
কররে খাঁটি অমৃতেরই
এনে নিদান।।।।।।

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর বাণী

জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি দান করেন তাঁর ধন কোনওদিন ফুরায় না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম আত্মার সাক্ষাৎ পান। পরম আত্না শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, জগতমাতাকে পুজো করতে হবে। জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। জগত মাতার সাড়া গ্রহণ করতে হবে।

সর্বভারতীয় ব্রিটিশ বিরোধী সেনা অভ্যুত্থানের পথে

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

শচীন্দ্রনাথ সান্যাল গদর দলের বিপ্লবী সদস্যদের সঙ্গে পাঞ্জাবে সভা করলেন বাংলার বিপ্লবীদের বোমা প্রস্তুত করার নির্মাণ শিখিয়ে দেওয়ার জন্য। রাসবিহারী বোস তখন নিজেই বোমা তৈরি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সভায় শুধু সেখানে প্রস্তাব গৃহীত হল তা নয়, আর বেশ কয়েকটি বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। অমৃতসরের স্থানীয় নেতা মুলা সিং পাঁচ শো টাকা এগিয়ে দিলেন শচীন্দ্রনাথের হাতে ১৯১৫ সালে ১২ জানুয়ারি রাস বিহারী এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের বেনারস থেকে অমৃতসরে আসার খরচা হিসাবে। অমৃকসরের মুসসামাত অত্রি থেকে একটি ঘর ঠিক ভাড়া করা হল সেখানে বিপ্লবী রাসবিহারী এবং তাঁর সঙ্গীরা থাকবেন। বেশ কিছু লোককে লাহোর এবং ঝাবেওয়াল'তে পাঠানো হল বোমার মশলা সংগ্রহ করতে। ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যবর্তী সময়ে বেনারসে রাসবিহারীর সঙ্গে পিংলে এবং শচীন্দ্রনাথ বৈঠক হল হরিশচন্দ্র ঘাট রোডের বাড়িতে। এই সভায় রাসবিহারী ঘোষণা দিলেন যে ফেব্রুয়ারি মাসে অভ্যুত্থান হবে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এখন থেকেই।'a rebellion was to take place all over the country and that time had come when must they must prepare to die for their country (The Judgment of Benares Conspiracy Case as reported in the Statesmen on February 15,1916)'। রাসবিহারী পরিকল্পনাটি সবার কাছে বিস্তারিতভাবে খুলে বললেন। তিনি জানালেন যে দামোদর স্বরূপ এলাহাবাদের নেতা হবেন, বিভূতি এবং প্রিয়নাথ বেনারসে বিদ্রোহী সেনাদের পরিচালনা করবেন, নলিনী মুখার্জি জব্বলপুরে যাবেন একই উদ্দেশ্য নিয়ে। নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং প্রিয় নাথ ভট্টাচার্য বাংলা থেকে অস্ত্র নিয়ে আসবেন যখন বিনায়ক রাও কাপলে এবং হেমচন্দ্র দত্ত তাঁদেরকে সবুজ সঙ্কেত দেবেন। পাঞ্জাব থেকে সব কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করা হবে। বিনায়ক কাউনপুরে চলে যাবেন নেতৃত্ব দিতে। পিংলে শুধু পর্যবেক্ষণ থাকবেন সর্বত্র যেন ভারতীয় সেনারা থাকে এবং পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা ফিরোজপুর থেকে বিপ্লবী কাজকর্মে রত থাকবে। কালিপদ মুখার্জি এবং আনন্দ চরণ ভট্টাচার্য বেনারসে উপস্থিত থাকবেন জরুরী প্রয়োজনে। রাসবিহারী আরও বলেন, “”। রাসবিহারী সেই সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে পিংলে এবং শচীন্দ্রনাথ সান্যাল পাঞ্জাবে যাবে সেখানে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য। গদর দলের সঙ্গে আলোচনা করেই সর্বভারতীয় বিপ্লবী অভ্যুত্থানের দিন ঠিক করা হবে। এই সভায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, দামোদর স্বরূপ শেঠ, ভিজি পিংলে, নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বিনায়ক রাও কাপলে, যমনা দাস, বিভূতি ভূষণ হালদার। ১৯১৪ সলে রাসবিহারীকে এই সর্বভারতীয় বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সর্বাধিনায়ক বলে গ্রহণ করা হল। ঢাকার অনুশীলন সমিতির সদস্য এবং চন্দনগরের মতি লাল রায় বেনারস গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে শুরু করে দিলেন। শচীন্দ্রনাথ তাঁর 'বন্দি জীবন' গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড) ১৯১৩ সালের সর্বভারতীয় ঐতিহাসিক বিপ্লবী অভ্যুত্থানের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, উত্তর ভারত, দিল্লি, বেনারস চন্দননগর, ঢাকা সবাই সক্রিয় থাকবে ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে। বাংলার অন্যান্য বিপ্লবী দল এ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি। রাসবিহারী তাঁর কাজ করতে শুরু করে দিলেন। তিনি ব্রিটিশ সেনা বিভাগে ভারতীয় সেনাদের জাতীয় জাগরণ প্রচেষ্টা করতে শুরু করে দিলেন জার্মান থেকে অস্ত্র আসার অপেক্ষায় না করে। নরেন সেন ১৯১২ সালে অনুশীলন সমিতির কেদারেশ্বর গুহকে জার্মান পাঠিয়ে ছিলেন ভারতীয় বিপ্লবীদের অস্ত্র এবং আর্থিক সাহায্য আদায় করতে। ১৯১৪ সালে তিনি আমেরিকা থেকে ফিরে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন। তাঁর কলকাতার বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের বন্ধু ধীরেন সরকার বার্লিন-ভারত কমিটির একজন সংগঠক, কেদারেশ্বর গুহকে সঠিক খবর দিলেন যে জার্মান সরকারের সঙ্গে কথা হয়েছে তারা অস্ত্র পাঠবে। অনুশীলন সমিতির নেতা অনুকূল চক্রবর্তীর চিঠি নিয়ে রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করলেন কেদারেশ্বর গুহ। তাঁর সঙ্গে গঙ্গা বক্ষে গোপন আলোচনা করে রাসবিহারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন

যে তিনি যে জার্মান থেকে অস্ত্র আসার খবর পেলেও তিনি কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা থেকে সরে যাচ্ছেন না। তিনি যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা চালিয়ে যাবেন। ইতিমধ্যে অস্ত্র আসার খবর বেনারস থেকে চন্দননগরে গিয়ে উপস্থিত হল। পাঞ্জাব ত্যাগ করে রাসবিহারী অনুকূল চক্রবর্তী এবং নগেন দত্ত (গিরিজাবাবু) সঙ্গে আলোচনায় বসলেন বেনারসের হরিশচন্দ্র ঘাট রোডের বাড়িতে। সেখানে পিংলে এবং করতার সিং উপস্থিত ছিলেন। রাসবিহারী অনুকূলকে নির্দেশ দিলেন যে বাংলার সর্বত্র এবং ঢাকায় বেনারস রেজিমেন্ট সেনাদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। গিরিজাবাবু কলকাতার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং অনুকূল চক্রবর্তী ঢাকার দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুতি নিলেন। খবর গেল কলকাতা. মালদা, কোচবিহার, দিনাজপুর, রাজশাহী ইত্যাদি এলাকায় পুলিশ ফাঁড়ি এবং ট্রেজারি ভবনগুলিতে সমানভাবে আক্রমণ চালাতে হবে। মুসলমানাপাড়া বোমা কাণ্ডের পর প্রফুল্ল কুমার বিশ্বাস পাটনায় গিয়ে দিনাপুর ক্যান্টমেন্টে গিয়ে সেনাদের উস্কানি দিতে শুরু কললেন। রাসবিহারী বাংলার বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখপোধ্যায়কে আমন্ত্রণ করলেন। সঙ্গে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম এন রায়) এবং অতুল কৃষ্ণ ঘোষ। রাসবিহারী সব পরিকল্পনা খুলে বললেন যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির সমানে এবং রাসবিহারী বলেন যতীন্দ্রনাথ যেন বাংলার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। রাসবিহারী পাঞ্জাবের দায়িত্ব গ্রহণে করে মুলা সিংকে নিয়ে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করবেন।

১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি অমৃতসরে এসে উপস্থিত হলেন রাসবিহারী এবং চক বাবা অটলে অবস্থিত মুসসামত অত্রি'র বাড়িতে গোপনে বসবাস করতে শুরু করলেন। সেখানে সন্ত গুলাব সিং ধর্মশালায় বিপ্লবী সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হলেন রাসবিহারী। অমৃতসরে এসেই রাসবিহারী দ্রুত বোমা নির্মাণ করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অমর সিং এবং তাঁর সহযোগী রাম শরণ দাস বোমা তৈরির কাজ শুরু করে দিলেন। তিনি আবার বেনারসে একজনকে পাঠালেন সেখানে টিনের মধ্যে রাখা বোমা নিয়ে আসতে। ঝাবেওয়ালাতে বোমা কারখানা তৈরি হল। তবে পড়ে তা উঠে গিয়েছিল লোহাতবাড়িতে। এই সময়ে অর্থের প্রয়োজনে রাজনৈতিক ডাকাতি করতে শুরু করে দিয়েছিল বিপ্লবীরা। ঝানির, রাবহন, সাহনেওয়াল এবং মনসুরান এলাকায় ছাব্বা ডাকাতির মতো কাজ শুরু করে দিতেই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ করতে হল। তারিখটা ছিল ফেব্রুয়ারি মাসের ২-৩, ১৯১৫ সাল। রাসবিহারী ফেব্রুয়ারি মাসের ২ তারিখে ১৯১৫ সালে অমৃতসর থেকে লাহোরে সদর দফতর নিয়ে গেলেন। রাসবিহারী লাহোরকে বেশি পচ্ছন্দ করেছিলেন তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সেখান থেকে জলন্ধর, বান্নু, কোহাট, রাওয়ালপিণ্ডি, পেশোয়ার, ঝেলুম, কাপুরথালা, ফিরোজপুর, মেরুট, আম্বালা প্রভতি এলাকায় ভারতীয় সেনাদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হবে। বিপ্লবী অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণকারীর ব্যবস্থা চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পরে রাসবিহারী ১২ ফেব্রুয়ারি ঘোষণায় বলবেন যে ২১ ফেব্রুয়ারি বংলা থেকে পেশোয়ার সর্বত্র ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করা হবে-ত্রিবর্ণ পাতাকা - হলুদ (শিখ), লাল (হিন্দু) এবং নীল (মুসলমান)। প্রতিটি ক্যান্টমেন্টেতে এই বার্তা পৌঁছে গেল যে একই দিনেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন প্রস্তুত থাকবে ভারতীয় সেনারা। (ক্রমশ)

শ্যামাপ্রসাদ কি সত্যিই সাম্প্রদায়িক ছিলেন

সম্বুদ্ধ দত্ত

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যেন এক নায়ক। আমাদের দেশের এমনকি তাঁর জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী এবং ঐতিহাসিকরা তাঁকে একজন সাম্প্রাদায়িক মানুষ রূপে উপস্থাপন করে এসেছে। শুধু তাই নয় বাংলা ভাগের জন্য শ্যামাপ্রসাদকেই প্রধান কারিগর বলে বার বার বিভিন্ন মহল থেকে প্রচার করা হয়েছে। এবং এই প্রচেষ্টা আজও সমান ভাবে চলেছে। তবে এ কথা সত্যি এই বাংলার বুদ্ধিজীবীদের বর্ণিত সাম্প্রদায়িক শ্যামাপ্রসাদের চেষ্টাতেই কিন্তু অসাম্প্রদায়িক পশ্চিমবাংলা সৃষ্টি হয়েছে। দেশ ভাগের উত্তাল সময়ে ১৯৪৬ এর কলকাতার নারকীয় হত্যাকাণ্ডের নায়ক সুরাবর্দি, শর বোস ও কিরনশঙ্কর রায়ের মতো মানুষরা যখন স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব রেখে ছিলেন তখন দূরদর্শী শ্যামাপ্রসাদ এই প্রস্তাবের সর্বাত্মক বিরোধীতা করেন। কারন তিনি জানতেন ভারত থেকে পৃথক হয়ে বাংলা সম্পুর্ন স্বাধীন রাষ্ট্র হলে অচিরেই মুসলমান প্রধান বাংলা পাকিস্তানের সঙ্গে মিশে যাবে। দেশ ভাগের পূর্বলগ্নে শ্যামাপ্রসাদ বাংলায় দাঙ্গার রূপ দেখে বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তানের মুসলমান শাসনে হিংদুদের কি পরিনতি হতে পারে। শ্যামাপ্রসাদের অনুমান যে কতটা নির্ভুল ছিল তা পূর্বপাকিস্তান থেকে বর্তমান বাংলাদেশে হিন্দুদের পরিনতি আমরা দেখেছি।

অথচ সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়, শ্যামাপ্রসাদকে নানাভাবে কালিমালিপ্ত করলেও অবিভক্ত বাংলার যে অংশটুকু আজ পশ্চিমবঙ্গ নামে ভারতবর্ষের মধ্যে রয়েছে তাঁর অন্যতম সৃষ্টিকর্তা যে শ্যামপ্রসাদ তা কিন্তু কেউ অস্বীকার করতেও পারে না। শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক ও শিক্ষকতা জীবন সঠিক ভাবে পর্যালোচনা করলে শ্যামাপ্রসাদকে কিন্তু কোনভাবেই একজন সাম্প্রাদায়িক মানুষ হিসেবে বর্ণনা করা যায় না। তবে তিনি যে ভারতবর্ষের গড়পরতা নেতাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একজন তোষনহীন এবং আপসহীন ব্যক্তিত্ব ছিলেন সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক দর্শণ ছিল ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নাগরিককে ধর্মের ভিত্তিতে না দেখে শুধুমাত্র ভারতবাসী হিসাবে মান্যতা দেওয়া। তাই শ্যামাপ্রসাদ ভারতীয় রাজনীতির এক ব্যতিক্রমী চরিত্র একেবারে অন্য সবার থেকে আলাদা।

শ্যামাপ্রসাদ বাস্তবে কতটা অসাম্প্রদায়িক ছিলেন তার কিছু উদাহরণ এখানে তুলে ধরা যেতে পারে ---- সেই সময়ের 'নবযুগ' পত্রিকার বিশিষ্ট সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমেদ শ্যামা - হক যৌথ ভাবে সরকার গঠনের পর লিখেছিলেন,যখন শুনিলাম হক সাহেব তার মন্ত্রী সভায় শ্যামাপ্রসাদকে লইতেছেন, তখন আমি শুধু আকাশ হইতে পারিলাম না। আস্ত আসমানটাই যেন আমার মাথায় ভাঙিয়া পরিল। কথাটা শুনিয়া আমি এমন স্তম্ভিত হইলাম যে, সে ভাব কাটিতে আমার পুরা মিনিট খানেক সময় লাগিয়াছিল। হক সাহেব আমার মনভাব বুঝিয়া, তিনি গম্ভীর মুখে বলিলেন, শোন আবুল মনসুর, তুমি শ্যামাপ্রসাদকে চিন না। তারে আমি চিনি। সে আশুতোষের বেটা। করুক না হিন্দুসভা। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে তাঁর মতো উদার ও মুসলমানদের হিতকামী হিন্দু কংগ্রেসে একজনও পাবা না। আমার কথা বিশ্বাস কর। আমি সবদিক ভাইবা চিন্তাই তাঁরে নিতেছি। আমারে যদি তুমি বিশ্বাস কর, তাইলে তারেও বিশ্বাস করতে হবে। হক ও শ্যামাপ্রসাদ শীর্ষক এক রচনায় আবুল মনসুর আরও লিখেছিলেন, আমি শ্যামাপ্রসাদের সাথে কয়েকদিন মিশিয়াই বুঝিয়াছিলাম, তার সম্বন্ধে হক সাহেব যা বলিয়াছেন, তা ঠিক। সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারে সত্য সত্যই তিনি অনেক কংগ্রেস হিন্দু নেতার চেয়েও উদার ছিলেন। হিংদু সভার নেতা হইয়াও কোন হিন্দু নেতার পক্ষে মুসলমানদের প্রতি এমন উদার মনোভাব পোষন করা সম্ভব, আমার এ অভিজ্ঞতা হইল প্রথমে ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে দেখিয়া।

বিপ্লবী কবি নজরুল ইসলাম অসুস্থ হলে শ্যামাপ্রসাদ কবিকে এবং তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে মধুপুরে পাঠিয়ে চিকিসার বন্দোবস্ত করেন এবং সেই সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত ঋনের বেশ কিছুটা পরিশোধের ব্যবস্থা করেন। ১৭- ০৭- ১৯৪২ সালে কবি নজরুল ইসলাম শ্যামাপ্রসাদকে চিঠি মারফত লেখেন-- শ্রীচরনেষু, আমার সশ্রদ্ধ প্রনাম গ্রহন করুন। মধুপুরে এসে অনেক relief relaxation অনুভব করছি। মাথার যন্ত্রনা অনেকটা কমেছে। জিহ্বার জড়তা সামান্য কমেছে। আপনি এত সত্বর আমার ব্যাবস্থা না করলে হয়ত কবি মধুসূদনের মত হাসপাতালে আমারও মৃত্যু হত। আমার স্ত্রী আজ প্রায় পাঁচ বছর পঙ্গু হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে। ওকে অনেক কষ্টে এখানে এনেছি। ওর অসুখের জন্যই এখনো সাত হাজার টাকা ঋন আছে। এর মধ্যে মারোয়ারী ও কাবলিওয়ালাদের ঋনই বেশি। আপনি জানেন, হিন্দু-মুসলমান unity- জন্য আমি আজীবন কবিতায়, গানে, গদ্যে দেশবাসীকে আবেদন করেছি। আমি হিন্দু- মুসলমান ছাত্র ও তরুনদের সঙ্ঘবদ্ধ করে রেখেছি। এই coalition ministry-র একমাত্র আপনাকে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি, আর কাউকে নয়। আমি জানি, আমরাই এই ভারতবর্ষকে পূর্ন স্বাধীন করব। সেদিন বাঙালির আপনাকে ও সুভাষ বসুকেই সকলের আগে মনে পরবে। আপনারাই হবেন এদেশের সত্যকার নায়ক। আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহন করবেন। আমি জানি আমি Hindu - Muslim Equity Fund থেকে আমার ঋন মুক্তির টাকা পাব। আপনার কথা কখন মিথ্যা হবে না। পাঁচশ টাকা পেয়েছি। আরও পাঁচশ টাকা অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দেবেন, বা যখন মধুপুরে আসবেন নিয়ে আসবেন। আপনার মহত্ত্ব, আপনার উপর ভালোবাসা, আপনার নির্ভীকতা শৌর্য সাহস- আমার অনু পরমানুতে অন্তরে বাহিরে মিশে রইল। আমার আনন্দিত প্রনাম পদ্ম শ্রীচরনে গ্রহন করুন। --- প্রনত, কাজী নজরুল ইসলাম। এখানে আরও একটা কথা অবগত করতে চাই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামীয় কৃষ্টি,শিল্প, সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চার জন্য শ্যামাপ্রসাদের হাত ধরেই একটি নতুন বিভাগের সুচনা হয়। এবং অন্তজ শ্রেনীর ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট ছাত্রাবাসের অবলুপ্তি ঘটিয়ে সব ছাত্রদের একসঙ্গে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কারন তিনি চাইতেন প্রত্যেক ছাত্রদের মধ্যে যেন সব সামাজিক বিভেদ মুছে ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এর পরেও কি আমরা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মত একজন আপসহীন সৎ ও কোমল হৃদয়ের মনিষীকে সাম্প্রদায়িক অপবাদে আখ্যায়িত করতে পারি? আমরা বিশেষ করে বাঙালিরা শ্যামাপ্রসাদের প্রতি যে পাপ করেছি সেটা নিশ্চয় কাম্য ছিল না। আজ নতুন করে শ্যামাপ্রসাদের মূল্যায়নের করার সময় এসেছে। সময় এসেছে আগামী প্রজন্মের কাছে শ্যামাপ্রসাদের কর্মকাণ্ডকে সাহসের সঙ্গে সঠিকভাবে তুলে ধরা। বাংলা ও বাঙালির স্বরনে রাখা উচিত, পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী,এ পৃথিবীতে যে জাতি নিজের ইতিহাসকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করেছে তাঁদের অস্তিত্ব কিন্তু পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

অমিতকুমারের ৭১ তম জন্মবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ বাপের মত নয়, অবিচারের জ্বলন্ত উদাহরণ'হয়াদ আ রহি হে, তেরে ইয়াদ আ রহি হ্যায়ইয়াদ আনে সে, তেরে জানে সে, জান যা রহি হ্যায়'...বাবার মতই ছেলেও, ছেলেবেলা থেকেই খুব গান ভালোবাসত। অল্প বয়স থেকেই, কলকাতার দুর্গা পূজার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গাইত সে। একবার উত্তম কুমার আয়োজিত দুর্গা পূজার অনুষ্ঠানে, গান গাইতে গিয়েই ধরা পড়ে গেল মায়ের কাছে। কানে গেল বিখ্যাত বাবার কাছে। ব্যাস, কলকাতা ছেড়ে ছেলেকে নিয়ে বাপ পাড়ি দিল বম্বে। ছেলের কেরিয়ার শুরু হল বম্বেতে...বিখ্যাত বাবা কিশোর কুমার, বিখ্যাত মা রুমা গুহ ঠাকুরতা। আর তাদের ছেলে অমিতকুমারের আজ ৭০ তম জন্মদিন। ছেলের বাংলার স্টেজে গান গাওয়ার আগেই, কিশোর কুমার দুটি চলচ্চিত্রে অমিত কুমারকে তার ছেলের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য কাস্ট করেন। ছবি দুটি ছিল দূর গগন কি ছাও মে' এবং দূর কা রাহি'।অমিত কুমার ১৯৭০ সাল থেকেই অনেক বলিউড চলচ্চিত্র এবং আঞ্চলিক চলচ্চিত্রে প্লে-ব্যাক সিঙ্গার হিসাবে গান গেয়েছেন। বিশেষ করে ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত, যতদিন আরেক প্রবাদপ্রতিম শিল্পী সুরকার আরডি বর্মন বেঁচে ছিলেন। কিশোরের পর যে অমিতই ছিল, রাহুল দেবের ফেভারিট...অমিত কুমার ১৯৮২ সালে 'লাভ স্টোরি' ফিল্মে ইয়াদ আ রাহি হে গানের জন্য ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পান।এছাড়া ১৯৮৩ সালে 'তেরি কসম' ছবিতে ইয়ে ইয়ে জমিন গা রাহি হে, ১৯৮৮ সালের 'তেজাব' সিনেমায় এক দু তিন, ১৯৮৯ সালের 'ত্রিদেব' ফিল্মে তিরছি টোপিওয়ালে এবং ১৯৯০ সালে 'বাগী' চলচ্চিত্রে ক্যায়সা লাগতা হে গানগুলোর জন্য নমিনেশান পেয়েছিলেন।(লেখক-মানব গুহ)১৯৮২ সাল, ফিল্মফেয়ার সেরা গায়কের নমিনেশন পেয়েছিলেন, প্রেমগীত' ফিল্মে হোঁটন সে ছু লো তুম'-এর জন্য জগজি সিং, 'এক দুজে কে লিয়ে' ফিল্মে তেরে মেরে বীচ ম্যায়'-এর জন্য এসপি বালাসুব্রহ্মণ্যম এবং দু-দুটি ফিল্মে কিশোর কুমার। 'কুদরত' ফিল্মে 'হামে তুমসে প্যায়ার কিতনা' আর ইয়ারানা সিনেমায় 'ছু কর মেরে মন কো'...কিশোর, এসপি আর জগজি এর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। কিন্তু নিজের বাপ, দাদা ও কাকু জেঠুদের মাত করে, সেবার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জিতেছিলেন, 'লাভ স্টোরি' ফিল্মে 'ইয়াদ আ রাহি হ্যায়'-এর জন্য অমিত কুমার...স্বয়ং কিশোর কুমার ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন তাঁকেই হারিয়ে দেওয়া জয়ী ছেলের হাতে...'ইয়াদ আ রাহি হ্যায়'-লতা মঙ্গেশকর এর ডুয়েট গাইলেও, অমিত কুমারের গলাতেই গানটা বিখ্যাত হয়েছিল....রাহুল দেব বর্মন নিজের সুর দেওয়া ফিল্মে ৯৭ টা গান গাওয়ান অমিত কুমারকে দিয়ে। ১৯৭৫ সালে আঁধী ফিল্ম দিয়ে শুরু, ১৯৯৬ এ সৌতেলা ভাই ফিল্ম দিয়ে শেষ। শুধু কিশোরকুমারের ছেলে বলে, বোধহয় এটা সম্ভব হত না! প্রতিভা আর গায়কি না থাকলে, গুলজারের সুরে আঁধী ফিল্মে মহম্মদ রফি ও ভূপেন্দ্রর সিং এর সঙ্গে অমিতকুমারকে গান গাইতে ডাকতেন না আরডি।১৯৭৮ এর 'কসমে ওয়াদে' ফিল্ম, 'আতি রেহেঙ্গে বাহারে', কিশোর-আশার সঙ্গে ডুয়েট গাইতে ডাক পরত না সেই অমিত কুমারের।'বড়ে আচ্ছে লাগতে হ্যায়''কেহ দো কে তুম হো'হিট গান লিখতে গেলে শেষ হবে না। কিন্তু তবু বিখ্যাত প্রবাদপ্রতিম বাবার ছায়ায় আজীবন রয়ে গেলেন, নিজের যোগ্যতায় নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করা গায়ক...বাপের সঙ্গে সারাজীবন তুলনা শুনতে শুনতে, বিরক্ত হয়ে নিজের পদবি চেঞ্জ করে ব্রাডসন করে নিয়েছিলেন ডন ব্র্যাডম্যানের ছেলে...একই কথা শুনতে হয়েছিল সুনীল গাভাস্কারের ছেলে রোহন গাভাস্কার-কে। 'বাপের মত নয়', শুনতে হচ্ছে শচীন তেন্ডুলকরের ছেলে অর্জুন তেন্ডুলকরকেও...কিন্তু এরা কেউই বাপের প্রতিভার ধারে কাছে যেতে পারেননি...কিন্তু বাপের মত নয়, এই তিনটে শব্দ আজীবন বয়ে বেড়ালেন কিশোর কুমার পুত্র অমিত কুমার...ইন্ডাস্ট্রির পাশাপাশি সাধারন মানুষের কাছ থেকেও এই ধরনের বহু আঘাত পেয়েছেন অমিতকুমার, বলিউডে দাপটের সঙ্গে এত দশক ধরে, সফল ভাবে প্লেব্যাক ও অ্যালবাম বের করার পরেও...এইজন্য কোনও অভিমান কি তাঁকে তাড়া করে বেড়ায়? বহু দিন অমিত কুমার গানের জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। ঠিক কী কারণে এই স্বেচ্ছা নির্বাসন, তা নিয়ে কোনদিন সে ভাবে কিছুই বলেননি অমিত। শুধু একবার এক প্রশ্নের জবাবে বর্ষীয়ান শিল্পী জানান, আমি ফিল্মে গান গাইতে চাই না, কারণ আজকের জেনারেশন আমার ভয়েস পছন্দ করে না। ওঁরা ভাবে আমি অপ্রত্যাশিত সাফল্য পেয়েছি।অভিমানেই নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন তিনি। আজ ৩ জুলাই বাঙালি ও সর্বভারতীয় সঙ্গীত জগতের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী গায়ক ও অভিনেতা অমিতকুমারের ৭১ তম জন্মবার্ষিকী-তে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ও ভালোবাসা। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, নিজের মত থাকুন...প্রত্যেকটা মানুষ স্বতন্ত্র, কারোর সঙ্গে কারোর তুলনা করে কাউকে ছোট করবেন না। আর সামান্যতম প্রতিভা থাকলে তো একদমই নয়...কে কখন নিজেকে সরিয়ে নেবে, কেউ জানে না...বঞ্চিত হবেন আপনারাই...বড়ে আচ্ছে লাগতে হ্যায়, ইয়ে ধরতি, ইয়ে নদীয়া, ইয়ে রায়না, ওর... ওর তুম.... অমিত কুমার....পঞ্চায়েতে -

হেরিটেজ

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল

কলকাতায় বেশ কয়েকটি মিউজিয়াম রয়েছে যা জগত বিখ্যাত বলা যেতে পারে। সেই মিউজিয়াম দেখতে বহু বিদেশি কলকাতায় এসে থাকেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য হল কলকাতায় অবস্থিত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। কলকাতা ময়দানে এটি অবস্থিত। রানি রাসমণির জমিদারী ছিল। এখানেই তৈরি করা হয়েছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। রানি ভিক্টোরিয়ার নামকে স্মরণ করে। ১৯০৬ সাল তেকে শুরু করে ১৯২১ সালের মধ্যে এটি সমাপ্ত করা হয়। ১৮৭৬ সাল থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত রানি ভিক্টোরিয়া ভারতের

সাম্রাজ্ঞী ছিলেন। ৬৪ একর বাগানের মধ্যে এই ভিক্টোরিয়া হলটি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ১৯০১ সালে লর্ড কার্জন এই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরি করা কথা ভেবেছিলেন। তিনি আবার তাজমহলকে সংস্কার করেছিলেন। রানি ভিক্টোরিয়ার নামে স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ করতে সেই সময়ে এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়েছিল স্বদেশি রাজা এবং জমিদাররা। ১৯০৬ সালে লর্ড ওয়েলসের নতুন প্রিন্স এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। মেসার্স মার্টিন অ্যাণ্ড কোম্পানি এটি নির্মাণ করে। ১৯১২ সালে কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানি চলে যায়। তারপরে ১৯২১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ভবনটি সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। ভিক্টেরিয়া মেমোরিয়াল হলে ২৫টি গ্যালারি রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রাজকীয় গ্যালারি, জাতীয় নেতার গ্যালারি, প্রকৃতি গ্যালারি, কেন্দ্রীয় গ্যালারি, প্রতিকৃতি গ্যালারি, ভাস্কর্য গ্যালারি, অস্ত্রাগার গ্যালারি এবং নতুন কলকাতা গ্যালারি রয়েছে। এখানে বহু দুর্লভ চিত্র রয়েছে তা সারা বিশ্বের কোথাও নেই। ৬৪ একর জুড়ে একটি সুন্দর বাগান রয়েছে যা কলকাতার আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। রাতের বেলায় লাইট অ্যাণ্ড সাউন্ড দিয়ে নেতাজির জীবন কাহিনী থেকে শুরু করে কলকাতার অতীত ইতিহাসের কথা দর্শকদের দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অনন্ত রাজীব সাক্ষাৎ ঘিরে জল্পনা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৫ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বুধবার সকালে কোচবিহারের দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সুপ্রিমো অনন্ত মহারাজের সাথে দেখা করতে আসেন তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তরবঙ্গের অভভারপ্রাপ্ত তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আসেন দার্জিলিং জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি কাজল ঘোষ এবং সাধারণ সম্পাদক অসীম অধিকারী। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে নিয়ে আসেন নাটাবাড়ি কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা পরিষদ প্রার্থী প্রতিমা রায় সিংহকে। বুধবার দুপুর একটা নাগাদ তিনি এসে উপস্থিত হন অনন্ত মহারাজের বাড়িতে এবং প্রথমে তার সাথে সৌজন্য বিনিময় করেন, পরবর্তীতে একান্তে কথা বলেন অনন্ত মহারাজের সাথে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, দীর্ঘদিন ধরেই তার অনন্ত মহারাজের সাথে দেখা করার ইচ্ছা ছিল তাই সে কারণেই তিনি এসেছেন। এর মধ্যে কোন রাজনৈতিক বিষয় নেই। কেবলমাত্র সৌজন্য সাক্ষাৎকার। উল্লেখ্য গত সোমবার অনন্ত মহারাজের বাড়িতে রাতের বেলা গিয়ে উপস্থিত হন কোচবিহার পৌরসভার পৌরপতি তথা রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। সোমবার অনন্ত মহারাজের নতুন বাড়ির গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে তিনি গিয়েছেন বলে জানা যায়। মূলত এর আগে বারবার বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা দেখা করেছেন জিসিপিএস সুপ্রিমোর সাথে। গত দুদিন আগে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। নিশীথ প্রামানিকের পর পর দুই তৃণমূল নেতার অনন্ত মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ পঞ্চায়েত নির্বাচনে আগে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বারবার উত্তরবঙ্গ আলাদা রাজ্যের দাবীতে সরব হয়েছেন অনন্ত মহারাজ। এমনকি তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন কেন্দ্রের সাথে তার কথা বলা হয়ে গেছে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। এই বক্তব্যের পর তাকে ঘিরে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি শাসক দল। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে নিজেদের ভোট বাক্স বাঁচাতে আবার অনন্ত মহারাজের দারস্থ হচ্ছেন রাজনৈতিক নেতৃত্বরা। কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রীর কোচবিহারের সফরের সময় অনন্ত মহারাজকে মিষ্টি এবং ফুল পাঠিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও বারবার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবির কথা বলায় তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে শাসক দল। এই পরিস্থিতিতে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনন্ত মহারাজের সাক্ষাৎ তাহলে কি নতুন কোন রাজনৈতিক ইঙ্গিতের লক্ষণ? কারণ তার সাথে এসেছিলেন নাটাবাড়ি কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রতিমা সিংহ রায়। ফলে প্রশ্ন উঠছে যদি সৌজন্য সাক্ষাৎকারই হবে তবে পঞ্চায়েতে নির্বাচনের জেলা পরিষদের প্রার্থীকে কেন নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি? যদিও এই প্রসঙ্গে অনন্ত মহারাজ বলেন, আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। কোন রাজনীতির কথা হয়নি। বারবার তৃণমূল নেতৃত্ব আসার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কারো সাথেই পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে কথা হয়নি। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন আমি যে কথা বলেছিলাম সে কথাতেই এখনও স্থির রয়েছি। যদিও রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সাক্ষাৎকারকে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার নাটাবাড়ি কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামী বলেন, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন তারপর পুনরায় তৃণমূলে ফিরে গিয়েছেন তিনি। এরপর রাজ্যের তৃণমূল নেতৃত্ব তাকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন ত্রিপুরায়। হয়তো তিনি বনবাস থেকে ফিরে এসেছেন। দীর্ঘদিন তাকে রাজ্যে দেখা যায়নি তবে তিনি যদি অনন্ত মহারাজির সাথে দেখা করতে গিয়ে থাকেন সেটা নিছক খবরের আলোতে আসার জন্য। কোচবিহার সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সম্প্রদায়ের এক বিপুল পরিমাণ ভোট রয়েছে। সেই ভোট কার ঝুলিতে যাবে তা নিয়ে শুরু হয়েছে টানাপোড়েন। তবে এমত অবস্থায় দ্যা গ্রেটার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের অনন্ত মহারাজের সাথে যে বিপুল পরিমাণ মানুষ রয়েছে, তাদের ভোট টানতেই এই রাজনৈতিক প্রয়াস বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

কংগ্রেস কর্মীর উপর গুলি চালানোর অভিযোগে ধৃত ২

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৫ জুলাই ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার সমশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত তিনপাকুরিয়া-বাবুপুর এলাকায় কংগ্রেস কর্মীর উপর গুলি চালানোর অভিযোগে বুধবার সকালে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আহত কংগ্রেস কর্মীর নাম আরিফ শেখ। অভিযুক্তদের নাম হাসিবুর শেখ ও আকবর শেখ। গত রবিবার রাতে তিনপাকুরিয়া-বাবুপুর এলাকার জেলা পরিষদের চার নম্বর পঞ্চায়েত আসনের নির্বাচনী প্রচারে যাচ্ছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী আনারুল হক বিপ্লব। সেই সময়ে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হলেও তিনি পালিয়ে গিয়ে অল্পের জন্য রক্ষা পায়। গুলিটি আরিফ শেখ নামে ১৮ বছর বয়সী এক যুবকের পেটে লাগে বলে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে সে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সোমবার আহত যুবকের মা ওয়াহিদা বিবি সমশেরগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর তদন্তে জড়িত পুলিশ কয়েকজনকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। এরপর বুধবার দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

প্রচারে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার ৫ জুলাই ঃ বৃহস্পতিবার প্রচারের শেষ দিন। বুধবার বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে ঝড় তুললেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। বুধবার একদিনে দিনহাটার ২ ব্লকের শালমারা দিনহাটা এক নম্বর ব্লকের সিতাই বিধানসভার অন্তর্গত গিতালদহ ১ ও ২ নং অঞ্চল আটিয়াবাড়ি পরবর্তীতে কোচবিহার উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত সুনশুনি বাজার, রাজারহাট, ঢাংটিংগুড়ি, পুন্ডিবাড়ী, কালজানি, খাপাইডাঙ্গা এলাকায় বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে করলেন বিশাল র‍্যালি। বৃহস্পতিবার ভোট প্রচার শেষ হচ্ছে দুপুরের পর তার আগে বুধবারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রচারে রীতিমতো ঝড় তুলল বিজেপি। প্রত্যেক জায়গায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের প্রার্থীরা।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : [illegible] ... www.ireps.gov.in-তে দেখা যাবে। (PR-369)

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : [illegible] ... www.ireps.gov.in ... (PR-366)

Tender ID No(s): 2023_PHED_543686_1 to 2023_PHED_543686_4

e-tender is invited for **e-NIT No: 15 of EE/BOL.M.D of 2023-24** for Providing drilling crew and other allied works for different PWSS in the district of Birbhum. The details can be obtained from the web site **http://wbtenders.gov.in** and divisional notice board. Bid sub end date and time (online): **12.07.2023 at 12.00 Noon.**

Sd/- EE/BOL.M.D./PHED

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

[illegible] ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

নং সিও-ই-অকশন-জিএসটিই-এসএইচ-এমএম-২০২৩, আসানসোল, তারিখ ০৪.০৭.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক আইআরইপিএস পোর্টাল-এর www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মডিউলার ক্যাটারিং স্টল-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা করার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। [illegible] ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে বলা হচ্ছে। ASN-61/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Government of West Bengal
O/O the Superintending Engineer, PWD
South-Western Electrical Circle,
Sahid Mangal Pandey Sarani,Midnapur-721101

Short Notice Inviting Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ24/2023-24

Name Of Work: Temporary Electrification works including hiring of DG set at different locations under Raipur Police Station in the district of Bankura to provide accommodation and basic facilities to CAPF/SAPF in view of Panchayet Election 2023.

CRITICAL DATES :- Last Date for application : **07.07.2023 upto 1.00 PM.** Last Date for obtaining permission : **07.07.2023 upto 1.30 PM.** Last Date for receiving Quotation : **07.07.2023 upto 2.30 PM.** Date of Bid opening : **07.07.2023 after 3.00 PM.** Further details can be seen in the above mentioned office during working hours or in Official Website **www.pwdwb.gov.in**

Sd/-S.DAS
SE, SWEC, PWDte

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati,
PO & Dist – Hooghly, West Bengal
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091

E-Tender Notice
Memo No-2518/WS/SD, Dated-05/07/2023

E-Tenders are invited by the undersigned vide this office **Tender Notice No. WBMAD/C/HCM/WS/NIT9/7e/23** and **Tender Id No-2023_MAD_545547_1 to 2** for supply of pipe, strainer & etc. for sinking of tube well at w-08 under 15th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **26/07/2023 at 11:00 hrs.** For more details and bidding online please visit the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

ভোটের উৎসবে ব্যবসা জমজমাট

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৫ জুলাই ঃ বাঙালির অন্য উৎসবের মাঝে এসে পড়েছে ভোট উৎসব। ভোটের উত্তাপ যত বাড়ে, তত বাড়ে বিক্রি। আম ব্যাবসায়ীরা এই সময় দুই পয়সা লাভের মুখ দেখেন। ভোট প্রায় শিয়রে। হাতে মাত্র কটা দিন। দলীয় পতাকা, ব্যাজ, টুপি, টি-শার্ট, সিন্থেটিক শাড়ি বিক্রি নিয়ে উপরি আয় এই সময়েই। রামপুরহাটের দেশবন্ধু রোডে পাঁচমাথা মোড়ে বড়ো পোস্ট অফিসের কাছে এস আলির কাপড়ের দোকান জেমস। সারা বছর কাপড় বিক্রি করেন আলি। কিন্তু ভোটের আগে হট কেকের মত বিক্রিবাটা চলছে বিভিন্ন দলের ভোটের প্রচার সামগ্রীর। কি নেই দোকানে! সব দলের প্রচার সামগ্রী। দোকানের মালিক এস আলির আক্ষেপ কাস্তে হাতুড়ি তারা পতাকা, টুপি ও ব্যাজের খুব ক্রাইসিস। তিনি বলেন, কলকাতার মার্কেটে ব্ল্যাকে প্রতি টুপির দাম বারো টাকা। সেই দাম দিয়েও পাওয়া যাচ্ছে না। পেলে তো পঞ্চাশ হাজার বিক্রি করতাম। জোড়া ফুল ব্ল্যাকে পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে শ'তে সাড়ে আটশো টাকা এবং পদ্মের টুপি সাত টাকা করে শ'তে সাতশো টাকায় এনেছি। আলি বলেন, এবার সব থেকে ভালো বাজার জোড়া ফুলের। সিঙ্গেল ফুলকে অনেক পিছনে ফেলেছে। তিনি বলেন, বিজেপির পতাকা পাঁচশো এনেছিলাম। পঞ্চাশটি কোনরকমে বিক্রি হয়েছে। সাড়ে চারশো পড়ে আছে। আট টাকার পদ্ম টুপি কেনাদামে সাত টাকায় দিচ্ছি, তাও কাস্টমার নিতে চাইছে না। ঘাসফুল আঁকা প্রতি সিন্থেটিক শাড়ি ২৭৫ টাকা। টি-শার্ট দেড়শো টাকা। ব্যাজ পাঁচ টাকা। বিক্রেতা জানান, ভোটের আঁচে বিক্রি বাড়ে। যতই ভোটে লাঠালাঠি হোক। ভোট উৎসবে বাঙালি ঠিকই মাতে। তাই তো এই সময় দু'পয়সা আয়ের মুখ দেখা। জোড়া ফুলে লাভ হলেও, পদ্মফুলে মাল কাটলো না বিক্রেতার আক্ষেপ। আঙুল দেখিয়ে তিনি বলেন, হাত তো একটি স্যাম্পেল রেখেছি। চাহিদা নেই, তাই মালও আনি নি। কে ব্যবসায় লোকসান করবে বলুন। এমনিতেই পদ্মের মাল কিনে কাটতি না হওয়ায় টাকা আটকে গেল।

তৃণমূলে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, কেশপুর, ৫ জুলাই ঃ কেশপুরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেস যোগ দিলেন বিজেপির মন্ডল সহ সভাপতি-সহ এক ঝাঁক বিজেপি নেতা। পঞ্চায়েত ভোটের আগে বুধবার গেরুয়া শিবির ছেড়ে জোড়াফুল শিবিরে নাম লেখান পদ্ম শিবিরের নেতারা। তৃণমূল সূত্রে খবর, পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুর ব্লকের ১৪ নম্বর অঞ্চল ঝেতলাতে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন যারা তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, বিজেপির ৪ নম্বর মন্ডলের সহসভাপতি রাজ কুমার করন ও মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক অশোক দণ্ডপাট। এছাড়াও শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখ উত্তম পোড়া ও ঝেতলা অঞ্চলের বিজেপির কনভেনার বাপি রাউত জোড়াফুল শিবিরে নাম লেখান এদিন। গোটা যোগদান প্রক্রিয়ায় বিজেপি নেতাদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন দলের কেশপুর ব্লকের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি ও ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক উত্তমানন্দ ত্রিপাঠী। যোগদান পর্বের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝেতলা ১৪ নং স্থায়ী অঞ্চল সভাপতি ভাস্কর চৌধুরী ও চেয়ারম্যান করুণা সিন্ধু দণ্ডপাট। প্রসঙ্গত রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পঞ্চায়েত ভোটের আগে বিজেপি জমি পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। সেই আবহে বিজেপিতে ভাঙন ধরিয়ে পঞ্চায়েত স্তরে তৃণমূলের শক্তিবৃদ্ধি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

E-Tender Notice

1) Name of the Work: Laying of 75 mm Dia. HDPE pipeline at Madhusudan Park (Ward- 25), Bidhan Park (Ward- 25), under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-56/23-24
Tender ID : 2023_MAD_545668_1 • Estimated Amount : Rs. 3,82,527/-

2) Name of the Work: Up-gradation of existing distribution network by Laying of 75 mm Dia. and 110 mm Dia. HDPE pipeline at Pursha Village (Ward-37), Rabindrapally (Ward- 42), 400 more Slum Area (27), under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-55/23-24
Tender ID : 2023_MAD_545663_1 • Estimated Amount : Rs. 4,83,228/-

3) Name of the Work: Extension of distribution network by laying of 75 mm Dia. HDPE pipeline at Pramod Nagar, Kururia Danga within Ward No.- 11, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-10/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2023_MAD_545656_1 • Estimated Amount : Rs. 1,46,437/-

4) Name of the Work: Laying of 75 mm Dia. HDPE pipeline at Amrai Belemath Para within Ward No.- 12, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-24/23-24 (2nd call)
Tender ID : 2023_MAD_545649_1 • Estimated Amount : Rs. 1,67,733/-

Last Date : 14th July 2023, up to 05:00 pm

For details : wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Engineer, M.E.DTE, Govt. Of W.B., Posted at DMC

টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড

CIN : L01132WB1893PLC000742
রেজি অফিস ঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণী, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং. ২২৪৮৭৬৮৫, ফ্যাক্স নং. ০৩৩ ২২১০০৫৪১
E-mail:info@tonganitea.com, Website:www.tonganitea.com

পাবলিক নোটিস দ্বারা সূচিত করা যায় যে কোম্পানির একশো তিরিশ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') বা অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (''ওএভিএম'')

এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে ১৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড-এর সদস্যদের ২০২২-২০২৩ আর্থিক বছরের জন্য অনুষ্ঠিত হবে **শনিবার, ৫ আগস্ট, ২০২৩ বেলা ১১.৩০ ঘটিকায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে (''ভিসি'') অথবা অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (''ওএভিএম'')** অনুসারী হিসাবে বন্দোবস্ত কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার যা জারি করেছে সেবি এবং এমসিএ সার্কুলার নং ২০/২০২০ এবং ১০/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২০ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ যৌথভাবে।

সভার জন্য ভিসি / ওএভিএম সুবিধা প্রদান করবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটারিস সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিডিএসএল) আলোচিত হবে বানিজ্যিক বিষয়সূচি যার উল্লেখ রয়েছে এজিএম নোটিসে। সদস্যরা যোগ দিতে এবং অংশ নিতে পারবেন এজিএমে শুধুমাত্র ভিসি / ওএভিএম মাধ্যমে এছাড়া শারিরীকভাবে এজিএমে উপস্থিত থাকার কোনরূপ বন্দোবস্ত রাখা হয়নি। ভিসি / ওএভিএম মাধ্যমে যোগদান গননা করা হবে এজিএমে উপস্থিতির কোরাম হিসাবে।

উল্লেখিত সার্কুলার ভিত্তিতে, এজিএম নোটিস এবং স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী আর্থিক বছর ২০২২-২০২৩ সঙ্গে বোর্ডের প্রতিবেদন, অডিটরদের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য নথিপত্র প্রয়োজন অনুসারে সংযুক্ত করা হয়েছে যা পাঠানো হবে কোম্পানির সদস্যদের ই-মেলে যা নথিবদ্ধ রয়েছে ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্টে / আরটিএ-তে। উল্লেখিত তথ্যাবলী আরও পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.tonganitea.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে যা হল ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লি. www.cse-india.com এবং কোম্পানির রেজিস্টার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট মেয় নিশ টেকনোলজিস প্রা.লি. এবং মে. সিডিএসএল ওয়েবসাইটে। নোটিস ও বার্ষিক প্রতিবেদনের কোন ফিজিক্যাল কপি পাঠানো হবে না কোন সদস্যকে।

যে সদস্যরা রেজিস্টার করাননি নিজেদের ই-মেল ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার তারা দয়াকরে যোগাযোগ করুন এবং বৈধ / আপডেট বিস্তারিত জমা দিন নিজেদের ডিপিতে যদি শেয়ার ধরা থাকে ডিম্যাট ফর্মে এবং যে সদস্যরা শেয়ার ধরে রেখেছেন ফিজিক্যাল ফর্মে তাদের অনুরোধ আপডেট করান একই রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে বা কোম্পানিতে।

ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোটদান করার পদ্ধতি ঃ

সদস্যদের সুযোগ রয়েছে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার বানিজ্যিক সূচিতে যার উল্লেখ রয়েছে এজিএম নোটিসে ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থায় (''ই-ভোটিং'')।

দূরবর্তী ভোট প্রদান (''রিমোট ই-ভোটিং'') পদ্ধতি সদস্যদের দ্বারা যারা শেয়ার ধরে রেখেছেন ডিমেটিরিয়ালাইজ মোডে, ফিজিক্যাল মোডে এবং সেই সকল সদস্যদের জন্য যারা ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার করাননি তা দেওয়া রয়েছে এজিএম নোটিসে। বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.tonganitea.com এবং মে. নিশ টেকনোলজিস প্রা. লি. এবং সিডিএসএল ওয়েবসাইটে (https://www.evotingindia.com/)।

ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থায় ভোটপ্রদান করার সুবিধা পাওয়া যাবে এজিএমে (''ইনস্টা পোল'') এবং সদস্যরা এজিএমে যোগদান করতে পারবেন যারা ভোট দেননি রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে তারা বিবেচিত হবেন এজিএম তারিখে ইনস্টা পোল দ্বারা ভোট প্রদান করতে।

ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদান করার লগইন তথ্যাবলী সদস্যরা পাবেন ইমেল দ্বারা। যে সকল সদস্য ইমেল পাননি বা যাদের ইমেল রেজিস্টার করা হয়নি ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্ট / আরটিএ-তে, তারা লগইন তথ্যাবলী তৈরি করে নিতে পারেন এজিএম নোটিসে প্রদান করা নির্দেশাবলী পালন করার মাধ্যমে। একই লগইন তথ্যাবলী ব্যবহার করতে হবে ভিসি মাধ্যমে এজিএমে যোগদান করার জন্য।

চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদানের রেকর্ড তারিখ ঃ

কোম্পানি ২৯ জুলাই, ২০২৩ শনিবার, ২০২২-২৩ এর জন্য চূড়ান্ত লভ্যাংশ পাওয়ার জন্য সদস্যদের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য রেকর্ড তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করেছে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ তাদের ১৬ মে, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় শেয়ার প্রতি ৫.০০ টাকা লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে।

এজিএম-এ অনুমোদিত হলে লভ্যাংশ ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে অনুমোদনের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করা হবে যাদের আপডেট করা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ পাওয়া গেছে। যেসব সদস্যদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ আপডেট করা হয়নি, তাদের জন্য লভ্যাংশ ওয়ারেন্ট / ডিমান্ড ড্রাফ্ট তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় পাঠানো হবে। লভ্যাংশ প্রাপ্তিতে বিলম্ব এড়াতে সদস্যদের তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ রেজিস্টার / আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইলেকট্রনিকভাবে লভ্যাংশ গ্রহণের জন্য আবশ্যিক নিবন্ধনের পদ্ধতি / ব্যাঙ্কের বিশদ বিবরণ আপডেট করতে হবে যাতে কোম্পানি ভবিষ্যত লভ্যাংশ পাঠাতে পারে যাতে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে যা কোম্পানি ঘোষণা করবে ঃ

নিজেদের ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্টে যাদের মাধ্যমে ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, যদি শেয়ার ধরা থাকে ডিমেটিরিয়ালাইজ মোডে প্রয়োজনীয় নথিপত্ত্ব জমা করে। বিস্তারিত নিজেদের ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্টের প্রস্তাবিত ফর্মের আকারে এছাড়াও কোম্পানি / আরটিএ সঙ্গে সজ্জিত করার প্রয়োজন হতে পারে বা ইমেল পাঠাতে পারেন info@tonganitea.com / nichetechpl@nichetechpl.com বা জমা করতে হবে (১) স্বাক্ষরিত অনুরোধ চিঠির স্থান করা কপি যেখানে থাকবে সদস্যদের নাম, ফোলিও নাম্বার, ব্যাঙ্ক তথ্যাবলী (ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার, ব্যাঙ্ক ও শাখার নাম এবং ঠিকানা, আইএফএসসি, এমআইসিআর তথ্যাবলী), (২) স্বপ্রত্যয়িত প্যান কার্ড কপি এবং (৩) বাতিল চেকের পাতা।

যে সকস সদস্যরা ইতিমধ্যে আপডেট করেছেন নিজেদের ব্যাঙ্ক তথ্যাবলী নিজেদের ডিপোজিটারি / কোম্পানি / আরটিএ-তে এবং লভ্যাংশ পাচ্ছেন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট মাধ্যমে তাদের নিজেদের তথ্যাবলী আপডেট করার প্রয়োজন নেই কোনরূপ ব্যাঙ্ক তথ্যাবলীর পরিবর্তন ছাড়া।

টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড
স্বা /-
অরিন্দম রায়চৌধুরি
(কোম্পানি সচিব)
সদস্যপদ নং. এ৩৭৬০২

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৫ জুলাই, ২০২৩

গলসিতে ভোট প্রচারে অরুপ বিশ্বাস

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৫ জুলাইঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের মানুষ তৃণমূলকেই বিপুল ভোটে জয়ী করবে। সেটা আগেই বুঝে গেছে রাজ্যের তৃণমূল কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষ। তাই তারা নির্বাচনের আগেই উৎসবের মনোভাব নিয়ে বিজয় মিছিল করছে। কিন্তু এই বিজয় মিছিল আসল বিজয় মিছিল নয়। আসল বিজয় মিছিল তো সেদিন হবে যেদিন নরেন্দ্র মোদি ভারত ছাড়বে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে বুধবার বুদবুদে এসে একথা বললেন রাজ্যের অন্যতম মন্ত্রী তথা পূর্ব বর্ধমানের পর্যবেক্ষক অরুপ বিশ্বাস। এদিন বুদবুদ বাজারে তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে একটি রোড-শো এবং একটি সভা করেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন গলসীর বিধায়ক নেপাল ঘড়ুই সহ তৃণমূল প্রার্থীদের একাংশ। এদিন অরুপ বিশ্বাস বলেন, বাম আমলের থেকে পাওয়া ২ লক্ষ ৩ হাজার কোটি টাকার দেনা মাথায় নিয়ে ২০১১ সাল থেকে তিল তিল করে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাম আমলের ৩৪ বছরে পিছিয়ে পরা বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সংকল্প করেছিলেন মা মাটি মানুষের নেত্রী, আজও সেই পথেই তিনি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন বাংলাকে। তার নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা সারা বছর মানুষের পাশে রয়েছেন, মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। কোন বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের পাত্তা পাওয়া যায় না, মানুষের পাশে দাঁড়াতে দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ নির্বাচনের আগে বসন্তের কোকিলের ভোট চাইতে বেরিয়ে পড়ে বাম-বিজেপি। কিন্তু করোনার সময়, লকডাউনের সময় তারা কোথায় ছিলেন সে প্রশ্ন যদি মানুষ করে তার জবাব কি তারা দিতে পারবে? প্রশ্ন তোলেন মন্ত্রী। এদিন তিনি বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, যে লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে বিজেপির নেতারা সমালোচনা করেছেন, সেই লক্ষ্মীর ভান্ডারে ৫০০ টাকার পরিবর্তে ২০০০ টাকা করে দেওয়া হবে বলে নির্বাচনি প্রচার শুরু করেছেন। এদের কথায় কান দেবেন না, এরা কোন দিন কোন প্রতিশ্রুতি রাখে নি, ভবিষ্যতেও রাখবে না। বিজেপির পাশাপাশি এদিন সিপিএমকেও একহাত নেন অরুপ বাবু। তিনি সাঁই বাড়ির প্রসঙ্গ তুলে বলেন যারা তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলছে তারা বর্ধমানের সাঁই বাড়িতে কংগ্রেস কর্মীদের মাথা কেটে ফুটবল খেলেছিল, মাকে রক্তমাখা ভাত খাইয়েছিল। এদিন মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাসের রোড-শোয়ে প্রচুর তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা ভীড় জমালেও তৃণমূলের চিরচারিত গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের চিত্রও কিন্তু নজর এড়ালো না। মন্ত্রীর রোড শোয়ে একমাত্র গলসির বিধায়ক নেপাল ঘড়ুই ও তার অনুগামীদের লক্ষ্য করা গেলেও বিধায়কের বিপক্ষ গোষ্ঠীর লোকজনদের। ছিলেন না ব্লক সভাপতি সহ বহু প্রার্থীও। ছিলেন না জেলা পরিষদের প্রার্থী মেহেবুব মন্ডলও। তারা মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাসের রোড শোয়ে না থেকে গলসির রামগোপালপুরে মিছিলে অংশগ্রহন করেছিলেন। এদিন অভিষেকের সুরে অরুপ বিশ্বাসও সাফ জানিয়ে দেন যে কোন নির্দলকেই তৃণমূলে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব যাই বলুক রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন এই প্রতিশ্রুতি রাখতে পারবে না তৃণমূল নেতারা।

PWD(GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE

EE/HCD/P.W.Dte. invited Offline short Notice of Quotation for the work of Name of Work: Erection of temporary kitchen shed at different places under Goghat, Haripal and Tarakeswar PS, Dist. Hooghly Construction Division, PWD for Security forces in ensuing Panchayet Election-2023 under the jurisdiction of SP, Hooghly Rural PD. **Tender Reference No. WBPWD/EE/HCD/SHORT NIQ 03/2023-24.** Last Date and time limit of the application: **06.07.2023 up to 1.00 p.m.** Last Date and time limit for issue of quotation paper: **06.07.2023 from 2.00 p.m.** Last Date and limit for submission of quotation paper: **06.07.2023 up to 3.00 p.m.** Date and time of opening of quotation: **06.07.2023 at 4.00 p.m.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ and other documents to be downloaded from: **http://wbpwd.gov.in/home/tender.html**

Sd/-N.C.Pal
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division
Chawkbazar, Hooghly

এসবিএফসি ফাইনান্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস ঃ- ইউনিট নং. ১০৩, প্রথম ফ্লোর, সিওবি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, ভিলেজ চাকালা, আন্ধেরি-কুরলা রোড, আন্ধেরি (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০৫৯।

অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
(ধারা ৮(২) নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ অনুসারে)

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন অনুমোদিত আধিকারিক **এসবিএফসি ফাইনান্স লিমিটেড** অধীন নিরাপত্তাকরণ, পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তি এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন সেকশান ১৩(১২) সঙ্গে পঠিত ধারা ৮ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা ২০০২, জারী করেছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি নিম্নেবর্নিত গ্রাহক / সহ-গ্রাহকদের প্রতি, পরিশোধ করতে হবে বকেয়া রাশি উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের ৬০ দিনের মধ্যে।

গ্রাহক / সহ-গ্রাহকগন ব্যর্থ হয়েছেন বকেয়া রাশি পরিশোধ করতে, বিজ্ঞাপিত করা যায় গ্রাহক / সহ-গ্রাহকদের এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী অধিগ্রহণ করেছেন নিম্নে বর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা সুনিশ্চিত হয়েছে তার ওপর অধীন সেকশান ১৩(৪) উল্লেখিত আইনে সঙ্গে পঠিত ধারা ৮ উল্লেখিত ধারায় নিম্নে উল্লেখিত তারিখে।

গ্রাহক / সহ-গ্রাহকদের বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় লেনদেন না করতে উল্লেখিত সম্পত্তির বিষয়ে এবং কোনরূপ লেনদেন হলে তার ওপর দাবী করতে **এসবিএফসি ফাইনান্স লিমিটেড।**

গ্রাহকদের নাম এবং ঠিকানা ও দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ	সম্পত্তির বিবরণ ও অধিগ্রহণের তারিখ	অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তিতে দাবী অর্থরাশি (টাকা)
১. সংঘমিত্রা ব্যানার্জি, ২. মোনালিসা ঘোষ, ৪ ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং. ৬, পি-১৬৮/ ১ সিআইটি স্কিম-৭(এম), কাঁকুড়গাছি, বিধাননগর রেলওয়ে স্টেশন নিকট, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০০৫৪ **ডিমান্ড নোটিস তারিখ ঃ ১১ মে, ২০২১ লোন নং. 19400043235DH (PR00689189)**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী যা হল ফ্ল্যাট নং. ৬ পরিমাপ প্রায় ৭৫৫ বর্গ ফুট যা রয়েছে বিল্ডিংয়ের চতুর্থ ফ্লোরে, বিল্ডিংটি যে জমির ওপর নির্মিত রয়েছে তার পরিমাপ প্রায় ২২২.৭১ স্কোয়ার মিটার। **অধিগ্রহণ তারিখ ঃ ২৯-জুন-২০২৩**	**টাকা. ২৯৯০৮৪৯ /-** (উনত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার আটশত উনপঞ্চাশ টাকা মাত্র) **১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে।**
১. সিরাজ তরফদার, ২. রাজ্জাক তরফদার, ৩. সুরাজ তরফদার, পশ্চিমপাড়া, রাজারহাট বিষ্ণুপুর-২ নং. রাজারহাট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৩৫। **ডিমান্ড নোটিস তারিখ ঃ ২১ এপ্রিল, ২০২১ লোন নং. 19400043090DH (PR00689177)**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী সম্পত্তির যার জমি পরিমাপ ৩২ ডেসিমেল সঙ্গে একতলা বাড়ি পরিমাপ ৪০৫০ বর্গ ফুট (২০২৫ ব.ফু. গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং ২০২৫ ব.ফু. প্রথম ফ্লোর) নির্মিত যে জমির ওপর তারআরএস দাগ নং. ১৬৭৪ ও ১৬৭৪/ ২৪২১ অধীন সিএস খতিয়ান নং. ৪৭৩ ও ৭৪৯ এবং আরএস খতিয়ান নং. ৭০৯ এবং এলআর খতিয়ান নং. ৩২৮৪ ও ১৫৬৮ মৌজা বিষ্ণুপুর, জেএল নং. ৪৪, অধীন রাজারহাট, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, রাজারহাট-বিষ্ণুপুর ২ নং. গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৩৫। **অধিগ্রহণ তারিখ ঃ ২৯-জুন-২০২৩**	**টাকা. ১৫৪৩২০৮৯ /-** (এক কোটি চুয়ান্ন লক্ষ বত্রিশ হাজার উননব্বই টাকা মাত্র) **১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে।**
১. শান্ত জ্যোতি ব্যানার্জি, ২. অহনা সাহা, ৪ ফ্লোর, ফ্ল্যাট এ/ ২, এসএস নির্মল সেনগুপ্ত সরণী, বদ্র মিলন পার্ক, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০০৭৯ **ডিমান্ড নোটিস তারিখ ঃ ৮ জুন, ২০২১ লোন নং. 19400043279DH (PR00689195)**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী সম্পত্তির ফ্ল্যাট নং. এ২, পরিমাপ প্রায় ৫১১০ বর্গফুট, ৪ ফ্লোরে, বিল্ডিংটি যে জমির ওপর নির্মিত তার পরিমাপ প্রায় ৪ কাঠা ২ ছটাক এবং ৬ ব.ফু. যার দাগ নং. ১৬৬৩ অধীন খতিয়ান নং. ৮৯৯, জেএল নং. ১০, তৌজি নং. ১৪৮ মৌজা সুলতানপুর অধীন থানা দমদম, জেল উত্তর ২৪ পরগণা, বর্তমানে যার মিউনিসিপাল হোল্ডিং নং. ৫৫, ৫৫/৫বি, এন. সেনগুপ্ত সরণী (মিলন পার্ক), পৌরসভার ওয়ার্ড নং. ১ দমদম পৌরসভা অন্তর্গত। **অধিগ্রহণ তারিখ ঃ ২৯-জুন-২০২৩**	**টাকা. ১২০২৫৯০ /-** (এক কোটি কুড়ি লক্ষ দুই হাজার পাঁচশত নব্বই টাকা মাত্র) **১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে।**

গ্রাহকদের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় বন্দোবস্ত অনুসারে উপ-ধারা (৮) ধারা ১৩ আইনে, উপযুক্ত সময় পাবেন, সুরক্ষিত সম্পত্তি পুণরুদ্ধার করতে।

স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ ঃ ০৬.০৭.২০২৩

স্বা /- (অনুমোদিত আধিকারিক)
এসবিএফসি ফাইনান্স লিমিটেড

কেসোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড

CIN : L17114WB1999PLC089148
রেজিস্টার অফিস ঃ ৪২, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা ৭০০০২৪
সিটি অফিস ঃ ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৪৬৯-৭৮২৫/৬৭৮৮/২৪৮৯ ৩৪৭২, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৪৬৯ ৬৭৮৮
ই-মেল ঃ office@kesoramtextiles.com / ktmltext@gmail.com,
ওয়েবসাইট ঃ www.kesoramtextiles.com

সংক্ষিপ্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ জুন, ২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং.	বিবরণী	চলতি তিন মাস সমাপ্তে ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	পূর্বেকার তিন মাস সমাপ্তে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	চলতি তিন মাস শেষে পূর্ব বছরে ৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ব বছর সমাপ্তে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবার থেকে -	-	-	-	-
২	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে , অতিরিক্ত এবং ব্যতিক্রমী আইটেমে)	-৩৯.৪১	-১১২.৭৬	-২৪.১০	-৯৮১.৮৫
৩	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী আইটেম পর)	-৩৯.৪১	-১১২.৭৬	-২৪.১০	-৯৮১.৮৫
৪	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী আইটেম পর)	-৩৯.৪১	-১০৯.৬৮	-২৪.১০	-৯৭৮.৭৭
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	-৩৬.৩৫	২২,৭৪৩.১৭	-১৬.৮৩	২১,৮৯৫.৯০
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০৮৫.৬৪	১,০৮৫.৬৪	১,০৮৫.৬৪	১,০৮৫.৬৪
৭	শেয়ার প্রতি আয় (২ টাকা প্রতি)				
	১. মূল (₹)	-০.০৮	-০.২১	-০.০৫	-১.৮৭
	২. মিশ্র (₹)	-০.০৮	-০.২১	-০.০৫	-১.৮৭

দ্রষ্টব্য ঃ

ক) উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত ফলাফল যার বিস্তারিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ জুন, ২০২৩ প্রদান করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ জুন, ২০২৩ পাওয়া যাবে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জে (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.kesoramtextiles.com।

খ) উপরোক্ত ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদিত হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টর ও তাদের প্রতিনিধিদের সভায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৫ জুলাই, ২০২৩।

কেসোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা /-
(জয়ন্ত সোগানি)
চেয়ারম্যান
DIN : 00121433

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৫ জুলাই, ২০২৩

দুরন্ত ভ্রমণ

প্রকৃতির সঙ্গে কাটাতে বেড়িয়ে আসুন কোটরাখালি থেকে

বর্ষায় দূরে কোথাও যেতে চাইছেন না। কলকাতা শহরের কাছেই ছিড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য পর্যটন কেন্দ্র। সপ্তাহান্তের একদিনের ছুটিতে অনায়াসে বেড়িয়ে

আসা যায় সেখান থেকে। কলকাতার কাছেই এমনই একটি অফবিট উইকেন্ড ডেস্টিনেশন হল কোটরাখালি। বর্ষায় বেড়াতে সমস্যা বর্ষা মানেই বৃষ্টি-জল-কাদা। অনেক জায়গায় আবার জল জমে যায়। গাড়ি নিয়ে বেরোনো বিপদ। সেই কারণে অনেকেই বর্ষায় দূরে কোথাও যেতে চান না। কাছে পিঠে কোথাও এই সময় বেড়াতে যেতে চান তাঁরা। কলকাতার কাছাকাছি রয়েছে একাধিক জায়গা। এমনই একটি জায়গা দক্ষিণ ২৪ পরগনার কোটরাখালি। জানেন ভারতের কোথায় রয়েছে ব্ল্যাক ম্যাজিক ভিলেজ? কলকাতার কাছেই রয়েছে সেই গ্রাম কোটরাখালি শহরের যান্ত্রিক জীবন থেকে একটু দূরে কিছুটা সময় কাটাতে হলে ঘরের কাছেই অপেক্ষা করছে কোটরাখালি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ছোট্ট একটা গ্রাম কোটরাখালি। হানা নদীর পাড়ে এই জায়গাটি একেবারে অনন্য সুন্দর। বাসন্তী হাইওয়ে উপর দিয়ে আসতে হয় এখানে। প্রকৃতি এখানে সব সৌন্দর্য উজার করে দিয়েছে। গ্রামের পরিবেশে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যেতে মন্দ লাগবে না। মাছ ধরা, সবজির খেতে ঘুরে বেড়ানো। এখানে থাকার জায়গা একটাই কোটরাখালি রিভারসাইড। খুব বেশি লোকের থাকার জায়গা নেই। গ্রামের লোকেরা এই জায়গাটিকে কাছারি বাড়ি বলেই জানেন। গোটা জায়গাটি অসাধারণ সুন্দর। এখানে বড় বড় দুটি পুকুর রয়েছে। সেখানে মাছ ধরার মাচা করা আছে। বাগান বাড়ির মধ্যে ফুলের বাগান। সবজির চাষ দেখলে মন ভরে যাবে। নদীতে নৌকা বিহার এখানে আগে থেকে বলা থাকলে নৌকো বিহারের ব্যবস্থাও করা থাকে। অনেক গুলি মাছের ভেড়ি রয়েছে। কাজেই মাছের কমতি নেই। বর্ষা কালে গরম গরম মাছ ভাজা খেতে কার না ভালো লাগে। আর এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর পাখি দেখা যায়। শীতকালে বিদেশি পাখিরাও হাজির হয় । অসাধারণ সুন্দর একটা জায়গা। বর্ষার ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে গ্রামের বাড়িতে থাকার একটা আলাদা মজাই পাওয়া যাবে।

সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা বেনাপুর চরে কাটিয়ে আসুন

বর্ষায় ঘর বন্দি। দিঘা- পুরীতে হোটেল ফাঁকা নেই। ট্রেনের টিকিট পাচ্ছেন না। সপ্তাহান্তের ছুটিতে চলে আসুন কলকাতার কাছেই বেনাপুর রিভারসাইড বা বেনাপুর বিচে। একেবারে অফবিট একটা জায়গা। অথচ কলকাতার একেবারে কাছে। একবেলা ঘুরেই বাড়ি ফিরে আসা যায়। বেনাপুর রিভারসাইড। অনেকেই নাম শোনেনি। কিন্তু কলকাতার কাছেই যাকে বলে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বের মধ্যেই রয়েছে অসাধারণ একটা বেড়ানোর জায়গা। রূপনারায়ণ নদীর পাড়ে বেনাপুর চর। অনেকে একে বেনাপুর বিচও বলে থাকেন। বেনাপুর রিভারসাইড বললেও ভুল হবে না। গাড়িতে বা বাইককে করে সকালে গিয়ে বিকেলে ফিরে আসা যায়। এতটাই কাছে এই বেনাপুর চর। রূপনারায়ণের পাড়ে বর্ষায় রূপনারায়ণ নদী একেবারে ভরে যায়। টলটলে পরিষ্কার জল আর তার পাড়ে সবুজ ঘাসের মাঠ। নদীর পাশে সরু একটা রাস্তা চলে গিয়েছে। অসাধারণ সুন্দর একটা জায়গা। এখানে দাঁড়িয়ে নদীর উপরে বৃষ্টি পড়ার দৃশ্য মুগ্ধ করবে। নদীর পাড়ের সবুজ ঘাসের মাঠ আরও সুন্দর করে তুলেছে চারপাশটা। মাঠের মাঝে মাঝে গাছও রয়েছে। দূর থেকে দেখে পিচকার কার্ড বলে মনে হবে। মাছ ধরে চাষীরা রূপনারায়ণের পাড়ে মাছ ধরাও দেখতে পাবেন। ভাটায় জল অনেকটা দূরে চলে যায় তখন অনেকে আবার মাছ ধরতে নেমে পড়েন। চাইলে এখান থেকে মাছ কিনে নিয়ে যেতে পারেন। তবে এখানে খাবার তেমন কোনও বন্দোবস্ত নেই। তাই বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসাই ভাল। একেবারে মনসুন পিকনিক সেরে ফেলুন এই বেনাপুর চরে। এখানে অনেক মাছ ধরার নৌকোও দেখা যায়। কীভাবে যাবেন বেনাপুর যাওয়ার রাস্তা একেবারেই সোজা। বাগনান হয়ে আসা যায় এখানে। বাইকে অথবা গাড়িতে এখানে আসতে হলে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বাগনানে আসতে হবে প্রথমে। বাগনান থেকে আনটিলা ব্রিজ পার করে চলে আসা যায়। গাড়িতে এবং বাইকে ২ ঘণ্টা মত সময় লাগবে এখানে আসতে। আর ট্রেনে এলে খড়গপুর - মেদিনীপুর অথবা পাঁশকুড়া লোকাল ধরে বাগনানে নেমে যেতে হবে। সেখান থেকে ভাড়ার গাড়ি পাওয়া যায় বেনাপুরের জন্য। ম্যাজিক গাড়ি ভাড়া জনপ্রতি ২০ টাকা।

ডিজিটাল পার্সোনাল ডাটা প্রোটেকশন বিল পেশ

৫ জুলাই ঃ ভারত সরকার ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সংসদে পার্সোনাল ডাটা প্রোটেকশন বিল, ২০১৯ পেশ করেন। এই বিলটি সংসদের যৌথ কমিটিতে বিচার বিবেচনা করার জন্য পাঠানো হয়।যৌথ কমিটি আলাপ আলোচনা করার পর মাননীয় অধ্যক্ষকে একটি রিপোর্ট জমা দেন। বিভিন্ন এজেন্সি এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের প্রতিক্রিয়া নিয়ে ২০২২ সালের আগস্ট মাসে এই বিলটি প্রত্যাহৃত হয়। সরকার ২০২২ সালের ১৮ নভেম্বর ডিজিটাল পার্সোনাল ডাটা প্রোটেকশন বিল, ২০২২ শীর্ষক একটি খসড়া বিল প্রকাশ করেন এবং এই খসড়াটির ওপর সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করেন। এই বিষয়টির ওপর একটি সার্বিক এবং বিস্তারিত আলাপ আলোচনা হয়েছে। এই আলাপ আলোচনার মূল বিষয়গুলি হলো - ১. জনগণের থেকে ২১,৬৬৬ টি প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। ২. ৪৬ টি ক্ষেত্রীয় সংস্থা, এসোসিয়েশন, শিল্প সংস্থা ইত্যাদির সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা হয়েছে। ৩. ভারত সরকারের ৩৮ টি মন্ত্রক দপ্তরের থেকেও প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। এই সব আলাপ আলোচনা এবং প্রতিক্রিয়া থেকে যে মূল বিষয়গুলি উঠে এসেছে সেগুলি অনুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখার পর ডিজিটাল পার্সোনাল ডাটা প্রোটেকশন বিল, ২০২৩ এর খসড়াটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এই বিলটি সংসদের আসন্ন অধিবেশনে পেশ হতে চলেছে।

ডিমাপুর- কোহিমা নতুন রেল প্রকল্পে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সাফল্য অর্জন

মালিগাঁও, ৫ জুলাই ঃ ডিমাপুর- কোহিমা নতুন ব্রড গজ লাইন সংযোগ স্থাপনকারী প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ

পদক্ষেপে সম্প্রতি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে এক বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। মেঙ্গুজুমা ও জুবজা স্টেশনের মধ্যে ১৬০ মিটার দৈর্ঘের ১৫ নং টানেলটির কাজ ১৫ জুন, ২০২৩ তারিখে সম্পূর্ণ হয়। ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের অবশিষ্ট অংশের সাথে কোহিমার সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে এই কৃতিত্ব অর্জনকে একটি মুখ্য পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। একাধিক নতুন রেল লাইন প্রকল্প পরিচালনা করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির রূপান্তরে ভারতীয় রেলওয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবগুলি রাজ্যের রাজধানীর সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য ক্যাপিটাল কানেকটিভিটি প্রজেক্ট-এর অধীনে নতুন রেল লাইন নির্মাণের কাজ চলছে এবং এগুলির মধ্যে একটি হলো নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর থেকে কোহিমা পর্যন্ত একটি নতুন ব্রডগজ রেল লাইন নির্মাণ। ৮২.৫০ কিমি দৈর্ঘ্যের ডিমাপুর- কোহিমা নতুন রেল লাইন প্রকল্পটি অসমের ধনসিরি স্টেশন থেকে শুরু হয়ে কোহিমা সংলগ্ন জুবজা পর্যন্ত গেছে, যার কাজ উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নির্মান সংস্থার দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে এবং এর আনুমানিক ব্যয় ৬,৬৬৩ কোটি টাকা। মোট ৮২.৫ কিমি (২.৭৫ কিমি অসমে এবং ৭৯.৭৫ কিমি নাগাল্যান্ডে) দৈর্ঘ্যের এই প্রকল্পে ০৮ টি নতুন স্টেশন রয়েছে, সেগুলি হলো যথাক্রমে ধনসিরি, ধনসিরিপার, শখুভি, মোলভম, ফেরিমা, পিফেমা, মেঙ্গুজুমা ও জুবজা। এই প্রকল্পে ২৪ টি মেজর ব্রিজ, ১৫৬ টি মাইনোর ব্রিজ, ০৬ টি রোড ওভার ব্রিজ, ১৫ টি রোড আন্ডার ব্রিজ ও ৩১ কিমি দৈর্ঘ্যের ২১টি সুড়ঙ্গ। ফেরিমা থেকে পিফেমা পর্যন্ত ৭ নং সুড়ঙ্গটি হলো এই প্রকল্পের সবচেয়ে লম্বা সুড়ঙ্গ, যার দৈর্ঘ্য ৬৫২০ মিটার। সহজে চালু করার জন্য প্রকল্পটি ৩টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের ধনসিরি থেকে শখুভি পর্যন্ত ১৬.৫ কিমি ইতিমধ্যে ২০২১-এর অক্টোবর মাসে সম্পূর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের মধ্যে আন্তঃঅঞ্চল রেল সংযোগ বৃদ্ধি করতে শখুভি থেকে অরুণাচলের নাহরলগুন এবং মেঘালয়ের মেন্দিপাথার পর্যন্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেন পরিষেবা সম্প্রতি চালু করা হয়েছে। শখুভি থেকে ফেরিমা পর্যন্ত পরবর্তী পর্যায়ের কাজ খুব শীঘ্রই সম্পূর্ণ হবে এবং জুবজা পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রকল্পটি ২০২৬- এর মধ্যে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। এই নতুন রেল সংযোগের ফলে দেশের অন্যান্য প্রান্ত থেকে খুব সস্তায় খাদ্য শস্য, অটোমোবাইল ও অন্যান্য পরিকাঠামোমূলক ও নির্মাণ সামগ্রী পাহাড়ি রাজ্যে পরিবহণে সহায়ক হবে এবং স্থানীয় মানুষ লাভান্বিত হবেন। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও শক্তিশালী হবে।

৩০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ রেকর্ড বৃষ্টি, প্রবল বর্ষণে জলমগ্ন পাকিস্তানের লাহোর

লাহোর, ৫ জুলাই ঃ লাহোরে বুধবারের অবিরাম বর্ষণ ৩০ বছরের পুরনো সমস্ত রেকর্ড ভেঙে ফেলেছে, পাকিস্তানের এই শহরে ১০ ঘন্টার ব্যবধানে ২৯০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়েছে, এমনটাই জানিয়েছেন কমিশনার মোহাম্মদ আলী রনধাওয়া। মেট্রোপলিসে ২৯১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। আধিকারিকরা বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সক্রিয় বর্ষার কারণে এমনটা ঘটছে। নগর প্রশাসন এবং জল ও স্যানিটেশন অথরিটি (ওয়াসা) লাহোরের সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বৃষ্টির জল নিষ্কাশন নিশ্চিত করতে সম্পূর্ণরূপে সক্রিয় রয়েছে বলে তিনি জানান। এই বছরের শুরুতে, লাহোরে ২৬ জুন সর্বোচ্চ ২৫৬ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছিল। বুধবার সকাল থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টিতে জনজীবন স্তব্ধ হয়ে পড়ে। কোথাও কোথাও হাঁটু পর্যন্ত জল জমে যায়।

দিল্লির তিস হাজারি আদালত চত্বরে চলল গুলি, তীব্র নিন্দা জানাল বার কাউন্সিল

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃ আবার উত্তপ্ত হল দেশের রাজধানী। বুধবার অর্থাৎ ৫ জুলাই, আদালত খোলার কিছুক্ষণ বাদেই চরম গণ্ডগোলের সৃষ্টি হল দিল্লির তিস হাজারি আদালতে । আইনজীবীদের মধ্যে চেম্বার এবং পার্কিংয়ের জায়গা নিয়ে লাগা তর্কাতর্কির জেরে পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। এমন জায়গায় পৌঁছায় যে এক আইনজীবীকে পিস্তল নিয়ে অপরপক্ষের দিকে গুলি ছুঁড়তে দেখা যায়। সেই ঘটনার মুহূর্ত ভাইরাল হতে একেবারেই সময় লাগেনি। আইনজীবীদের মধ্যে বচসা জেরেই গুলি চলেছে দিল্লির তিস হাজার কোর্টের পশ্চিম উইংয়ে। গুলি চালনায় অভিযুক্ত এই আদালতেরই সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মণীশ শর্মা। আইনজীবীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, চেম্বার এবং পার্কিংয়ের জায়গা নিয়ে সচিব অতুল শর্মার সঙ্গে ঝগড়া হয় মণীশের। এর জেরেই গুলি চালানোর অভিযোগ। তবে সেই ঘটনার মুহূর্ত ভাইরাল হলেও, হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। যদিও ভরা আদালতে গুলি চালনার ঘটনায় তৈরি হয়েছে আতঙ্ক। দিল্লি পুলিসের ডেপুটি কমিশনার সাগর সিং কালসি জানিয়েছেন, চেম্বার এবং পার্কিংয়ের জায়গা নিয়ে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিস হাজারি আদালত চত্বরে আইনজীবীদের দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ তৈরি হয়। একসময় বিবাদ হাতাহাতিতে পরিণত হয়। এই সময় এক আইনজীবী বন্দুক বের করে শূন্যে গুলি ছোঁড়েন। তিস হাজারি ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন দিল্লি বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কেকে মনন। তিনি বলেন, এই ঘটনার তদন্ত হবে। যে অস্ত্র থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে, তার লাইসেন্স রয়েছে কিনা, খতিয়ে দেখা হবে। অস্ত্রের লাইসেন্স থাকলেও কোনও আইনজীবী আদালতে বা তার আশপাশে তা ব্যবহার করতে পারেন না। এটা খুবই ন্যক্কারজনক ঘটনা। তবে তিস হাজার কোর্টে অচলাবস্থার ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগে ২০১৯ সালে পুলিসের সঙ্গে আইনজীবীদের খণ্ডযুদ্ধে রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল তিস হাজারি আদালত চত্বর। সেই ঘটনার জন্য পুলিসের একাধিক জিপ পুড়েছিল। দুই অপক্ষের একাধিক মানুষ আহত হন। সংঘর্ষে আহত হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন আইনজীবী। যদিও আইনজীবীদের অভিযোগ ছিল তাদের ওপরে লাঠিচার্জ করেছিল পুলিস। তিস হাজারি বার অ্যাসোসিয়েশনের অফিস বেয়ারারা জয় বিসওয়াল সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিলেন, এক আইজীবীর গাড়িকে ধাক্কা মারে পুলিসের গাড়ি। ওই আইনজীবী এর প্রতিবাদ করলে তাঁকে মারধর করা হয়। এবার চার বছর ফের একবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল দিল্লির তিস হাজার কোর্ট চত্বর। চেম্বার এবং পার্কিংয়ের জায়গা নিয়ে দুই আইনজীবীর মধ্যে তুমুল ঝামেলার জেরে চলল গুলি।

কলকাতার ২২টি সরকারি স্কুলকে স্মার্ট স্কুলে রূপান্তর করার উদ্যোগ নেওয়া হল

কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ গত ২২ জুন 'দ্য উই ফাউন্ডেশন নামক এক এন.জি.ও, ইউ.টি.আই. ইনফ্রাস্ট্রাকচার টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস এবং সমগ্র শিক্ষা মিশন, কলকাতা-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কলকাতা শিক্ষা ভবনে একটি অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল ২২টি সরকারী প্রাথমিক স্কুলে কিছু ডিজিটাল সামগ্রী যেমন ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, হোয়াইট বোর্ড, প্রজেক্টর ইত্যাদি দিয়ে এই স্কুলগুলিকে 'স্মার্ট স্কুল' প্রজেক্টের আওতায় আনা। এটা নিশ্চিত করা যে কেউই পিছিয়ে থাকবে না কারণ প্রত্যেক শিশুর এই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে প্রবেশ পাওয়া তাদের অধিকারের মধ্যে পরে। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন স্কুল শিক্ষার স্টেট অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের ডেপুটি চেয়ারম্যান প্রফেসর অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়। আরও ছিলেন কলকাতা সমগ্র শিক্ষা মিশনের চেয়ারম্যান শ্রী কার্তিক মান্না, ইউ. টি. আই.আই.এস.এল-এর ভি.পি. অ্যান্ড নোডাল অফিসার সি.এস.আর অফিসার শ্রীমতী নয়না কোটিয়ান, ইউ.টি. আই.আই.এস.এল-এর ডেপুটি ভি.পি. অ্যান্ড ইস্টার্ন রিজিওনাল ম্যানেজার শ্রী তাপস কুমার সাঁতরা এবং দ্য উই ফাউন্ডেশন কলকাতার ডিরেক্টর শ্রীমতী নবনীতা ব্যানার্জী। 'স্মার্ট স্কুল' প্রোগ্রামটি ছিল দ্য উই ফাউন্ডেশনের সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগ। শ্রীমতি কোটিয়ান বলেন আশা করা যায় করোনা পরবর্তী সময়ে নিম্ন বুনিয়াদি স্কুলের বাচ্চারা এইবার স্কুলে আসতে উৎসাহী হবে। শ্রীমতি ব্যানার্জী বলেন পাঠ্য বইকে দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমের মধ্য দিয়ে বাচ্চারা নতুন করে আবিষ্কার করবে এবং শিক্ষার প্রতি আকর্ষিত হবে। পশ্চিমবঙ্গে এইরকম উদ্যোগ এই প্রথম। ৫০০০ ছাত্রছাত্রী এবং ২৫০ শিক্ষক- শিক্ষিকারা এতে উপকৃত হবে। এতরকমের ই-কনটেন্ট পেয়ে ছাত্ররা পড়াশোনার প্রতি নতুন করে স্কুলে আসতে উৎসাহিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী কিষাণ প্রকল্পে বড় পরিবর্তন সরকারের, প্রভাবিত হবেন কোটি কোটি কৃষক

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃ আপনিও যদি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী কিষাণ যোজনার অধীনে নিজের নাম নিবন্ধন করে থাকেন, তাহলে এই খবরটি আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, অতীতে, সরকার এই প্রকল্পে কিছু পরিবর্তন করেছে। এই পরিবর্তনগুলি সরাসরি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের প্রভাবিত করবে। দেশের ৮.৪৩ কোটি কৃষক পিএম কিষানের ১৩ তম কিস্তির সুবিধা পেয়েছেন। এখন সরকার শীঘ্রই ডিবিটি-র মাধ্যমে কৃষকদের অ্যাকাউন্টে ১৪ তম কিস্তির টাকা সতান্তর করতে যাচ্ছে। কিন্তু এই কিস্তি দেওয়ার আগে সরকার কিছু পরিবর্তন করেছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনায় (প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান যোজনা) সুবিধাভোগীর অবস্থান দেখার উপায় সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। এর পাশাপাশি পিএম কিষানের মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনও চালু করেছে সরকার। এর পরে, সুবিধাভোগীর অবস্থান দেখার পদ্ধতিও পরিবর্তিত হয়েছে। এখন আপনি যদি সুবিধাভোগীর অবস্থান দেখতে চান, তাহলে এর জন্য আপনার নিবন্ধন করা নম্বর প্রয়োজন হবে। ওটিপি এবং ফিঙ্গারপ্রিন্টের প্রয়োজন হবে না। জালিয়াতি প্রতিরোধ এবং ই-কেওয়াইসি সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে, কৃষি মন্ত্রক অতীতে পিএম কিষাণ মোবাইল অ্যাপ চালু করেছে। এই অ্যাপের, ফেস রেকগনিশনের মাধ্যমে ই-কেওয়াইসি সম্পূর্ণ করা যাবে। এইভাবে, ই-কেওয়াইসি করার পরে, আপনার ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড (ওটিপি) এবং আঙ্গুলের ছাপের প্রয়োজন হবে না। অন্যদিকে, সরকার ইতিমধ্যে ১৩ টি কিস্তির টাকা দিয়েছে। কিন্তু ১৪ তম কিস্তির বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। অনেক মিডিয়া রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে যে মোদী সরকার ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী কিষান নিধির ১৪ তম কিস্তির টাকা হস্তান্তর করতে পারে। তবে এই বিষয়ে সরকার বা কৃষি মন্ত্রকের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি।

মুম্বইয়ে ধসে পড়ল রাস্তার বিশাল অংশ, কয়েকটি গাড়ি ও বাইক ক্ষতিগ্রস্ত

মুম্বই, ৫ জুলাই ঃ মুম্বইয়ের চুনাভাট্টিতে নির্মাণাধীন স্থানে আচমকাই ধসে পড়ল রাস্তার বিশাল অংশ। বুধবার সকাল ৯ টা নাগাদ ইস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ের বরাবর রাহুল নগরে নির্মাণাধীন স্থানে আচমকাই ধসে পড়ে রাস্তার বিশাল অংশ। এই ঘটনায় ৮-১০ টি দুই চাকার এবং ৪-৫ টি চার চাকার গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এলাকা খালি করা দেওয়া হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। ঘটনার সময় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ঘড়ির কাঁটায় সকাল তখন ৯টা হবে, ইস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ের বরাবর রাহুল নগরে নির্মাণাধীন স্থানে আচমকাই ধসে পড়ে রাস্তার বিশাল অংশ। যে স্থানটি ধসে পড়ে সেখানে কয়েকটি গাড়ি ও বাইক দাঁড় করানো ছিল, সেগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে দ্রুততার সঙ্গে।

দুই নাবালিকাকে অপহরণ করে গণধর্ষন, মৃত ১

আসাম, ৫ জুলাই ঃ দুই নাবালিকা স্কুল ছাত্রীকে অপহরণ করে গণধর্ষনের পর এক ছাত্রীর মৃত্যুর চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া গেছে। জানা যায়, এ নৃশংস ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে আসামরাজ্যের কাছাড় জেলার আলগাপুরের মোহনপুর এলাকায়। মঙ্গলবার (৪জুলাই) মোহনপুর অভয়াচরণ এমই স্কুলের দুই নাবালিকা ছাত্রীকে স্থানীয় জাবির ও জুবাইর নামের দুই যুবক ৪৫ জনকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলের সামনে থেকে সকালে অপহরণ করে। এরপর রোশকান্দি চা বাগানের জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষন করে ফেলে পালিয়ে যায়। তারপর রোশকান্দি চা বাগানের ম্যানেজারের কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি দুইটি কিশোরীকে উদ্ধার করে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে সমঝে দেন। রাতে একজন মেয়ের শারীরিক অবস্থা বেগতিক হওয়ায় প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। রাতে চিকিৎসারত অবস্থায় মেয়েটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। রাতেই মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ ২জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। বুধবার (৫ জুলাই) সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে নাবালিকার বাবা এই ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তি প্রদান করার জন্য প্রশাসনের কাছে জোড় দাবি করেন। আর যাতে কোন মেয়ের সঙ্গে এই ধরণের জঘন্যতম ঘটনা না ঘটে বলে জানান।

মেট্রো রেল সারা ভারত রেলওয়ে দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে

কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ মেট্রো রেল তৃতীয় হয়েছে এবং চলমান অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে চেস চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০২৩-এ ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। এই মর্যাদাপূর্ণ চ্যাম্পিয়নশিপটি ০২.০৭.২০২৩ থেকে ০৮.০৭.২০২৩ পর্যন্ত রেলওয়ে স্টেডিয়াম, জব্বলপুর, মধ্যপ্রদেশে খেলা হচ্ছে। অল ইন্ডিয়া রেল থেকে মোট ১৩ টি জোনাল দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছিল। মেট্রো রেলের দাবা দল চারজন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত। জয়দীপ দত্ত এবং সোমক পালিত সহ দুই গ্র্যান্ডমাস্টার সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী এবং সায়ন্তন দাস রয়েছেন। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেল এই চ্যাম্পিয়নশিপে তাদের পারফরম্যান্সের জন্য সমস্ত দলের সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশগত অবক্ষয়ের সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা জরুরি ঃ রাষ্ট্রপতি

গড়চিরৌলি, ৫ জুলাই ঃ জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত অবক্ষয়ের মতো গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি চিরাচরিত জ্ঞান এবং প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং গবেষণার মাধ্যমে এই ধরনের সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা জরুরি। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বুধবার মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলির গন্ডোয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম সমাবর্তনে উপস্থিত হয়ে প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর এটাই আমার প্রথম মহারাষ্ট্র সফর। মহারাষ্ট্রের এই পবিত্র ভূমিতে এসে আমি খুবই আনন্দিত বোধ করছি। এটা আমার জন্য বিশেষ আনন্দের বিষয় যে মহারাষ্ট্রে আমার এই সফরের প্রথম কর্মসূচি হল তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে সম্পর্কিত এই সমাবর্তন। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক, সাশ্রয়ী এবং উপযোগী শিক্ষা প্রদানের জন্য গন্ডোয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় .প্র্যা এবং শিক্ষকদের পাশাপাশি স্থানীয় সম্প্রদায়কে সংযুক্ত করে। রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, উপজাতি সম্প্রদায় এবং অনগ্রসর শ্রেণীর যুবকদের শিক্ষার মাধ্যমে নতুন সুযোগ প্রদানের জন্য আমি গন্ডোয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা করি। এই অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল রমেশ বাইস, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি, উপ- মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. প্রশান্ত বোকারে উপস্থিত ছিলেন।

মণিপুরে ১০ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ ইন্টারনেট

ইম্ফল, ৫ জুলাই ঃ গুজব ও ভিডিও, ফটো এবং ভুয়ো বার্তা ছড়ানো রুখতে মণিপুর সরকার আজ ৫ জুলাই বুধবার থেকে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের মেয়াদ ১০ জুলাই পর্যন্ত বাড়িয়েছে। সহিংসতা, হামলা, অগ্নিসংযোগ এবং গোলাগুলি সংক্রান্ত চলমান বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলি সম্পর্কিত রাজ্যের পুলিশ- প্রধান (ডিজিপি)-এর এক রিপোর্টের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। গোয়েন্দা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ডিজিপি তাঁর রিপোর্টে সরকারকে জানিয়েছেন, আশঙ্কা রয়েছে, সমাজবিরোধী তথা কতিপয় ব্যক্তি রাজ্যে অশান্তি বজায় কায়েম করতে ঘৃণাত্মক বক্তৃতা সংবলিত ভিডিও বার্তা, ভুয়ো বার্তা সংবলিত ট্যাক্সট-মেসেজ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সামাজিক মাধ্যমকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে পারে।

Name Change

I, Ipsita Guha (old name) W/O Samaresh Mondal Presently residing at 370/1, Bidhan Pally, PS-Bansdroni, Kolkata, PIN: 700084 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ipshita Guha, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/07/2023. Ipsita Guha and Ipshita Guha both are same and one identical person.

Name Change

I, Jafar Abid Tundawala (old name) S/O Abid Alihussain Tundawala Presently residing at 26, Pollock Street, 2nd floor, Kolkata 700001 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Jafar Tundawala, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/07/2023. Jafar Abid Tundawala and Jafar Tundawala both are same and one identical person.

Name Change

I, MD SISH MOHAMMED alias SISH MD (old name) S/O Hazrat Ali residing at Uttar Chandipur Manik- Chak, Malda-732203 WB India have changed my name to (shall henceforth be known as) SHIS MAHAMMAD, before Notary public at Kolkata on 05/07/2023. MD SISH MOHAMMED, SISH MD and SHIS MAHAMMAD both are same and one identical person.

Name Change

I SHAIK AMINAL HASSAN S/O ABDUL MOKTADER R/O SATAHATIA,NEAR PRAGATI SANGHA CLUB, NORTH 24 PARGANAS - 743423,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH AMINAL HASSAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/07/2023. SEKH AMINAL HASSAN AND SHAIK AMINAL HASSAN ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I BIJOYA MUKHERJEE D/O BHABANI PADA BHATTACHARJEE R/O E1004, SUNNY FORT,10TH FLOOR,STREET NO 622,NEAR MEGHOBIHAR, ACTION AREA IIB,NEW TOWN, NORTH 24 PARGANAS-700161 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIJOYA BHATTARCHARJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 0 4/07/2023. BIJOYA BHATTARCHARJEE AND BIJOYA MUKHERJEE ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, INDRANI BISWAS (old name) D/O JITENDRANATH BISWAS Presently residing at Vill-Daula Paschimpara, PO-Purba Nawpara, PS- Dhantala, Dist- Nadia-741501 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) INDRANI BISWAS ROY, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/07/2023. INDRANI BISWAS and INDRANI BISWAS ROY both are same and one identical person.

Name Change

I, MOHAMMAD MAQSOOD ALAM (old name) S/O MOHAMMAD MANZOOR Presently residing at 1054, Tedhibazar Purani Monsafi, PS-Lahariya Sarai, Dist-Darbhanga, Pin-846004 Bihar, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MOHAMMAD MAQSOOD, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/07/2023. MOHAMMAD MAQSOOD ALAM and MOHAMMAD MAQSOOD both are same and one identical person

Name Change

I, ASHPAK KASAM SHAIKH (old name) S/O KASEM ALI SEKH Presently residing at Mirpur, PO-Chak Enayet Nagar, PS-Bishnupur, Dist-24 Pgs (S)-743503 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ASFAQ ALI SEKH, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/07/2023. ASHPAK KASAM SHAIKH and ASFAQ ALI SEKH both are same and one identical person.

Name Change

I, BIRENDRA MAZUMDAR (old name) S/O HARA KUMAR MAJUMDAR Presently residing at – Opp. Milan Mandir Club, West Nabanagar, PO-Birati, PS-Nimta, Kolkata-700051, Dist- North 24 Parganas West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) BIRENDRA MAJUMDAR, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/07/2023. BIRENDRA MAZUMDAR and BIRENDRA MAJUMDAR both are same and one identical person.

Name Change

I, SNEHA GOYAL Presently residing at Ad-229, Salt Lake, Sector 1, PS-Bidhannagar North, Bidhannagar- 700064 West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my husband's actual name LATE ANIL KUMAR GOYAL instead of LATE ANIL GOYAL, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/07/2023. LATE ANIL KUMAR GOYAL and LATE ANIL GOYAL both are same and one identical person.

Name Change

I, JAYANTA DAS (old name) S/O DURGAMOHAN DAS Presently residing at Mandal Para, Serajbati, PS-Amta, Dist-Howrah, Pin-711401 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) JAYANTA KUMAR DAS (DOB-14.07.1963), vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/07/2023. JAYANTA DAS and JAYANTA KUMAR DAS both are same and one identical person.

Name Change

I, SK ARIF (old name) S/O HASMAT ALI FAKIR Presently residing at Madari Para, Vetkeypara, PS-Amta, Dist-Howrah, Dist - 711410 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ARIF ALI FAKIR (DOB- 22.08.1996), vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/07/2023. SK ARIF and ARIF ALI FAKIR both are same and one identical person.

Name Change

I, KAUKAWALA INSIYAH ABID (old name) Mother Name- YASMIN KAUKAWALA Presently residing at 29, Elliot Lane, 2nd Floor, PS-Park Street, Kolkata-700016 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)INSIYAH KAUKAWALA, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/07/2023. KAUKAWALA INSIYAH ABID and INSIYAH KAUKAWALA both are same and one identical person.

কবে ফিরবে শান্তি .... সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার কি নেই আমাদের ... এ প্রশ্ন তাড়া করে বেড়াচ্ছে কোচবিহারের মানুষকে

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৫ জুলাই ঃ সন্ত্রাস সন্ত্রাস আর সন্ত্রাস এ যেন এখন কোচবিহারের আকাশে বাতাসে। ইতিমধ্যে রাজ্যবাসী পরিচিত হয়েছে কোচবিহার সম্বন্ধে কারণ সন্ত্রাসের কালো মেঘে ঢেকে রয়েছে কোচবিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের বাকি আর তিন দিন কিন্তু তাতেও পিছু ছাড়ছে না বন্দুক বোমের সন্ত্রাস। মঙ্গলবার রাতে দিনহাটার বড় শোলমারী অঞ্চলের ছিট মদনাকুরা এলাকায় সিপিআইএম প্রার্থী ফরিদা খাতুন বিবি ও তার কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে। গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ করে এমনকি দিনের আঘাতে আহত হয় এক সিপিআইএম কর্মী যিনি বর্তমানে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অপরপক্ষে একই রাতে দিনহাটা দুই ব্লকের সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের গর্ভডাঙ্গা এলাকায় বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর এবং কাকা শ্বশুরকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে। বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় শুকারু বর্মন দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শুধু দিনহাটা নয় সন্ত্রাস অব্যাহত শীতলকুচিতেও। গতকাল ভোররাতে শীতলকুচির লালবাজার অঞ্চলের ২৭৯ নং বুথের নির্দল প্রার্থীর বাড়িতে বোমাবাজি এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে নির্দল প্রার্থী অম্বিয়া বিবি চিকিৎসার পর বাড়ি চলে যান। অপরদিকে পশ্চিম শীতলকুচির ফুলবাড়ী এলাকায় জয়ন্ত বর্মন নামে এক বিজেপি প্রার্থীকে বেধরক মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি বর্তমানে কোচবিহারের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। একদিকে যখন রক্তাক্ত রাজনৈতিক দলের কর্মীরা ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তুফানগঞ্জের বিজেপির নির্বাচনী অস্থায়ী ক্যাম্প ভাঙচুর ও দলীয় পতাকা ফেস্টুন ছিড়ে ফেলার অভিযোগ আবারো শাসক দলের বিরুদ্ধে। তুফানগঞ্জ ১ ব্লকের নাককাটি গাছ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই ঘটনাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বুধবার সকালে আবার অন্য চিত্র মাথাভাঙ্গায়। দিনহাটায় বোমা ফেটে আহত দুই শিশুসহ চার এই ঘটনার ২৪ ঘন্টা পার হতে না হতেই মাথাভাঙ্গা এক ব্লকের হাজরাহাট দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব খাটের বাড়ি এলাকায় কংগ্রেস প্রার্থীর অস্থায়ী ক্যাম্পের সামনে তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় রীতিমত চাঞ্চল্য এলাকায়। অভিযোগের তীর সেই শাসক দলের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ফলে বুধবার সকাল থেকে যেন সন্ত্রাসের রিলে রেস চলছে কোচবিহার জেলার বিস্তীর্ণ অংশে। ৮ থেকে ৮০ সকলের মনেই আতঙ্কের কালো ছায়া। তাদের একটাই দাবি তবে ফিরবে শান্তি ? আমাদের কি সুস্থ ভাবে বাঁচার অধিকার নেই ? যদিও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ রাজনৈতিক নেতৃত্বরা। যদিও অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে তপ্ত কোচবিহারের রাজনীতি। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি তথা বিধায়ক সুকুমার রায় বলেন - তৃণমূল কংগ্রেস সন্ত্রাস করেই ভোট জিততে চাইছেন। আসলে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর থেকে সাধারণ মানুষের ভরসা উঠে গেছে। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা পরিবর্তন চাইছে এই কথা তৃণমূল কংগ্রেস বুঝতে পেরেছে সেই কারণেই ভয় দেখিয়ে বোমা বন্দুকে জোরে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছেন। তিনি আরো বলেন বিজেপি সব লড়াই দিতে প্রস্তুত পঞ্চাযেত নির্বাচনের দিন তৃণমূল যদি সন্ত্রাস করে তাহলে বিজেপি কর্মী সমর্থকরাও ছেড়ে কথা বলবে না। এই প্রসঙ্গে সিপিআইএমের কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্য শুভ্রালোক দাস বলেন - তৃণমূল কংগ্রেস ভোট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে চাইছে না। সন্ত্রাস করে ভোট লুট করতে চাইছে তবে যে যে জায়গায় আমরা প্রার্থী দিতে পেরেছি সেখানে সন্ত্রাস আমরা রুখবই যেকোনো মূল্যে। অপরপক্ষে তৃণমূলের ওপর ওঠা সমস্ত অভিযোগ কে নস্যাৎ করে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন - সীমান্তবর্তী এলাকায় দু একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে এই সমস্ত ঘটনার সাথে তৃণমূল কর্মীরা জড়িত নয় সেটা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। তিনি আরো বলেন, বিজেপির নেতৃত্বরা বারবার কোচবিহারে এসে যে ধরনের বক্তব্য দিচ্ছেন জনসভায় তাতে

বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আরো বেশি সাহস পেয়ে যাচ্ছে আর সেই কারণেই বারবার অশান্ত হচ্ছে। ১২৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে মোট সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই ধরনের অশান্তির খবর রয়েছে। বিজেপির কিছু নেতাদের মদতে এই ঘটনা ঘটাচ্ছে তারা। তারা বুঝতে পেরে গেছে তাদের হার নিশ্চিত। বেশিরভাগ আসনে প্রার্থী দিয়েছে বিরোধীরা আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং ভোটের দিন মানুষ তৃণমূল - কংগ্রেসের পাশে থেকেই আমাদের জয়লাভ করাবেন। নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকে মূলতঃ দিনহাটা শীতলকুচি সহ কোচবিহারের বিভিন্ন প্রান্তে যেভাবে সন্ত্রাস বেড়ে চলেছে তাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন তার মাত্রা চড়মে উঠবে এমনটাই মনে করছে আতঙ্কবিহ্বল হচ্ছে। ইতিমধ্যে তিন কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রোড মার্চ করছে দিনহাটার বিভিন্ন প্রান্তে আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পৌঁছচ্ছে কোচবিহারে। তবে রাজ্য পুলিশ হোক চাই কেন্দ্রীয় বাহিনী সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে বিস্তার প্রশ্ন? জেলা জুড়ে এত বোমা- বন্দুক এলো কোথা থেকে এ প্রশ্ন করছে সাধারণ মানুষ। পুলিশের কাছে কি কোন খবরই ছিল না ? বিভিন্ন সময় জেলায় আক্রান্ত হয়েছেন মন্ত্রী নেতৃত্বরা। আর ঠিক সে জায়গায় দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের বক্তব্য যেখানে দেশের রাজ্যের মন্ত্রী নেতৃত্বরা সুরক্ষিত নয় সেখানে তারা কতটা সুরক্ষিত ? শান্তিতে বাঁচার অধিকার তারা কবে ফিরে পাবে এই প্রশ্নই তারা করে বেড়াচ্ছে সর্বত্র।

বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার এসটিএফ-এর

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৫ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল রাজ্যের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের শিলিগুড়ি শাখা। গ্রেফতার করা হয়েছে এক প্রৌঢ়কে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম এমডি আলম। পুলিশ সূত্রে খবর, পাঞ্জিপাড়া এলাকার গোয়ালপুকুর থানার লাডুয়োয়া এলাকার একটি বাড়িতে হানা দিয়ে এসটিএফ পাঁচটি সেভেন এমএম পিস্তল, তিনটি ওয়ান শটার বন্দুক এবং ১৮০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। বাড়ি থেকে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। ধৃত ব্যক্তি লাডুখাওয়া এলাকারই বাসিন্দা। তাঁকে গ্রেফতারের পর গোয়ালপুকুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ভোটের তিন দিন আগে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কোথা থেকে এই অস্ত্র আমদানি করা হয়েছে, কোথাও পাচারের লক্ষ্য ছিল কি না, কোথায় সেগুলোর ব্যবহার হত, এমন সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে এসটিএফ ডিএসপি সুদীপ ভট্টাচার্য্য বলেন, ''এসটিএফের শিলিগুড়ি শাখার তরফে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে পাঞ্জিপাড়ায় অভিযান চালানো হয়। তাতে মহম্মদ আলম নামে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে সন্দেহ হয় পুলিশের। পরে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি করে ওই বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।'' তবে এই আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের সঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের কোনও যোগসূত্র নেই বলে জানাচ্ছেন ওই আধিকারিক।

শিলিগুড়িতে ব্যবসায়ীকে অপহরণ কাণ্ডে গ্রেপ্তার আরও ১, তোলা হল আদালতে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই ঃ শিলিগুড়ির চম্পাসারী এলাকায় ব্যবসায়ীকে অপহরণের ঘটনায় তদন্তে নেমে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল প্রধান নগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ মুরাদ আনসারি। ধৃতকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। প্রসঙ্গত গত জুন মাসের ২৪ তারিখে সকালে শিলিগুড়ির চম্পাসারী এলাকার নিয়ন্ত্রিত বাজারে যাওয়ার সময় চম্পাসারী মোড় এলাকা থেকে অপহরণ হয় লেবু ব্যবসায়ী প্রভাকর সিং। সেই ঘটনার তদন্ত নেমে এবার আরো একজনকে গ্রেফতার করলো প্রধাননগর থানার পুলিশ ও SOG। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মঙ্গলবার মহম্মদ মুরাদ আনসারিকে বোলপুর থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ এরপর রাতেই তাকে শিলিগুড়িতে প্রধাননগর থানায় আনা হয়। বুধবার তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠিয়ে সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই চক্রে আরো বড় কোন মাথা রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় মোট গ্রেপ্তার ৫ জন।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর স্বামীকে মারধরের অভিযোগ নির্দল সমর্থকদের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৫ জুলাই ঃ নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর স্বামীকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল নির্দল সমর্থকদের বিরুদ্ধে। এমনকি বোমাবাজি করারও অভিযোগ উঠে নির্দল সমর্থকদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার রামগঞ্জের বসাক পাড়া এলাকায়। জানা গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রাখি বসাক রায়ের স্বামী স্বপন বসাক নির্বাচনী ভোট প্রচারে বসাক পাড়ায় যান। তখন আচমকা নির্দল প্রার্থীর সমর্থকেরা লাঠিসোটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে বেধড়ক মারধরের বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর স্বামী সহ ৪ জন জখম হয়। জখমদের উদ্ধার করে প্রথমে ইসলামপুর থানার রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। এরপর একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। খবর পেয়ে ইসলামপুর রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ফুলবাড়ি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে ট্রাক চালকদের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই ঃ ফুলবাড়ি ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তে ট্রাক চালকদের বিক্ষোভ। বেশ কিছুদিন ভারত থেকে বাংলাদেশে পাথর রপ্তানি বন্ধ ছিল। গত ৩ তারিখে খোলার পর থেকেই ভারতের ট্রাক চালকরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুবিধা এতে । ভারতের গাড়ি গুলি কাছ থেকে ছয় চাকা গাড়িতে তিন হাজার ও দশ চাকা গাড়ি ক্ষেত্রে ৫ হাজার টাকা নেওয়া হচ্ছে। অথচ ভুটানের গাড়ির ক্ষেত্রে কোন টাকাই নেওয়া হয় না ফুলবাড়িতে বর্ডারে প্রযোজ্য নয় কেন। ফুলবাড়ি কাস্টম আন্ডারে চ্যাংড়াবান্ধাব বর্ডার রয়েছে। সেখানে ভুটান গাড়ির ক্ষেত্রে স্লট বুকিং করতে হয়। কিন্তু ফুলবাড়িতে কেন স্লট বুকিং নেওয়া হচ্ছে না। ভুটান গাড়ির ক্ষেত্রে চ্যাংড়াবান্ধা বর্ডারে নেওয়া হচ্ছে কেন। ভুটান গাড়ি ক্ষেত্রে ফুলবাড়িতে নেওয়া হবে না। যদি নেওয়া না হয় তবে আমাদের ভারতের গাড়িগুলি ক্ষেত্র একই নিয়ম করা হোক। ফুলবাড়ি সীমান্তে ভারতের প্রায় ৩৫০০ পণ্য ট্রাক চলাচল করে। বহু ট্রাক মালিকরা গাড়ি বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ গাড়ি প্রতি ২০০০ টাকা তাদের থাকছে না। ফুলবাড়ি ট্রাক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শুভঙ্কর নস্কর জানান বহুদিন ধরে রাজ্য সরকারের সুবিধা এতে আমাদের গাড়িগুলি কাছ থেকে বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে। অথচ ভুটান গাড়ির ক্ষেত্রে ফুলবাড়ি বর্ডারে নেওয়া হচ্ছে না । অন্যদিকে ফুলবাড়ি কাস্টমার আন্ডারে চ্যাংড়াবান্ধা সীমান্ত রয়েছে। সেখানে তাদের স্লট বুকিং করে তারপরেই বাংলাদেশ পাথর রপ্তানি করা হচ্ছে। অথচ ফুলবাড়িতে ভুটানের কোন টাকায় নেওয়া হচ্ছে না। গত এক সপ্তাহ ধরে ভারত থেকে বাংলাদেশে পাথর রপ্তানি বন্ধ রেখেছেন গাড়ির চালকরা। এই দাবিতেই প্রতিনিয়ত আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে ট্রাক চালকরা। পরবর্তীতে আমাদের দাবি মানা না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো।

লিপিকা বর্মন ঘোষের সমর্থনে মহদীপুর অঞ্চল জুড়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী মিছিল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ জুলাই ঃ মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষের সমর্থনে মহদীপুর অঞ্চল জুড়ে অনুষ্ঠিত হল এক নির্বাচনী মিছিল। বুধবার মহদীপুর অঞ্চলের খিড়কি এলাকা থেকে এই নির্বাচনী মিছিল শুরু হয় গোটা মহদীপুর অঞ্চল পরিক্রমা করে। কয়েক হাজার দলীয় কর্মী সমর্থক অংশ নিয়েছিল মিছিলে। মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষ, ইংলিশ বাজার পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী মারুফ শেখ, জগন্নাথ ঘোষ সহ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির অন্যান্য প্রার্থীরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুমলা আগরওয়াল, মহদীপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি প্রশান্ত ঘোষ সহ জেলা ও অঞ্চল নেতৃত্ব। মিছিল শেষে মহদীপুর স্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয় এক পথসভাও। এই বিষয় মহদীপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রশান্ত ঘোষ জানান, নির্বাচন এসেছে বলে বিরোধীদের ঘুম ভেঙেছে। এতদিন এলাকায় তাদের দেখা যায়নি। মানুষকে বোকা বানিয়ে লাভ নেই এবার মানুষ তৃণমূলের পাশে আছে। তার জবাব দিবে ভোট বাক্সে।

গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শনে অরুণ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই ঃ বুধবার নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। এদিন সভাধিপতির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নকশালবাড়ি বিডিও অরিন্দম মন্ডল, নকশালবাড়ি বিএলআরও বিপ্লব হালদার, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ সহ পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা। ২ বছর আগে প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যায়ে নকশালবাড়ি গ্রামীন হাসপাতালের পরিকাঠামো ও উন্নয়নের কাজ কেমন হয়েছে তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হাসপাতালে ইলেকট্রিক সহ একাধিক উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে হাসপাতালে এমপি পিএইচ ইউনিট কাজ শুরু হতে চলছে। এদিন সমস্ত কাজের সরেজমিনে তদন্ত করেন সভাধিপতি। পরে সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, ইতিমধ্যেই প্রায় দুই কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। হাসপাতালে পাশাপাশি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একাধিক কাজ শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই হাসপাতালে এমপিপিএইচ ইউনিট শুরু হতে চলেছে। এটি হলে খুব সহজেই রোগীরা রক্ত সংক্রান্ত পরীক্ষা করতে পারবেন। এছাড়া হাসপাতালে যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে।

OFFICE OF THE INSPECTOR OF SURVEY AND LAND RECORDS, PERNEM, GOA

File No. ISLR / PER / DEM / DAR / 56 / 22

Delta Corp Limited, Fisheries Jetty, Ground Floor, D. B. Bandodkar Marg, Panaji, Goa 403001, Represented by Authorized Signatory, Premanand Gawas, major of age, Indian National, Resident of H. No. 24/19, Durigwada, Navelim, Bicholim, Goa ....Applicant

V/s

1. Radhabai Mohan Prabhudesai 2. Balkrishna Mohan Prabbhudesai, Both r/o Housing Board Colony, Margao, Goa 3. Sudha Chandrakant Desai 4. Prasad Chandrakant Desai 5. Supriya Prasad Desai, All r/o 162/A, Mohan Building, Girgaon, Mumbai 6. Manasi @ Chitra Chandrakant Desai @ Mansi Rajesh Shroff 7. [illegible]

PUBLIC NOTICE

WHEREAS the above named applicant has moved an application before office of Inspector of Survey & Land Records, Pernem under section 114 of Land Revenue Code 1968 for Demarcation of property surveyed under Survey no. 280/1, 280/1-A and 280/1-B of Dargalim Village of Pernem Taluka. [illegible]

Sd/- Vinita V. Kambli
Inspector of Survey & Land Records, Pernem, Goa

OFFICE OF THE INSPECTOR OF SURVEY AND LAND RECORDS, PERNEM, GOA

File No. ISLR / PER / DEM / DAR / 58 / 22 / 538

Delta Corp Limited, Fisheries Jetty, Ground Floor, D. B. Bandodkar Marg, Panaji, Goa 403001, Represented by Authorized Signatory, Premanand Gawas, major of age, Indian National, Resident of H. No. 24/19, Durigwada, Navelim, Bicholim, Goa ....Applicant

V/s

1. Enterprise Value Enhancement India Pvt Limited, R/o. Dhargal, Pernem, Goa 2. Dhondu Sakaram Patekar 3. Laxmi Dhondu Patekar 4. Ramchandra Sakaram Patekar 5. Kamini Ramchandra Patekar 6. Tulsidas Sakaram Patekar 7. Vinanti Tulsidas Patekar 8. Saraswati Bapu Gadekar 9. Bapu Shabi Gadekar, All R/o H. No. 357, Oshalbag, Dhargal, Pernem Goa 10. Sakaram Yeshwant Patekar 11. Sushani Sakaram Patekar 12. Nitin Yeshwant Patekar 13. Nikita Nitin Patekar 14. Smt. Premabai Dattaram Prabhudesai 15. Shri. Shivram Dattaram Prabhudesai 16. Smt. Seema Shivram Prabhudesai 17. Shri Uday Dattaram Prabhudesai 18. Smt. Maya Uday Prabhudesai, R/o. Bhaidwada, Pernem, Goa 19. Smt. Charushila Pramod Kamat 20. Shri Pramod Rajaram Kamat, R/o H. No. 353/1, Moira, Bardez, Goa 403 507 21. Smt. Kavita Sakharam Mhambre 22. Shri. Sakaram Gajanan Mhambre, R/o. 270, Marmugao Port Trust Quarters, Upper Jetty, [illegible]

PUBLIC NOTICE

[illegible]

Sd/- Vinita V. Kambli
Inspector of Survey & Land Records, Pernem, Goa

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (C)/Br-VI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/VI/046/011/2023-2024/R/BUSTEE
Name of work : Improvement of bustee I.P and concrete passage at 4 Korabardar Lane etc. in Ward No.46. Estimated Cost (Including GST & CESS) : Rs.4,84,925.00. Earnest Money : Rs.9,800.00.

2. NIT NO. : KMC/VI/052/011/2023-2024/R/BUSTEE
Name of work : Renovation of bustee latrine at 2 Amiya Hazra Lane, 26, 31 Market Street, 4/1,7 Uma Das Lane and adjacent area in Ward No.52. Estimated Cost (Including GST & CESS) : Rs.3,44,341.00. Earnest Money : Rs.7,100.00.

3. NIT NO. : KMC/VI/062/017/2023-2024/R
Name of work : Maintenance of drainage systems inside the ward area at different premises such as 7 Shariff Lane, 95 Collin St. etc. in Ward No.62. Estimated Cost (Including GST & CESS) : Rs.3,49,804.00. Earnest Money : Rs.7,100.00. Period of Completion : 60 Days (for Sl.No. 1 to 3).

4. NIT NO. : KMC/VI/046/012/2023-2024/R/BUSTEE
Name of work : Renovation of bustee latrine at 4 Korabardar Lane etc. in WD. No.46. Estimated Cost (Including GST & CESS) : Rs.4,64,805.00. Earnest Money : Rs.9,400.00.

5. NIT NO. : KMC/VI/052/009/2023-2024/R/BUSTEE
Name of work : Improvement of bustee sewerage system at 31, 33 Market Street, 2 Amiya Hazra Lane and adjacent area in Ward No.52. Estimated Cost (Including GST & CESS) : Rs.2,49,573.00. Earnest Money : Rs.5,100.00.

6. NIT NO. : KMC/VI/055/005/2023-2024/R
Name of work : Restoration of disturbed and damaged IPS passage at 96/1, 61, 113 Ananda Palit Road, 120 Dr. L.M.B. Road etc. in Ward No.55. Estimated Cost (Including GST & CESS) : Rs.2,82,387.00. Earnest Money : Rs.5,800.00. Period of Completion : 50 Days (for Sl.No. 4 to 6).

7. NIT NO. : KMC/VI/046/013/2023-2024/D
Name of work : Restoration of I.P. footpath and cement concrete passage and footpath at 8/1, P-38, Princep Street, 7/B, 2 Decars Lane, 29, 38 Rani Rashmoni Road, 2 British India Street, etc. and its adjacent area in Ward No.46. Estimated Cost (Including GST & CESS) : Rs.2,55,147.00. Earnest Money : Rs.5,200.00. Period of Completion : 45 Days.

8. NIT NO. : KMC/VI/060/012/2023-2024/D
Name of work : Restoration of I.P. & Concrete passage at 98 Linton Street, 23, 46 Gorachand Road, 3 Gorachand Lane, 176 Linton Street, 41 Jannagar Road, 6 Kasai Para Lane and adjacent area in WD-060. Estimated Cost (Including GST & CESS) : Rs.2,33,660.00 Earnest Money : Rs.4,800.00. Period of Completion : 30 Days.

9. NIT NO. : KMC/VI/062/013/2023-2024/R
Name of work : Improvement of IPS & Concrete Passage at different area inside the Ward such as 9,11,13 Komedan Bagan Lane, 46 Imdad Ali Lane etc. in Ward No.62. Estimated Cost (Including GST & CESS) : Rs.4,49,748.00. Earnest Money : Rs.9,100.00. Period of Completion : 40 Days. Last Date and Time of submission of Bid : 15.07.2023 at 1 p.m. (for Sl.No. 1 to 9). Tender opened on 17.07.2023 at 1 p.m. (for Sl.No. 1 to 9). The bid forms and other details are available on and from 05.07.2023 at 6 p.m. (for Sl.No. 1 to 9) from the website https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 9).

The Executive Engineer (Civil)/Br.-XIII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/XIII/120/007/23-24 (1st Call)
Name of work : Maint. of road at Sisir Bagan Road and Bhupen Roy Road bye lane with C.C. Pavement Work near Pr.No.65/8/4, 28/1, 8/6 etc. in Ward-120, Br.-XIII. Work Value : Rs.3,74,859.47. Earnest Money : Rs.7,500.00.

2. NIT NO. : KMC/XIII/119/003/23-24/PARK (1st Call)
Name of work : Maintenance of Sammilani Park at Sahapur Main Road in Ward-119, Br-XIII. Work Value : Rs.2,57,954.12. Earnest Money : Rs.5,200.00.

3. NIT NO. : KMC/XIII/118/012/23-24/C (1st Call)
Name of work : Maint. of road with C.C. Patch repairing works at Hogolbari and Bastala Area bye Lane of J.K. Pal and S.N. Roy Road in Ward-118. Work Value : Rs.1,98,781.03. Earnest Money : Rs.4,000.00. Period of Completion : 30 Days (for Sl.No. 1 to 3). Last date of Submission of Bid : 15.07.2023 upto 11 a.m. (for Sl.No. 1 to 3). Tender will be opened on : 17.07.2023 at 11 a.m. (for Sl.No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from : 07.07.2023 from 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 3) from the website https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 3).

The Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC invites E-tender online percentage rate two bid system for following work :-

NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/087/10/2023-2024/D
Name of work : Restoration of paver block & I.P.S. footpaths near 2, 24 Lake Road, 10, 4 T.N. Majumder St. etc. in WD No.087 distorbed by Tata Communications, C.E.S.C. & Natural Wear & Tear. Estimated Cost (Including GST and CESS) : Rs.4,60,911.57. Earnest Money : Rs.9,500.00. Period of Completion : 60 Days. Last Date and Time of submission of Bid : 18.07.2023 at 12 noon. Date of opening of tender : 20.07.2023 at 12 noon. The bid forms and other details are available on and from 10.07.2023 at 5 p.m. from the website https://etender.wb.nic.in

The Executive Engineer (Civil)/Br.-VII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following work :-

NIT NO. : KMC/EEC/VII/58/3/23-24/D (2nd Call)
Name of work : Restoration of road and other allied works at Paymental Garden Lane, South Tangra Road, Dhapa Road etc. and surrounding area disturbed by CESC in Ward No.58. Estimated Cost (Including GST and CESS) : Rs.2,82,583.53. Earnest Money : Rs.5,700.00. Period of Completion : 60 Days. Last Date and Time of submission of Bid : 14.07.2023 upto 12 noon. Tender will be opened on 17.06.2023 at 12 noon. The Bid forms and other details are available on and from 05.07.2023 at 6.55 p.m. from the website https://etender.wb.nic.in

The Executive Engineer (Civil), Borough-I, KMC invite tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/EEC/I/006/12/2023-2024 (2nd Call)
Name of work : Development of bathing platform at 14, 41, Lock Gate Road, 3, 4, Dilarjung Road and other places in Ward No.006. Estimated Cost (Including GST and CESS) : Rs.2,99,992.41. Earnest Money : Rs.6,000.00. Period of Completion : 30 Days.

2. NIT NO. : KMC/EEC/I/007/09/2023-2024/BS (2nd Call)
Name of work : Repairing of bustee privies at 630, Rabindra Sarani Bustee and other bustee areas in Ward No.007. Estimated Cost (Including GST and CESS) : Rs.1,99,869.42. Earnest Money : Rs.4,000.00. Period of Completion : 21 Days. Last date and time of submission of Bid : 17.07.2023 upto 11 a.m. (for Sl.No. 1 & 2). Tender will be opened on : 19.07.2023 at 11 a.m. (for Sl.No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 07.07.2023 at 5 p.m. (for Sl.No. 1&2) from the website https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 & 2).

The Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following work :-

NIT NO. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/124/017/23-24/PARK
Name of work : Regular maintenance of KMC Parks at Mother Teresa Park, Das Para Falguni Sangha Park, Naba Pally Park, Natun Pally Park in Ward No.124. Estimated Cost (Including GST and CESS) : Rs.2,95,980.50. Earnest Money : Rs.6,000.00. Period of Completion : 180 Days. Last Date and Time of submission of Bid : 17.07.2023 at 12 noon. The Tender will be opened on 19.07.2023 at 12 noon. The bid forms and other details are available on and from 07.07.2023 at 5 p.m. from the website https://etender.wb.nic.in

The Executive Engineer (Civil)/Br-XV, invites tender online percentage rate two bid systems for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-XV/140/010/2023-2024/R
Name of work : Maintenance of passage with allied works near Pr.No.Y-130, Y-136, K.B. bye lane (Tepa Para) in Ward No.140, Br-XV. Estimated Cost (Including GST and CESS) : Rs.4,57,242.27. Earnest Money : Rs.9,200.00. Period of Completion : 180 Days Last Date and Time of submission of Bid : 20.07.2023 at 11 a.m. Date of opening of tender : 22.07.2023 at 11 a.m.

2. NIT NO. : KMC/XV/140/008/2023-2024/R/BUSTEE
Name of work : Improvement of passage with allied works near Pr.No. Y-193 Kanthal Beria Road slum area in Ward No.140, Br-XV. Estimated Cost (Including GST and CESS) : Rs.3,09,587.00. Earnest Money : Rs.6,200.00. Call of Tender : First.

3. NIT NO. : KMC/XV/140/011/2023-2024/R/BUSTEE
Name of work : Improvement of drainage with allied works near Pr.No.Y-139, Y-123, K.B. Bye Lane slum area in Ward No.140, Br.-XV. Estimated Cost (Including GST and CESS) : Rs.2,49,337.45. Earnest Money : Rs.5,000.00. Period of Completion : 180 Days (for Sl.No. 2 & 3). Call of Tender : First. Date of uploading of N.I.T. & other documents (online) : 11.07.2023 at 12 noon (for Sl.No. 2 & 3). Documents download/sell start date (online) : 11.07.2023 at 4 p.m. (for Sl.No. 2 & 3). Documents download/sell end date (online) : 20.07.2023 at 4 p.m. (for Sl.No. 2 & 3). Bid submission start date (online) : 11.07.2023 at 4 p.m. (for Sl.No. 2 & 3). Bid submission closing (online) : 20.07.2023 at 4 p.m. (for Sl.No. 2 & 3). Bid opening date for Technical Proposals (online) : 22.07.2023 at 4 p.m. (for Sl.No. 2 & 3). The bid forms and other details are available from 11.07.2023 at 5 p.m. (for Sl.No.1) from the website https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 3).

385/23-24

একফ্রেমে দুই কিংবদন্তি!

স্যার গ্যারি সোবার্সের সঙ্গে হঠাৎ দেখা বিরাট কোহলির

বার্বাডোজ, ৫ জুলাইঃ ক্যারিবিয়ান সিরিজের জন্য টিম ইন্ডিয়ার প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। বার্বাডোজে অনুশীলনে ব্যস্ত বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা। ১২ জুলাই ডমিনিকায় টেস্ট সিরিজ দিয়ে ভারতের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর শুরু হবে। এরই ফাঁকে ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি স্যার গ্যারি সোবার্সের সঙ্গে দেখা হয়েছে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলির। সোশ্যাল মিডিয়ায় আজ বুধবার, সকাল থেকে সেই ভিডিয়ো ভাইরাল। ব্যাটিং মায়েস্ত্রো বিরাট কোহলির দিকে এ বারের ক্যারিবিয়ান সফরে বিশেষ নজর থাকবে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বিরাটের ব্যাটে চমক দেখা যায়নি। এ বার ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে জ্বলে ওঠার পালা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের আগে জোরকদমে অনুশীলন করছেন বিরাট। বার্বাডোজে অনুশীলনের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি স্যার গ্যারি সোবার্সের সঙ্গে দেখা হয়েছে কোহলির। ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট পডকাস্ট টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে সেই ভিডিয়োটি শেয়ার করা হয়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে সস্ত্রীক সোবার্সের সঙ্গে কথা বলেন কোহলি। মিসেস সোবার্স এবং স্যার গ্যারি সোবার্সের সঙ্গে ছবিও তোলেন বিরাট। বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে টুইটারে এক ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে গ্যারি সোবার্স প্যাভিলিয়নের সামনে রোহিত শর্মা, অজিঙ্ক রাহানে, শুভমন গিলদের সঙ্গে দেখা করেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি। ভারতীয় হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড় একে একে স্যার গ্যারি সোবার্সের সঙ্গে শার্দূল ঠাকুর, শুভমন গিলদের পরিচয় করিয়ে দেন। সেই ভিডিয়োতে নজর কেড়েছে একটি দৃশ্য। রাহুল দ্রাবিড় যখন ভারতের গিলের সঙ্গে সোবার্সের পরিচয় করাচ্ছিলেন, তখন তিনি বলেন, ''শুভমন গিল, আমাদের দলের তরুণ প্রতিভা।'' এরপর টিম ইন্ডিয়ার সিনিয়র তারকা রবিচন্দ্রন অশ্বিনও দেখা করেন সোবার্স দম্পতির সঙ্গে।

ক্যারিবিয়ান সফরের প্রস্তুতি তুঙ্গে

বার্বাডোজে ২ দিনের ওয়ার্ম আপ ম্যাচ খেলবে বিরাটরা

বার্বাডোজ, ৫ জুলাইঃ হাতে আর রয়েছে মাত্র ৬ দিন। তারপর শুরু হয়ে যাবে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্ট। এই মুহূর্তে বার্বাডোজে অনুশীলনে ব্যস্ত ভারতীয় দল। একের পর এক নেট সেশন চলছে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের পর আর কোনও ম্যাচে খেলেননি ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা। লম্বা ছুটি কাটিয়ে ২২ গজে নামতে চলেছেন বিরাট-শুভমনরা। তাই ক্যারিবিয়ান সিরিজ শুরু হওয়ার আগে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা। ডমিনিকায় ১২ জুলাই শুরু হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারতের প্রথম টেস্ট ম্যাচ। তার আগে ২টি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন বিরাট-রাহানেরা। টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটাররা ওয়ার্ম আপ ম্যাচে কবে এবং কাদের বিরুদ্ধে খেলবেন?

কবে হবে ভারতের ওয়ার্ম আপ ম্যাচ?

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ শুরু হওয়ার আগে ৫ ও ৬ জুলাই দুটি ওয়ার্ম আপ ম্যাচে খেলবেন ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা।

কোথায় হবে টিম ইন্ডিয়ার প্রস্তুতি ম্যাচ?

ডমিনিকায় টেস্ট দিয়ে ক্যারিবিয়ান সফর শুরু করার আগে ভারতের ২টি প্রস্তুতি ম্যাচ হবে বার্বাডোজের কেনসিংটন ওভালে।

ওয়ার্ম আপ ম্যাচে কাদের বিরুদ্ধে খেলবেন টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটাররা?

ভারতের বিরুদ্ধে ২টি ওয়ার্ম আপ ম্যাচের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে ৮ ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারকে বেছে নেওয়া হয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোর্ড যে ৮ জন ক্রিকেটারকে বেছে নিয়েছে, তাঁরা সকলেই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে খেলেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউই এখনও ওয়েস্ট ইন্ডিজ জাতীয় দলের হয়ে ক্রিকেট খেলেননি। জানা গিয়েছে, ভারতের ক্রিকেটাররা নিজেদের মধ্যে ২টি দলে বিভক্ত হয়ে প্রস্তুতি ম্যাচে খেলবেন। এই দুই প্রস্তুতি ম্যাচ রোহিত অ্যান্ড কোংকে আরও চাঙ্গা করে তুলবে। একইসঙ্গে এই ২ প্রস্তুতি ম্যাচ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের একাদশ বাছাইয়ে সাহায্যও করবে।

'ইস্পাত কঠিন স্নায়ু', সুনীলদের জয়ে দারুণ প্রশংসা ক্রিকেট ঈশ্বরের

মুম্বই, ৫ জুনঃ ফাইনাল ম্যাচ বোধহয় এমনই হওয়া উচিত। মঙ্গলবারের ভারত বনাম কুয়েত সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে রুদ্ধশ্বাস ফাইনালের সাক্ষী থাকল ফুটবল জনতা। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ফলাফল মেলেনি। ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। তাতেও ফয়সালা না হওয়ায় ম্যাচ যায় টাইব্রেকারে। জয়ের খুব কাছে এসেও উদান্ত সিং শট মিস করায় সাডেন ডেথে ম্যাচ গড়ায়। গুরপ্রীত সিং সান্ধু কুয়েত অধিনায়কের শট আটকে দিতেই বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে জিতে যায় ভারত। এমন কঠিন মুহূর্তে স্নায়ুর চাপ সামলে সেরাটা উজাড় করে দেওয়া মুখের কথা নয়। ২২ গজে এমন অনেক টানটান মুহূর্তের সাক্ষী থেকেছেন মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকর। সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে সুনীল, সান্ধুদের ইস্পাত কঠিন স্নায়ুর প্রশংসা করেছেন সচিন। টুইটারে ভারতীয় দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। বর্তমান ভারতীয় ফুটবল দল মোটেও অল্পতে ভেঙে পড়ার মতো নয়। দলে রয়েছেন অভিজ্ঞ সুনীল ছেত্রী, গুরপ্রীত সিং সান্ধু, সন্দেশ ঝিঙ্গানরা। একইসঙ্গে একঝাঁক তরুণ ফুটবলার। তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার মিশেলে হার না মানা মনোভাবে দীক্ষিত গোটা দল। মঙ্গলবার রাতে সাফ ফাইনালে তারই সুফল পেয়েছে ভারত। ম্যাচে ১৪ মিনিটে প্রথমেই পিছিয়ে পড়েছিলেন সুনীলরা। প্রধমার্ধেই সমতা ফেরান ছাংতে। এরপর নির্ধারিত সময় ও অতিরিক্ত সময়ে গুরপ্রীত সিং সান্ধুর দুটি অসাধারণ সেভ ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেয়। টাইব্রেকারে গুরপ্রীত প্রথম শট আটকে দেওয়ায় এগিয়ে ছিল ভারত। এরপর সাডেন ডেথে কুয়েতের ক্যাপ্টেনের শট আটকে দেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু। ম্যাচের ফলাফল যে কোনও দিকে গড়াতে পারত। ভারতীয় দলের শেষ পর্যন্ত লড়াই করার মানসিকতা সাধারণ ফুটবলপ্রেমী থেকে ক্রীড়াবিদদের মন জয় করে নিয়েছে। ২২ গজের 'ভগবান' ও প্রশংসা না করে থাকতে পারেননি। সচিন তেন্ডুলকর টুইটারে লিখেছেন, 'শক্তি, সংকল্প এবং ইস্পাত কঠিন স্নায়ুর জোরে কী অসাধারণ প্রদর্শন! ভারতীয় ফুটবল দলকে অনেক শুভেচ্ছা।' এই নিয়ে ১৩ বার ফাইনাল খেলে নবম বার সাফ চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। একই সঙ্গে ট্রফি জয়ের হ্যাটট্রিক গড়েছেন সুনীল ছেত্রীরা।

ছেলে হলে হয়তো ক্রিকেট খেলতাম সানিয়া

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাইঃ ক্রিকেট তাঁর পছন্দের ঠিকই। কিন্তু ব্যাট-বলের সঙ্গে তাঁর তেমন একটা সম্পর্ক নেই। টেনিসই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। কিন্তু এ বারের উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে তিনি যুক্ত ছিলেন। তাও আবার আরসিবির মেন্টর হিসেবে। কথা হচ্ছে ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জাকে নিয়ে। ভারতীয় টেনিস জগতে সানিয়া মির্জার অবদান অনস্বীকার্য। তিনি চলতি বছরেই টেনিস থেকে অবসর নিয়েছেন। এ বার তিনিই কিনা এখন বললেন, ''আমি ছেলে হলে হয়তো ক্রিকেট খেলতাম।'' কেন এ কথা বললেন ভারতের টেনিস কুইন সানিয়া মির্জা? জিও সিনেমায় সম্প্রতি ভারতীয় মহিলা দলের ক্রিকেটার বেদা কৃষ্ণমূর্তিকে এক সাক্ষাৎকার দিয়েছেন সানিয়া মির্জা। ৩৬ বছর বয়সী প্রাক্তন টেনিস তারকা সানিয়া সেখানেই বলেন, ''আমি জানি এটা তোমাকে বলা ঠিক হবে না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে আমি যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হয়ে জন্ম নিতাম, তা হলে হয়তো ক্রিকেটই খেলতাম। আসলে ক্রিকেট খেলাটাকে যেন আর পাঁচটা খেলার থেকে আলাদা মনে হয়। ৩০ বছর আগে বিষয়টা অন্যরকম ছিল। অনেকের ভাবনা এমন ছিল যে ক্রিকেটটা মেয়েদের খেলা নয়। এই চিন্তাধারাটা এখন বদলেছে।'' ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার রোল মডেল কে? এই প্রশ্নের উত্তরে সানিয়া স্টেফি গ্রাফের নাম জানান। একইসঙ্গে তিনি তাঁর ভারতীয় মহিলা অ্যাথলিট পিটি উষার নাম জানান। সানিয়ার কথায়, ''আমার রোল মডেল স্টেফি গ্রাফ। কারণ আমি সেই সময় তাঁর নামই বেশি শুনতাম। এ ছাড়া আমাদের দেশে ওই সময় পিটি উষাই ছিলেন। যাঁকে দেখে আমরা বড় হয়েছি। উপমহাদেশে সকলে তাঁকে চিনত। তাই সেই সময় ভারতের কোনও মেয়ে অ্যাথলিট হতে চাইলে তাকে বলা হত পিটি উষাকে সামনে রেখে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করো।''

জয় দিয়ে কলকাতা লিগ শুরু বাগানের

দুরন্ত বার্তা, নৈহাটি, ৫ জুলাইঃ কলকাতা লিগে প্রিমিয়ার ডিভিশনের খেলা শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন আগেই। অবশেষে মাঠে নামল মোহনবাগান। গত মরসুমে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা। এরপরই মোহনবাগান নামের সামনে থেকে এটিকে সরানোর কথা ঘোষণা করেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। দীর্ঘদিন ধরেই এটিকে সরানো নিয়ে আন্দোলন করছিলেন মোহনবাগান সমর্থকদের বড় একটা অংশ। সমর্থকদের আবেগের কাছে সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়। নতুন মরসুমে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট নামে খেলার সিদ্ধান্ত হয়। নতুন নামে প্রথম ম্যাচে নেমেছিল মোহনবাগান। লিগ শুরু হল জয় দিয়েই। এ দিন নৈহাটি স্টেডিয়ামে পাঠচক্রের বিরুদ্ধে নামে তারা। ৩-১ ব্যবধানের জয়ে নতুন মরসুম শুরু হল 'নতুন' মোহনবাগানের। কলকাতা লিগ এ বার বিদেশিহীন। আরও বেশি সংখ্যায় দেশীয় ফুটবলার তুলে আনার লক্ষ্যেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। মোহনবাগান মূলত অনূর্ধ্ব ২৩ দল নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিনিয়র দলের বেশকিছু প্লেয়ার যাঁরা নিয়মিত সুযোগ পান না, তাঁদের লিগে খেলানো হচ্ছে। এখানে নজর কাড়তে পারলে সিনিয়র দলে নিয়মিত সুযোগ হতে পারে। প্রবল গরমের মধ্যেও মোহনবাগানের প্রচুর সমর্থক উপস্থিত ছিলেন নৈহাটি স্টেডিয়ামে।

শ্রীভূমি দিল 'গোল্ডেন গ্লাভ', হাতে নিয়েই বিতর্কিত সেলিব্রেশন এমির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাইঃ এমি জ্বরে ভুগছে তিলোত্তমা। গত সোমবার কলকাতায় এসেছেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। দুই দিনের এই সফরে কলকাতাবাসীর কাছ থেকে নিংড়ে নিচ্ছেন ভালোবাসা। কলকাতা উত্তর থেকে দক্ষিণে যেখানেই গিয়েছেন তাঁকে একবার ছুঁয়ে দেখার, সেলফি তোলার হিড়িক। কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালে ট্রাইব্রেকারের নায়ক শুধু

বন্দিত নন, সমালোচিত। ফাইনাল ম্যাচে প্রতিপক্ষের উদ্দেশে তাঁর শারীরিক অঙ্গভঙ্গী, গোল্ডেন গ্লাভস হাতে দৃষ্টিকটূ সেলিব্রেশন সমালোচনার জন্ম দিয়েছিল। বিশেষ করে সোনার দস্তানা হাতে উদযাপন। তাতে থোড়াই কেয়ার মেসির আদরের ডিবুর। বুধবার শ্রীভূমি থেকে স্মারক হিসেবে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় 'গোল্ডেন গ্লাভ' পুরস্কার। মন্ত্রী সুজিত বসুর হাত থেকে পুরস্কার নিয়ে সেই বিতর্কিত ভঙ্গি করে দেখালেন এমি। যা দেখে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল জনতা। আজ কলকাতায় এমির সফরের দ্বিতীয় ও শেষদিন। গতকাল থেকে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন। তাঁর একঝলক দেখার জন্য ভক্তদের হুড়োহুড়ি। সারাদিনের কর্মসূচি সত্ত্বেও চোখে মুখে ক্লান্তি নেই। বরং কলকাতা সফরে এসে এগুলো বেশ উপভোগ করছেন আর্জেন্টাইন ফুটবল তারকা। বুধবারও তাঁর ঠাসা কর্মসূচি। এদিন সকাল সকাল বাইপাসের ধারে মারাদোনার মূর্তিতে সবার প্রথমে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এরপর হুডখোলা গাড়িতে চাপেন। তবে ভিড়ের চাপে জিপের চাকা গড়ানোর জায়গা ছিল না। তাঁকে নিয়ে কলকাতার ফুটবলপ্রেমীদের উন্মাদনা অবাক করেছে ডিবুকে। এদিনও অবাক হয়ে দেখলেন, তাঁকে নিয়ে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরের এক শহরের মানুষদের আবেগ। এরপর এমি পৌঁছে যান শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে। সেখানে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সপ্তাহের মাঝেও এমিকে দেখার জন্য ভিড় উপচে পড়েছিল। শ্রীভূমির মাঠে বাঁধা মঞ্চে মন্ত্রী সুজিত বসু তাঁর হাতে তুলে দেন 'গোল্ডেন গ্লাভ' পুরস্কার। হাতে নিয়ে সেই বিতর্কিত ভঙ্গিতে পোজ দিলেন ক্যামেরার সামনে। বোঝাই গেল, সমালোচনা, বিতর্ক- কোনও কিছুই গায়ে মাখেননি তিনি। এমি রয়েছেন এমির ছন্দে।

আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন অশ্বিন-জাডেজা

দুবাই, ৫ জুলাইঃ একদিকে চলছে অ্যাসেজ সিরিজ। তারই মাঝে প্রকাশিত হল আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিং। বোলারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন ভারতের সিনিয়র তারকা ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে তিনি সুযোগ পাননি। কিন্তু তারপরও আইসিসি ক্রমতালিকায় জায়গা ধরে রাখলেন তিনি। অন্যদিকে আইসিসি প্রকাশিত অলরাউন্ডারদের তালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন রবীন্দ্র জাডেজাও। আর ব্যাটারদের তালিকায় প্রথমে কে জানেন? এপ্রিল মাসে ভারতের মাটিতে হওয়া এ বারের আইপিএলের সময় হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। তারপর থেকে তিনি মাঠের বাইরে। হাঁটুর অস্ত্রোপচারের পর ধীরে ধীরে ২২ গজে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। কিউয়ি নেতা উইলিয়ামসন প্রায় ৩ মাস মাঠের বাইরে থেকেও এ বার আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছেন। সদ্য আইসিসির পক্ষ থেকে যে টেস্ট র‍্যাঙ্কিং প্রকাশিত হয়েছে তাতে ব্যাটারদের তালিকায় একধাপ উঠে প্রথম স্থানে পৌঁছে গিয়েছেন উইলিয়ামসন। অ্যাসেজ সিরিজের প্রভাব পড়েছে আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের ব্যাটার ও বোলারদের তালিকায়। ব্যাটারদের তালিকায় ৮৮৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। ৪ ধাপ উপরে উঠেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ। অ্যাসেজের দ্বিতীয় টেস্টে সেঞ্চুরি করেছিলেন স্মিথ। সেই সুবাদে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে তাঁর উন্নতি হয়েছে। ৮৮২ পয়েন্ট নিয়ে তিনি পৌঁছে গিয়েছেন আইসিসি ব্যাটারদের তালিকার ২ নম্বরে। আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্যাটারদের তালিকায় তিন থেকে ৫ নম্বরে রয়েছেন মার্নাস লাবুসেন, ট্রাভিস হেড ও জো রুট। ৪ ধাপ নেমে ৫ নম্বরে পৌঁছে গিয়েছেন রুট। এই তালিকায় পাক অধিনায়ক বাবর আজমেরও অবনতি হয়েছে। ১ ধাপ নেমে তিনি ছয় নম্বরে পৌঁছে গিয়েছেন। আইসিসি বোলারদের ক্রমতালিকায় ৮৬০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। এই তালিকায় উন্নতি হয়েছে অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের। ২ ধাপ এগিয়ে তিনি পৌঁছে গিয়েছেন ২ নম্বরে। তিন নম্বরে রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাডা। ২ ধাপ নেমে চারে নম্বরে পৌঁছে গিয়েছেন জিমি অ্যান্ডারসন। ৪৩৪ পয়েন্ট নিয়ে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে অলরাউন্ডারদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন ভারতের রবীন্দ্র জাডেজা। এই তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছেন যথাক্রমে ভারতের অশ্বিন ও বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান। এক ধাপ উপরে উঠে ৪ নম্বরে পৌঁছে গিয়েছেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস। তাঁর অর্জিত পয়েন্ট ৩২৬। এই তালিকায় উন্নতি হয়েছে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক জো রুটেরও। তিনি এখন ২৭২ পয়েন্ট নিয়ে ৭ নম্বরে রয়েছেন।

কলকাতা ফুটবল লিগ ৪র্থ ডিভিশন

গ্রুপ-থ্রি'র আজকের খেলা

- হোয়াই বর্ডার ক্লাব বনাম ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব, রাজস্থান মাঠ, বিকেল ৩.৩০-এ
- জেইএফএ যাদবপুর অ্যাসোসিয়েশন বনাম সিঁথি রাসবিহারী আদর্শব্যায়ম মন্দির, তালতলা মাঠে, বিকেল ৩.৩০-এ
- ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব বনাম চৈতালি সঙ্ঘ, হাইকোর্ট মাঠে, বিকেল ৩.৩০-এ

২০২৪ কোপা আমেরিকা থেকে ব্রাজিলের কোচ আনচেলত্তি

সাও পাওলো, ৫ জুলাইঃ গুঞ্জনটাই অবশেষে সত্যি হলো। ২০২৪ কোপা আমেরিকা থেকে ব্রাজিলের প্রধান কোচের দায়িত্ব নেবেন কার্লো আনচেলত্তি। ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) এক সূত্র এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা এএফপিকে। তার আগ পর্যন্ত ব্রাজিলের অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্ব পালন করবেন ফার্নান্দো দিনিজ। ফ্লুমিন্সের এই কোচকে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ঘোষণা করেছে সিবিএফ। এএফপি জানিয়েছে, রিয়াল মাদ্রিদের কোচ আনচেলত্তি ২০২৪ সালে তাঁর বর্তমান ক্লাবের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ করবেন। এরপর সে বছরের জুনে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত কোপা আমেরিকা থেকে ব্রাজিলের দায়িত্ব নেবেন।

প্রায় ৬০ বছরের মধ্যে ব্রাজিলের প্রথম বিদেশি কোচ হবেন আনচেলত্তি। ব্রাজিলের সর্বশেষ বিদেশি কোচ ছিলেন আর্জেন্টিনার ফিলিপো নুনেজ। ১৯৬৫ সালে এক ম্যাচের জন্য ব্রাজিল কোচের দায়িত্বে ছিলেন এই নুনেজ। গত ডিসেম্বরে কাতার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে ব্রাজিলের বিদায়ের পর কোচের দায়িত্ব ছেড়েছিলেন তিতে। এরপর র‍্যামন মেনেজেসের কাঁধে অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। মেনেজেসের পর দিনেজকে অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্ব দেওয়া প্রসঙ্গে ভিডিওবার্তায় সিবিএফ সভাপতি এদনালদো রদ্রিগেজ বলেছেন, ''ফার্নান্দো দিনিজ এক বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন। আমি নিশ্চিত তিনি দক্ষতার সঙ্গেই এই দায়িত্ব পালন করবেন, যা তিনি করে এসেছেন নিজের পেশাদার কেরিয়ারে।'' বল দখলে রেখে খেলাতে পছন্দ করেন দিনিজ। 'তিকিতাকা' স্টাইল পছন্দ করার কারণে ব্রাজিলের ঘরোয়া ফুটবলে ৪৯ বছর বয়সি এই কোচকে বলা হয় 'ব্রাজিলিয়ান গার্দিওলা।' জাতীয় দলের অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্ব পাওয়ার পর দিনেজ বলেছেন, ''জাতীয় দলের দায়িত্ব পালন করা আমার কাছে স্বপ্নের মতো, খুবই সম্মানের ও গর্বের ব্যাপার।'' সেপ্টেম্বরে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব থেকে দিনেজের চুক্তির মেয়াদ শুরু হবে। যুক্তরাষ্ট্রে আগামী বছর কোপা আমেরিকা শুরু হবে ২০ জুন থেকে। রিয়ালে আনচেলত্তির চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে আগামী বছরের ৩০ জুন। তবে সে বছর চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ১ জুন। এদিকে দিনিজ ফ্লুমিন্সের কোচের দায়িত্বে থাকার পাশাপাশি ব্রাজিলের অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্বও পালন করবেন।

আয়ারল্যান্ড অধিনায়কের দায়িত্ব ছাড়লেন বলবার্নি

ডাবলিন, ৫ জুলাইঃ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সময়টা মোটেই ভালো যায়নি আয়ারল্যান্ডের। ৬ ম্যাচে তাদের জয় মাত্র ৩টি। জিতেছে অপেক্ষাকৃত কম শক্তির দল আরব আমিরাত, নেপাল ও যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। সবচেয়ে বড় বিষয়, বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার জন্য লড়াইটাই করতে পারেনি দলটি। কারণ, তাদের সব কটি জয়ই এসেছে বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাওয়ার পর। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে এমন পারফরম্যান্স মেনে নিতে পারেননি আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক অ্যান্ডি বলবার্নি। সে কারণেই বোধ হয় আয়ারল্যান্ডের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব ছেড়েছেন এই ব্যাটসম্যান। ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের এক

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলবার্নি বলেছেন, ''অনেক চিন্তাভাবনা করার পর আমি টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে দলের দায়িত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। গত কয়েক বছর এই দলকে নেতৃত্ব দেওয়া ছিল অনেক সম্মানের। মাঠে ও মাঠের বাইরে খেলোয়াড়, কোচ, ক্রিকেট আয়ারল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের সমর্থকের কাছ থেকে আমি যে সমর্থন পেয়েছি, সে জন্য কৃতজ্ঞ।'' ২০১৯ সালের নভেম্বরে দায়িত্ব নেওয়ার পর সব সংস্করণ মিলিয়ে আয়ারল্যান্ডকে ৮৯ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন বলবার্নি। তাঁর অধীন আইরিশরা খেলছে ৪টি টেস্ট, ৩৩টি ওয়ানডে ও ৫২টি টি-টোয়েন্টি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আয়ারল্যান্ডের হয়ে পাঁচ হাজারের বেশি রান করা এই ক্রিকেটার মনে করছেন সংক্ষিপ্ত সংস্করণের দায়িত্ব ছাড়ার এখনই সময়, ''আমি মনে করি, আমার জন্য দায়িত্ব ছাড়ার এটাই সঠিক সময়, দলের জন্যও। আমি আমার দলের জন্য সেরাটা দিয়ে যাব। আশা করছি সামনের বছরগুলোয় যে দারুণ একটা অধ্যায় আসছে, সেখানে কঠোর পরিশ্রম করে আমি অবদান রাখতে পারব।'' ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দলের দায়িত্ব ছাড়লেও আয়ারল্যান্ড টেস্ট দলের অধিনায়ক থাকছেন বলবার্নি। বলবার্নি দায়িত্ব ছাড়ায় আয়ারল্যান্ডের অন্তর্বর্তীকালীন অধিনায়ক হিসেবে ফিরছেন আরেক অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান পল স্টার্লিং। চলতি মাসে স্কটল্যান্ডে শুরু হতে যাওয়া ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইউরোপিয়ান বাছাইপর্বে আয়ারল্যান্ডকে নেতৃত্ব দেবেন স্টার্লিং। এ ছাড়া আগস্টে ভারতের সঙ্গে টি-টোয়েন্টি সিরিজ ও সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে নেতৃত্ব দেবেন এই ব্যাটসম্যান।

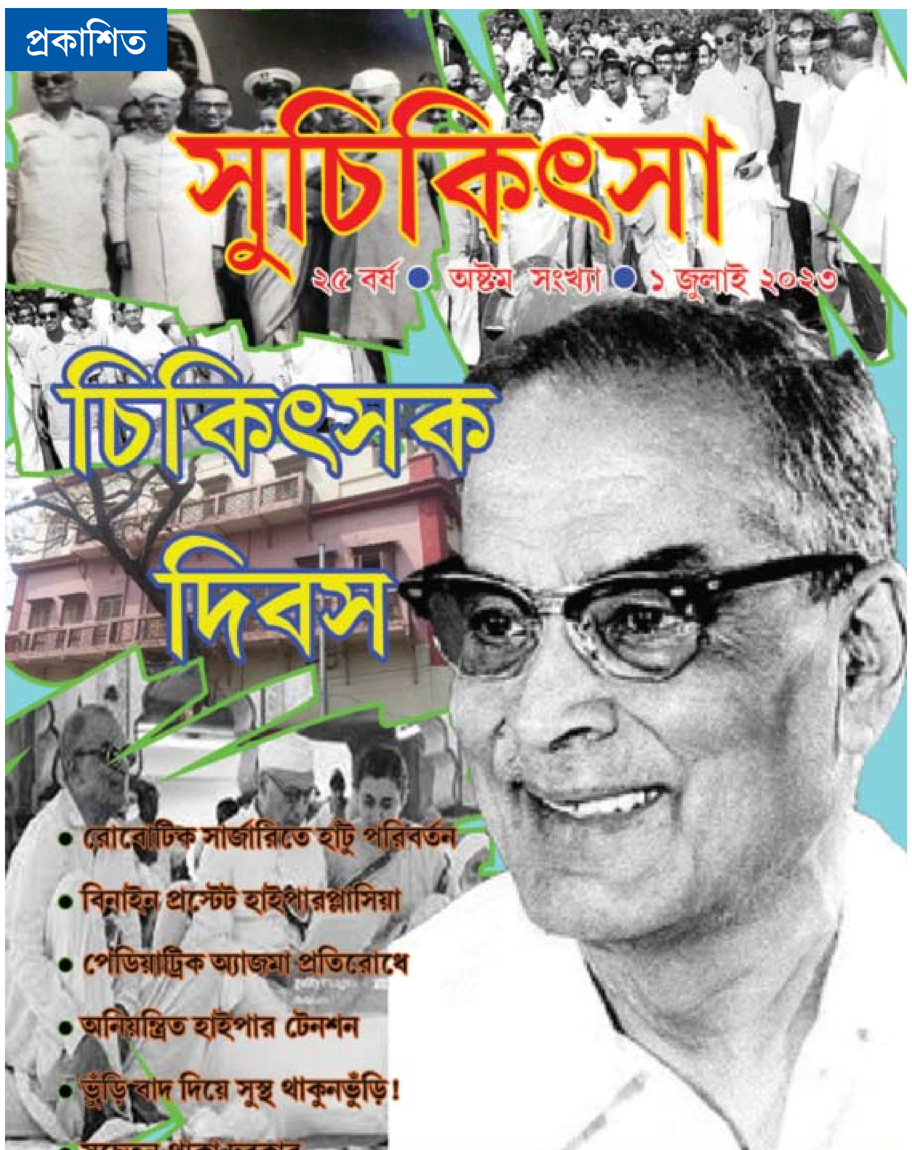

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501